আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব গ্রন্থের অনুবাদ

যিকরুল্লাহ্

মুমিন হৃদয়ের প্রাণ

ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ

'যিকরুল্লাহ-মুমিন হৃদয়ের প্রাণ' বইটি থেকে পাঠকবর্গ যিকির সংক্রান্ত জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়াবলী জানতে পারবেন। বিশেষকরে যিকিরের উপকারিতা, উত্তম-অনুত্তম যিকির, যিকিরের সময় শয়তানের প্রতিক্রিয়া, যিকির কীভাবে করতে হয়, কখন করতে হয়, যিকিরের দুনিয়াবি ও পারলৌকিক ফায়দা কী, যিকির কীভাবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে, যিকিরের মাধ্যমে কীভাবে অন্তর প্রশান্ত হয়—এই বিষয়গুলো পাঠক বিস্তারিত জানতে পারবে, ইন শা আল্লাহ।

"মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু"

যিকরুল্লাহ

মুমিন হৃদয়ের প্রাণ

যিকরুল্লাহ

প্রথম প্রকাশ
জুমাদিউস সানি, ১৪৪২ হিজরি / জানুয়ারি, ২০২১ ঈসায়ী

মুদ্রিত মূল্য : ২৫৫ (দুইশত পঞ্চান্ন) টাকা

পরিবেশক
মাতৃভাষা প্রকাশ
১১, পি. কে. রায় রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফী লাইফ, আবাবিল বুকশপ,
Dekhvo.com, বুকস টাইম

প্রকাশক
আযান প্রকাশনী
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১০০০।
+৮৮ ০১৭ ৫৯৫৯ ৯০০৮, ০১৭ ১৭৩১ ৭৯৩১
azanprokashoni.2019@gmail.com
azanprokashoni

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

নাম ও পরিচয়:

তার পূর্ণ নাম হচ্ছে, আবূ আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকর ইবন আইয়্যুব আদ দিমাশকী। তিনি সংক্ষেপে 'ইবনু কাইয়্যিম আল-জওযিয়াহ' নামে প্রসিদ্ধ। তার পিতা দীর্ঘ দিন দামেস্কের আল-জওযিয়া মাদরাসার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এ কারণে তার পিতাকে কায়্যিমুল জওযিয়া অর্থাৎ মাদরাসাতুল জওযিয়ার তত্ত্বাবধায়ক বলা হয়। পরবর্তীতে তার বংশের লোকেরা এই উপাধীতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

জন্ম, প্রতিপালন ও শিক্ষা গ্রহণ:

তিনি ৬৯১ হিজরী সালের সফর মাসের ৭ তারিখে দামেস্কে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লামা ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এক ইলমী পরিবেশ ও ভদ্র পরিবারে প্রতিপালিত হন। মাদরাসাতুল জওযিয়ায় তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পান্ডিত্য অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি স্বীয় যামানার অন্যান্য আলিমে দ্বীন থেকেও জ্ঞান অর্জন করেন। তার উস্তাদগণের মধ্যে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ সর্বাধিক উল্লেখ্য। ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র ইবন কাইয়্যিমই ছিলেন তার জীবনের সার্বক্ষণিক সাথী। ঐতিহাসিকদের ঐক্যমতে তিনি ৭১২ হিজরী সালে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহর সাথে সাক্ষাত করেন। এর পর থেকে আমৃত্যু তিনি শাইখের সাথেই ছিলেন। এমনকি জিহাদের ময়দান থেকে শুরু করে জেলখানাতেও তিনি তার থেকে আলাদা হননি। এভাবে দীর্ঘদিন

স্বীয় উস্তাদের সাহচর্যে থেকে যোগ্য উস্তাদের যোগ্য শিষ্য এবং শাইখের ইলম এবং দারস-তাদরীসের সঠিক ওয়ারিস হিসেবে গড়ে উঠেন। সেই সাথে স্বীয় পান্ডিত্য বলে এক অভিনব পদ্ধতিতে ইসলামী আকীদাহ ও তাওহীদের ব্যাখ্যাদানে পারদর্শিতা লাভ করেন।

তার সম্পর্কে বলা হয় যে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি সুফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অতঃপর শাইখের সাহচর্য পেয়ে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সুফীবাদ বর্জন করেন এবং তাওবা করে হেদায়াতের পথে চলে আসেন। তবে এ তথ্যটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয় বলে কতিপয় আলিম উল্লেখ করেছেন। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তিনি প্রথম জীবনে সুফী তরীকার অনুসারী ছিলেন, তবে এমনটি নয় যে, তিনি বর্তমান কালের পঁচা, নিকৃষ্ট ও শির্ক-বিদআতে পরিপূর্ণ সুফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন; বরং তিনি পূর্বকালের সেই সমস্ত সম্মানিত মনীষির পথ অনুসরণ করতেন, যারা পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস বর্জন করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আত্মশুদ্ধি, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন, ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকতেন এবং সহজ-সরল ও সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। আর এটি কোনো দোষণীয় বিষয় নয়।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর পর ইবন কাইয়্যিমের মতো দ্বিতীয় কোনো মুহাক্কিক আলিম পৃথিবীতে আগমণ করেছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন তাফসীর শাস্ত্রে বিশেষ পান্ডিত্যের অধিকারী, উসূলে দ্বীন তথা আকীদাহর বিষয়ে পর্বত সদৃশ, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং নুসূসে শরঈয়া থেকে বিভিন্ন হুকুম-আহকাম বের করার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়।

সুতরাং একদিকে তিনি যেমন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর ইলমী খিদমাতসমূহকে একত্রিত করেছেন, এগুলোর অসাধারণ প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন, শাইখের দাওয়াত ও জিহাদের সমর্থন করেছেন, তার দাওয়াতের বিরোধীদের জবাব দিয়েছেন এবং তার ফাতাওয়া ও মাসায়েলের

সাথে কুরআন ও সুন্নাহ এর দলীল যুক্ত করেছেন, সেই সাথে তিনি নিজেও এক বিরাট ইলমী খেদমত মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পন্ডিতগণ বলেন, আল্লামা ইবন কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তার লিখিত কিতাব 'তিববু নবাবী'তে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে সমস্ত বিরল অভিজ্ঞতা ও উপকারী তথ্য পেশ করেছেন এবং চিকিৎসা জগতে যে সমস্ত বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, তা চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসেবেও পারদর্শিতা অর্জন করেন।

কাযী বুরহানুদ্দীন বলেন, আকাশের নিচে তার চেয়ে অধিক প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী সে সময় অন্য কেউ ছিল না।

ইবন কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এর কিতাবগুলো পাঠ করলে ইসলামের সকল বিষয়ে তার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী ভাষা জ্ঞানে ও শব্দ প্রয়োগে তিনি অত্যন্ত নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তার লেখনীর ভাষা খুব সহজ। তার উস্তাদের কিছু কিছু লিখা বুঝতে অসুবিধা হলেও তাঁর কিতাবসমূহের ভাষা খুব সহজ ও বোধগম্য।

তার অধিকাংশ কিতাবেই দ্বীনের মৌলিক বিষয় তথা আকীদাহ ও তাওহীদের বিষয়টি অতি সাবলীল, প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় ফুটে উঠেছে। সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ছিল তার অগাধ ভালবাসা। বিদআত ও বিদআতীদের প্রতিবাদে তিনি ছিলেন স্বীয় উস্তাদের মতোই অত্যন্ত কঠোর। লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সুন্নাত বিরোধী কথা ও আমলের মূলোৎপাটনে তিনি তাঁর সর্বোচ্চ সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। তাওহীদের উপর তিনি মজবুত ও একনিষ্ঠ থাকার কারণে এবং শির্ক ও বিদআতের জোরালো প্রতিবাদের কারণে তার শত্রুরা তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। তাকে গৃহবন্দী, দেশান্তর এবং জেলখানায় ঢুকানোসহ বিভিন্ন প্রকার বিপদে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এত নির্যাতনের পরও তিনি স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়াননি।

কর্মজীবন:

জওযিয়া নামক মহল্লার ইমামতি, শিক্ষকতা, ফাতাওয়াদান, দাওয়াতে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং লেখালেখির মাধ্যমেই তিনি তার বর্ণিল কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। যে সমস্ত মাসআলার কারণে তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তার মধ্যে এক সাথে তিন তালাকের মাসআলা, আল্লাহর নবী ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সালামে এর কবরে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার মাসআলা, শাফাআত এবং নবী-রাসূলদের উসীলার মাসআলা অন্যতম। মুসলিম উম্মাহর জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশাল দ্বীনী খেদমত রেখে গেছেন। তার বেশ কিছু ইলমী খেদমত নিম্নে উল্লেখ করা হল—

১) আস-সাওয়ায়েকুল মুরসালাহ।

২) যাদুল মাআদ ফী হাদয়ী খাইরিল ইবাদ।

৩) মিফতাহু দারিস সাআদাহ।

৪) মাদারিজুস সালিকীন।

৫) আল-কাফীয়াতুশ শাফিয়া ফীন নাহু।

৬) আল-কাফীয়াতুশ শাফীয়া ফীল ইনতিসার লিলফিরকাতিন নাজীয়াহ

৭) আল-কালিমুত তায়্যিবু ওয়াল আমালুস সালিহু

৮) আল-কালামু আলা মাসআলাতিস সামাঈ

৯) হিদায়াতুল হায়ারা ফী আজভিবাতিল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা

১০) আলমানারুল মুনীফ ফীস সহীহ ওয়ায যঈফ

১১) ইলামুল মুআক্কিয়ীন

১২) আল-ফুরুসিয়্যাহ

১৩) তরীকুল হিজরাতাইন ও বাবুস সাআদাতাইন

১৪) আত-তুরুকুল হুকমিয়াহ

১৫) আল-ফাওয়াইদ

১৬) হাদীল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ

১৭) আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব।

১৮) উদ্দাতুস সাবিরীন ও যাখীরাতুশ শাকিরীন।

১৯) তাহযীবু সুনানি আবী দাউদ।

২০) আস-সিরাতুল মুসতাকীম।

তার ইবাদত-বন্দেগী ও আখলাক-চরিত্র:

আল্লামা ইবন রজব হাম্বালী রাহিমাহুল্লাহ তার ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন ইবাদতকারী, তাহাজ্জুদগুজার, সালাতে দীর্ঘ কিরাআতকারী, সদা যিকির-আযকারে মশগুল, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবা-ইসতিগফারকারী, আল্লাহর সামনে এবং তার দরবারে কাকুতি-মিনতি পেশকারী।

তিনি আরও বলেন, আমি তার মতো ইবাদতগুজার অন্য কাউকে দেখিনি, তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী অন্য কাউকে পাইনি এবং কুরআন, সুন্নাহ ও তাওহীদের মাসআলা-সমূহের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তার চেয়ে অধিক পারদর্শী অন্য কেউ ছিল না। তবে তিনি মাসুম তথা সকল প্রকার ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। দ্বীনের পথে তিনি একাধিকবার বিপদাপদ ও ফিতনার সম্মুখীন হয়েছেন। এ সব তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বরদাশত করেছেন। সর্বশেষে তিনি দামেস্কের দূর্গে শাইখ তকীউদ্দীনের সাথে বন্দী ছিলেন। শাইখের মৃত্যুর পর তিনি জেলখানা থেকে বের হন। জেলখানায় থাকা অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত থাকতেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, আমাদের যামানায় ইবন কাইয়্যিমের চেয়ে অধিক ইবাদতকারী অন্য কেউ ছিলেন বলে জানি না, তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ সালাত পড়তেন এবং রুকূ ও সিজদাহ লম্বা করতেন। এ জন্য অনেক সময় তার সাথীগণ তাকে দোষারোপ করতেন। তথাপিও তিনি স্বীয় অবস্থানে অটল থাকতেন।

তার উস্তাদবৃন্দ:

ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ যে সমস্ত আলিম-উলামা থেকে তালীম ও তারবীয়াত হাসিল করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন—

১) শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহঃ)।

২) আহমাদ ইবন আব্দুদ দায়িম আল-মাকদিসী (রহঃ)।

৩) তার পিতা কাইয়্যিমুল জওযিয়াহ (রঃ)।

৪) আহমাদ ইবন আব্দুর রাহমান আন-নাবুলসী (রহঃ)।

৫) ইবনুস সিরাজী (রহঃ)।

৬) আল-মাজদ আল হাররানী (রহঃ)।

৭) আবুল ফিদা ইবন ইউসুফ বিন মাকতুম আল-কায়সী (রহঃ)।

৮) হাদিয ইমাম আয-যাহাবী (রহঃ)।

৯) শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহর ভাই শরফুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়াহ আন-নুমাইরী (রহঃ)।

১০) তকীউদ্দীন সুলায়মান ইবন হামযাহ আদ-দিমাস্কী (রঃ)

তার ছাত্রবৃন্দ:

ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর হাতে যে সমস্ত মনীষী জ্ঞান আহরণে ধন্য হয়েছিলেন, তাদের তালিকা অতি বিশাল। তাদের কতিপয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল—

১) বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইবন ইবন কাইয়্যিম।

২) ইমাম ইবন রজব।

৩) হাফিয ইমাম ইবন কাসীর (রহঃ)।

৪) আলী ইবন আব্দুল কাফী আস-সুবকী (রহঃ)।

৫) মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী (রহঃ)।

৬) মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব আল-ফাইরুযাবাদী (রহঃ)।

মৃত্যু:

মুসলিম উম্মার জন্য অসাধারণ ইলমী খেদমত রেখে এবং ইসলামী লাইব্রেরীর বিরাট এক অংশ দখল করে হিজরী ৭৫১ সালের রজব মাসের ১৩ তারিখে এই মহা মনীষী এ নশ্বর ইহধাম ত্যাগ করেন। দামেস্কের বাবে সাগীরের গোরস্থানে তার পিতার পাশেই তাকে দাফন করা হয়। হে আল্লাহ, তুমি তাকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করো এবং তোমার রহমত দিয়ে তাকে ঘিরে নাও! আমীন!

অনুবাদকের কথা

বর্তমানে প্রশান্তি, সুস্থিরতা ও আত্মতৃপ্তি যেন সোনার হরিণ। সবাই এই হরিণকে হন্য হয়ে খুঁজছে। সর্বত্র অশান্তি, বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা ও অরাজকতার দাবানল দাউদাউ করে জ্বলছে। পশ্চিমা বিশ্বের যেসব উন্নত দেশের নাম শোনামাত্র আমরা তন্ময় হয়ে পড়ি, ভূস্বর্গ মনে করে তাতে পাড়ি জমানোর জন্য আমাদের হৃদয় হাহাকার করে ওঠে—সেসব উন্নত দেশের আকাশে অশান্তি, বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা ও হতাশার ঘন কালো মেঘ ছেঁয়ে গেছে। ফলে আত্মহত্যা হুহু করে বেড়ে চলছে। আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে পৃথিবী যত অগ্রসর হচ্ছে অশান্তি ও হতাশার বিষবাষ্প তত লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশান্তি, সুস্থিরতা ও আত্মতৃপ্তি সবার আজ আরাধ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সবার প্রশ্ন প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তি কোথায়? কোথায় তার বসবাস? কীভাবে তার সন্ধান পাওয়া যাবে? অন্তরের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তাআলা এসব প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

জেনে রেখো, যিকরুল্লায় রয়েছে অন্তরের প্রশান্তি।

যিকরুল্লাহ অশান্ত হৃদয়ে শান্তির সমীরণ। অতৃপ্ত মনে তৃপ্তির মৃদুমন্দ বাতাস। বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তায় নির্ভারতার উপাদেয়। অসুস্থ অন্তরের নিরাময়। এ কারণে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, ‘যিকরুল্লাহ আমার সকালের নাস্তা। এই নাস্তা গ্রহণ না করলে আমি আমার শক্তি হারিয়ে ফেলি।’

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই উজ্জ্বল নক্ষত্র তার ইলমী কারনামার স্বাক্ষর হিসেবে উম্মাহকে তিনশতাধিক গ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছেন। তন্মধ্যে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারনামা হলো 'আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব মিনাল কালিমিত তাইয়্যিব' নামক গ্রন্থ। তার এই গ্রন্থটি মূলত 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ যিকির করার আদেশ দিচ্ছি। যিকিরের উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি, যাকে তার শত্রুরা দ্রুত গতিতে ধাওয়া করলো। অবশেষে সে ব্যক্তি এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তাদের থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করলো। অনুরূপভাবে আল্লাহর যিকির করা ব্যতীত কোনো বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।' হাদীসের ব্যাখ্যা।

তিনি এই গ্রন্থে যিকরুল্লাহর উপকার ও ফায়দা, যিকরুল্লাহ বিমুখতার ক্ষতি ও অপকার, যিকরুল্লাহর পদ্ধতি-সহ যিকরুল্লাহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন। কোনো পাঠক এ গ্রন্থ পাঠ করবে অথচ সে যিকিরুল্লাহর মাধ্যমে স্বর্গীয় সুখ অনুসন্ধান করবে না—তা হবে না।

ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এই গ্রন্থের শুরুতে সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। যিকরুল্লাহ সংশ্লিষ্ঠ না হওয়ায় এ অংশ অনুবাদ করা হয়নি। আর শেষে দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য বিভিন্ন দুআ উল্লেখ করেছেন। এই দুআগুলো নিয়ে বাজারে বিভিন্ন বই থাকায়, তা অনুবাদকর্মে নিয়ে আসা হয়নি। মূল আরবী বইয়ে শিরোনাম খুবই কম ছিলো। পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা অনেক শিরোনাম যুক্ত করেছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে শাইখ আবদুর রহমান ইবন হাসান ইবন কায়েদ হাফিযাহুল্লাহ তাহকীককৃত পাণ্ডলিপি অনুসরণ করা হয়েছে এবং তিনি হাদীসের যে হুকুম লাগিয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষ মাত্রই ভুল। ভুলের ঊর্ধ্বে কেউ নেই। তাই প্রিয় পাঠকদের কাছে অনুরোধ থাকবে, অনুবাদ বা অন্য কোথাও কোনো ভুলচুক দৃষ্টিগোচর হলে তারা যেন আমাদের অবহিত করেন। 'আযান প্রকাশনী' গ্রন্থটি প্রকাশের

উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। পাঠক সমীপে সবিশেষ আবেদন, লেখক, প্রকাশকসহ এ বইয়ের সাথে জড়িত সকলের মাঝে অপাঙক্তেয় এ অধম অনুবাদককে দুআয় স্মরণ রাখতে ভুলে যাবেন না। আল্লাহ যেন এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন।

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহপ্রত্যাশী
আবদুল্লাহ মাহমূদ ইবন শামসুল হক
২২ জমাদিউস সানী, ১৪৪২

প্রকাশকের কথা

দাবি করা হয় যে, ২০৫০ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ানক অসুখ হবে হতাশা। হতাশার মূল কারণ আল্লাহর অবাধ্যতা। যিকরুল্লাহ থেকে মানুষ যত দূরে চলে যায়, হতাশা তাকে তত বেশি ঘিরে ধরে। আর হতাশার হুতাশনে তেল ঢালার জন্য শয়তান তো সদা প্রস্তুত আছেই। শয়তান হতাশাগ্রস্থ অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিয়ে বান্দাকে বিভ্রান্ত এবং আল্লাহর ব্যাপারে কুধারণার পথে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। এ কথা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনুল মাজীদে ইরশাদ করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٦٣) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

যে ব্যক্তি রহমানের যিকির থেকে উদাসীন থাকে আমি তাঁর জন্য শয়তানকে নিয়োজিত করি। ফলে সে হয়ে যায় তার একান্ত সহচর। শয়তান মানুষকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে তারা সঠিক পথে আছে।

শয়তান যিকিরবিমুখ বান্দাকে গুনাহের দিকে আহবান করে। অবাধ্য অন্তরে সে নিরবিচ্ছিন্ন ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। অবহেলায় পড়ে থাকা কাঠের গায়ে ঘুণপোকা ধরার মতো বান্দার অন্তরে সে জায়গা করে নেয়। এভাবে একপর্যায়ে সে বান্দাকে পুরোপুরি নিজের কবজায় নিয়ে নেয়। ফলে বান্দা হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে শয়তানের তাবেদারি করতে শুরু করে। জীবন হয়ে ওঠে অবসাদময়। অবসাদে ঘেরা জীবনে তখন আর কোনো আশা-ভরসা থাকে না। জীবনের

প্রতিটি ক্ষেত্রে হতাশার মতো মানসিক অস্থিরতা তাকে বিচলিত করে রাখে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) হিসাব অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে হতাশাগ্রস্থ রোগীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ২৭ কোটি। তবে বাস্তবিকপক্ষে এর সংখ্যা আরো অনেক বেশী। WHO এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী আরো বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বের হয়ে এসেছে। যেমন—

১. বৈশ্বিক অসুস্থতার কাতারে প্রথমেই রয়েছে হতাশা।

২. হতাশায় নিমজ্জিত মানুষের মধ্যে নারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

৩. যাবতীয় ক্ষেত্রে অক্ষমতা মূলত হতাশা থেকে সৃষ্ট।

৪. যে জিনিস আত্মহত্যার দিকে সবচেয়ে বেশি প্ররোচিত করে, তা হলো হতাশা।

৫. হতাশাগ্রস্থ রোগীদের সিংহভাগের বয়স ২০-২৯ বছরের মধ্যে।[২]

এই ভয়ানক ব্যাধির সমাধান একটাই। আর তা হলো আল্লাহর যিকির। যিকরুল্লাহই পারে এই ব্যাধি নিরাময় করতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

জেনে রেখো, আল্লাহর যিকিরেই রয়েছে অন্তর প্রশান্তি।

কাজেই জীবন থেকে হতাশাকে বিদায় জানাতে যিকরুল্লাহ ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই। সেই কাঙ্ক্ষিত উপায়ের তালাশে আযান প্রকাশনীর এবারের প্রকাশনা ‘যিকরুল্লাহ : মুমিন হৃদয়ের প্রাণ।’ বইটি জগদ্বিখ্যাত ইমাম হাফিয ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ এর অনবদ্য কিতাব ‘আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব’ এর অনুবাদ। দক্ষ হাতে বইটি ভাষান্তর করেছেন আব্দুল্লাহ মাহমূদ হাফিযাহুল্লাহ।

এই বইটি থেকে পাঠকবর্গ যিকির সংক্রান্ত জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়াবলী জানতে পারবেন। বিশেষকরে যিকিরের উপকারিতা, উত্তম-অনুত্তম যিকির, যিকিরের

সময় শয়তানের প্রতিক্রিয়া, যিকির কীভাবে করতে হয়, কখন করতে হয়, যিকিরের দুনিয়াবি ও পারলৌকিক ফায়দা কী, যিকির কীভাবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে, যিকিরের মাধ্যমে কীভাবে অন্তর প্রশান্ত হয়—এই বিষয়গুলো পাঠক বিস্তারিত জানতে পারবে, ইন শা আল্লাহ।

লেখক, অনুবাদক-সহ যারাই এই বইয়ের সাথে জড়িত, তাদের প্রতি আযান পরিবার কৃতজ্ঞ। তাদেরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন এবং ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা নিশ্চিত করুন। পাঠক সমীপে আবেদন, কোনো ভুলচুক নজরে আসলে তারা যেন আমাদেরকে তা অবহিত করেন।

ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

প্রকাশক
আযান প্রকাশনী

তথ্যসূত্রঃ

১। সুরা যুখরুফ : আয়াত ৩৬ ও ৩৭

২। https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression#:~:text=At%20its%20worst%2C%20depression%20can,-29-year-olds.

৩। সূরা রা'দ, আয়াতঃ ২৮

যিকরুল্লাহ্‌র উপকার

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> আমি তোমাদেরকে আল্লাহ যিকির করার আদেশ দিচ্ছি। যিকিরের উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি, যাকে তার শত্রুরা দ্রুত গতিতে ধাওয়া করলো। অবশেষে সে ব্যক্তি এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তাদের থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করলো। অনুরূপভাবে আল্লাহর যিকির করা ব্যতীত কোনো বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।[১]

যিকিরের যদি এই একটিমাত্র উপকার ব্যতীত অন্য কোনো উপকার নাও থাকতো, তবুও অহর্নিশ তাঁর যিকিরে জিহ্বাকে সিক্ত রাখা বান্দার জন্য অত্যাবশ্যক হত। প্রতিটি মুহূর্ত তাকে আল্লাহর যিকিরে ডুবে থাকতে হত। কেননা চিরশত্রু শয়তান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ওয়াজিব। আর তার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র পথ হলো যিকির।

যখনই কেউ যিকির থেকে গাফেল হয়ে পড়ে তখনই চিরশত্রু শয়তান তার ওপর হামলা করে বসে। গাফলতি তার হামলার পথ। সে সবসময় বান্দার গাফলতির সুযোগ খুঁজতে থাকে। গাফেল হওয়া মাত্রই সে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাকে ছিঁড়ে-ফেড়ে খেতে শুরু করে। গাফলতির চাদর সরিয়ে ফেলে বান্দা আবার যিকির শুরু করলে শয়তান তাকে ছেড়ে পালায় এবং মাছি ও চড়ুই পাখির মতো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে দূরে গিয়ে বসে থাকে। এ কারণে তার নাম 'আল-ওয়াসওয়াসুল খান্নাস'। কেননা তার কাজই হলো,

---

১. সুনানুত তিরমিযী, ২৮৬৩; হাদিসটি সহীহ

অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করা। কিন্তু আল্লাহর যিকির শুরু করা মাত্রই সে খান্নাস হয়ে যায় অর্থাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দূরে পালিয়ে যায়।

ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

শয়তান মানুষের অন্তরে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। মানুষ যখন যিকিরের কথা ভুলে যায় বা যিকির থেকে গাফেল হয়ে পড়ে, তখন সে ওয়াসওয়াসা দিতে শুরু করে। আবার যখন আল্লাহর যিকির শুরু করে, তখন সে পেছনে পালায়।[২]

যিকরুল্লাহর ফযিলত

মুআয ইবন জাবাল থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> 'যিকরুল্লাহ আদম সন্তানকে আল্লাহর আযাব থেকে যতটা রক্ষা করে, অন্য কোনো আমল ততটা রক্ষা করতে পারে না।'[৩]

মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরও বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে জানাবো না? যে আমল তোমাদের মালিকের সবচেয়ে প্রিয়, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সর্বাধিক সহায়ক, স্বর্ণ-রৌপ্যদান করার চেয়ে অধিক উত্তম এবং শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া ও তাদের কর্তৃক তোমাদের গর্দান উড়ে যাওয়া থেকে শ্রেষ্ঠ।'

২. মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১৩/৩৬৯-৩৭০; সনদ সহীহ

৩. মুসনাদ আহমাদ, ৫/২৩৯; হাদীসটি সহীহ

সাহাবীগণ বললেন, 'অবশ্যই ইয়া রাসুলাল্লাহ।' তিনি বললেন, 'যিকরুল্লাহ।'[৪]

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মক্কার রাস্তায় চলছিলেন। জামদান নামক এক পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় তিনি বললেন,

'তোমরা তোমাদের চলা অব্যহত রাখো। ওই দেখো জামদান পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তবে মুফাররিদুনরা অগ্রগামী হয়ে গেছে।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, 'মুফাররিদুন' কারা ইয়া রাসুলাল্লাহ?' তিনি বলেন, 'যেসব পুরুষ-নারী বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে তারাই মুফাররিদুন।'[৫]

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

কোনো দল যদি আল্লাহর যিকির না করেই মজলিস শেষ করে উঠে দাঁড়ায়, তাহলে তারা যেন গাধার লাশ থেকে উঠে দাঁড়ায়। যিকিরবিহীন সময়টুকু তাদের আফসোসের কারণ হবে।[৬]

তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে,

'যারা কোনো মজলিসে বসে কিন্তু সে মজলিসে আল্লাহর যিকির করে না এবং নবীর ওপর দরুদও পাঠ করে না, তারা বিপদগ্রস্ত ও শোকাহত হবে। এ কারণে চাইলে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন আবার চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।'[৭]

---

৪. সুনানুত তিরমিযী, ৩৩৭৭; হাদিসটি সহীহ

৫. সহীহ মুসলিম, ২৬৭৬

৬. সুনানু আবি দাউদ, ৪৮৫৫; হাদিসটি সহীহ

৭. সুনানুত তিরমিযী, ৩৩৮০; হাদিসটি সহীহ

যিকরুল্লাহ সর্বোত্তম আমল

আগার আবু মুসলিম বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আবু হুরাইরাহ ও আবু সাঈদ এ মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'কোনো দল আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে কোথাও একত্রিত হলে ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ধরে, রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং তাদের ওপর প্রশান্তি নেমে আসে আর আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সামনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।'[৮]

তিরমিযীতে আবদুল্লাহ ইবন বুসর থেকে বর্ণিত হয়েছে,

> এক ব্যক্তি বলে, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ভালো আমল তো অনেক। কিন্তু আমি সব ভালো আমল করতে সামর্থ্য রাখি না। আমাকে এমন কিছু ভালো আমলের কথা বলুন, যা আমি আঁকড়ে ধরে থাকতো পারবো। তবে এমন বেশি বলবেন না, যা আমি ভুলতে বসবো।'

আরেক বর্ণনায় আছে,

> 'ইসলামী শরিয়তের বিষয়গুলো আমার জন্য অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছে অথচ আমি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। অতএব, এমন কিছু বিষয় বলুন যা আমি আঁকড়ে ধরে থাকতো পারবো। তবে এমন বেশি বলবেন না, যা আমি ভুলতে বসবো।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, 'আপনার রসনা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।'[৯]

---

৮. সহীহ মুসলিম, ৬৭৪৮

৯. সুনানুত তিরমিযী, ৩৩৭৫; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৭৯৩; হাদিসটি সহীহ

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়,

> 'সর্বোত্তম বান্দা কারা এবং কিয়ামতের দিন কারা আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে?' তিনি বলেন, 'বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরকারীরা।' জিজ্ঞেস করা হয়, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীও নয়?' তিনি বলেন, 'জিহাদকারী যদি কাফির ও মুশরিকদেরকে তরবারি দিয়ে এমন জোরে আঘাত করে যে, তার তরবারি ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আর সে নিজেও রক্তাক্ত হয়ে পড়ে, তবুও আল্লাহর যিকিরকারীর মর্যাদা তার থেকে বেশি হবে।'[১০]

আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> 'যে যিকির করে আর যে যিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত মানুষ।'[১১]

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখে আমি তার সাথে তেমন আচরণ করি। যখন সে আমার যিকির করে আমি তখন তার সাথেই থাকি। সে যদি মনে মনে আমার যিকির করে, আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে মজলিসে আমার যিকির করে, আমিও তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি। সে এক বিঘত আমার দিকে এগিয়ে আসলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। এক হাত আমার দিকে এগিয়ে আসলে আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই।'[১২]

---

১০. সুনানুত তিরমিযী, ৩৩৭৬; হাদিসটি দুর্বল

১১. সহীহুল বুখারী, ৬৪০৭

১২. সহীহুল বুখারী, ৭৪০৫; সহীহ মুসলিম, ১৬৭৫

যিকরুল্লাহ্র মজলিস জান্নাতের একটি বাগান

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> 'তোমরা কখনো জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সেখান থেকে ফল তুলে নিয়ো।' সাহাবীগণ বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, জান্নাতের বাগান কী?' তিনি বলেন, 'যিকিরের মজলিস।'[১৩]

তিরমিযীর বর্ণনায় আরও আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> 'আমার প্রকৃত বান্দা তো সে, যে তার শত্রুর সাথে মোকাবেলা করা অবস্থাতেও আমার যিকির করে।'[১৪]

১৩. সুনানুত তিরমিযী, ৩৫১০; হাদিসটি হাসান
১৪. সুনানুত তিরমিযী, ৩৫৮০; হাদিসটি দুর্বল

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে : যিকিরকারী না-কি মুজাহিদ?

উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে : যিকিরকারী না-কি মুজাহিদ? উক্ত হাদিসটি তার ফয়সালা দিয়ে দিয়েছে। জিহাদবিহীন যিকিরকারী এবং যিকিরবিহীন জিহাদকারী থেকে যিকিরকারী মুজাহিদ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আর যিকিরবিহীন মুজাহিদ থেকে জিহাদবিহীন যিকিরকারী উত্তম। অতএব, সে যিকিরকারী সর্বোত্তম যে জিহাদ করে এবং সে মুজাহিদ সর্বোত্তম যে যিকির করে।

আল্লাহু তাআলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হবে তখন অবিচল থাকবে আর বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবে। তবে আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।[১৫]

এই আয়াতে জিহাদরত অবস্থাতেও আল্লাহর যিকির করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মুজাহিদ দল যদি জিহাদরত অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে, তবে তারা বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে।

১৫. সূরা আনফাল, আয়াত : ৪৫

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

হে ঈমানদারগণ, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করো।[১৬]

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

আল্লাহকে বেশি বেশি যিকিরকারী ও যিকিরকারিণীগণ।[১৭]

তিনি আরও বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

তোমরা যখন তোমাদের হজের করণীয় কার্যাবলী সমাপ্ত করবে, তখন বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবে, যেমনভাবে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে অথবা তার চেয়েও বেশি যিকির করবে।[১৮]

১৬. সূরা আহযাব, আয়াত : ৪১
১৭. সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৫
১৮. সূরা বাকারাহ, আয়াত : ২০০

যিকিরবিহীন মজলিস আফসোস ও পরিতাপের কারণ

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের খুব ভালোবাসেন ও তাদের কল্যাণ চান। তাই তিনি তাদেরকে বেশি বেশি তাঁর যিকির করার আদেশ দিয়েছেন। কারণ, যিকির বান্দার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু। এক লহমাও যিকিরবিমুখ থাকা বান্দার জন্য সমীচীন নয়। যিকিরবিহীন তার যে সময়টুকু অতিবাহিত হবে সে সময়টুকুর জন্য তাকে ক্ষতির হিসাব গুণতে হবে এবং দগ্ধ হতে হবে পরিতাপের অনলে। বাহ্যিক কোনো লাভের আশায় যিকিরবিহীন যে সময়টুকু ব্যয় হয়, গভীর দৃষ্টিতে দেখলে প্রমাণ হবে, লাভের তুলনায় লোকসানের পরিমাণ কয়েকগুণ বেশি।

কোনো একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি বলেছেন, কোনো বান্দা যদি বছরের পর বছর আল্লাহর যিকিরে কাটানোর পরও সামান্যটুকু সময় যিকির থেকে বিমুখ হয়, তাহলে তার অর্জনের তুলনায় হারানোর পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায়।

ইমাম বাইহাকী আয়েশা ও আবুবকর রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> 'আদম সন্তানের যে সময়টুকু আল্লাহর যিকিরবিহীন কাটে, কিয়ামতের দিন তা তার পরিতাপ ও আফসোসের কারণ হবে।'[১৯]

---

১৯. শুআবুল ঈমান, ২/৪০৮-৪০৯; মুজামুল আওসাত লিত-তবারানী, ৮/১৯৫; সনদ দুর্বল

মুআয ইবন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> 'জান্নাতীদের কোনো আফসোস থাকবে না; তবে শুধু ঐ সময়টুকুর জন্য আফসোস করবে, যে সময়টুকু তারা আল্লাহর যিকিরবিহীন কাটিয়েছিলো।'[২০]

নবি-পত্নী উম্মু হাবীবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'আদম সন্তানের প্রতিটি কথা তার জন্য অপকারী; উপকারী নয়। তবে কেবল সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ এবং আল্লাহর যিকিরে ব্যয় হওয়া কথা তার জন্য উপকারী।'[২১]

মুআয ইবন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করি,

> 'আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি?' তিনি বলেন, 'এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা যখন জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।'[২২]

আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রতিটি বস্তুর বিভা ও দ্যুতি রয়েছে। অন্তরের বিভা ও দ্যুতি হলো আল্লাহর যিকির।[২৩]

---

২০. শুআবুল ঈমান, ২/৪০৮-৪০৯; আল-জামিউস সগীর, ৯৫৭৭; ইমাম মুনযিরী এর এক সনদকে ভালো বলেছেন। ইমাম আলবানী হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।

২১. সুনানুত তিরমিযী, ২৪১২; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৯৭৪; হাদিসটি দুর্বল

২২. সহীহ ইবন হিব্বান, ৮১৮; হাদিসটি সহীহ

২৩. শুআবুল ঈমান, ২/৪১৯

অন্তরের মরিচা দূরীকরণে যিকিরের ভূমিকা

লোহা, পিতল, চান্দি ও অন্যান্য জিনিসে যেমন মরিচা ধরে, তেমনি অন্তরেও মরিচা ধরে। অন্তরে মরিচা ধরলেও আল্লাহ সেই মরিচা দূর করার কেমিক্যাল দিয়ে দিয়েছেন। যিকরুল্লাহ হলো সেই কেমিক্যাল। যিকরুল্লাহর মাধ্যমে অন্তরের মরিচা এমনভাবে দূর হয় যে, অন্তর একেবারেই স্বচ্ছ-সফেদ ও পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আয়নার মতো জ্বলজ্বল করে। বান্দা যখন যিকরুল্লাহ থেকে দূরে থাকে, তখন তার অন্তরে মরিচা পড়তে শুরু করে। তবে আশার কথা হলো, বান্দা যিকির শুরু করলে সেই মরিচা দূর হয়ে যায়।

দুই কারণে অন্তরে মরিচা পড়ে : যিকিরবিমুখতা ও গুনাহ। মরিচা দূর করার পদ্ধতিও দুটি : যিকির ও ইসতিগফার। যিকির ছাড়াই যে ব্যক্তির সিংহভাগ সময় কাটে, মরিচা তার অন্তরে খুব শক্তভাবে জেঁকে বসে। যিকিরবিমুখতা অনুযায়ী মরিচা কম-বেশি হয়। মরিচা পড়তে পড়তে কারো অন্তর যদি একেবারেই কালো হয়ে যায়, তাহলে ঐ অন্তর সঠিক-বেঠিক ও হক-বাতিলের মাঝে বিভাজন করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে সে আর সঠিক জিনিস গ্রহণ করতে পারে না; এমনকি তার কাছে বাতিলকে হক মনে হয় আর হককে মনে হয় বাতিল। কারণ, মরিচা পড়া কালো ও অন্ধকার অন্তরে কোনো বস্তুর সঠিক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে না।

এছাড়া মরিচা ধরে কারো অন্তর কালো ও অন্ধকার হয়ে গেলে তার চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতি শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। হক গ্রহণ করার শক্তি ও সাহস নিঃশেষ হয়ে যায় এবং হারিয়ে যায় বাতিলকে অস্বীকার করার চেতনা। এটাই হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় শাস্তি। এসব মূলত যিকিরবিমুখতা ও প্রবৃত্তির

অনুসরণ থেকে উৎসারিত। কেননা যিকিরবিমুখতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ অন্তরের প্রদীপকে নিভিয়ে দেয় এবং অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করে ফেলে।

যিকিরকারীকে বন্ধু বানাও

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

"যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য করে ও সীমালঙ্ঘনমূলক কার্যকলাপে জড়িত থাকে–তুমি তার অনুসরণ করো না।"[২৪]

কেউ কারো অনুসরণ করতে চাইলে প্রথমেই খেয়াল করতে হবে যে, সে যিকিরের পাবন্দ না-কি যিকিরবিমুখ এবং তাকে পরিচালনা করছে প্রবৃত্তি না-কি ওহি। তাকে যদি প্রবৃত্তি পরিচালনা করে তবে সে যিকিরকারী হতে পারে না; বরং সে সীমালঙ্ঘনকারী। আর এমন ব্যক্তি কখনো অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তার অনুসরণ ও অনুকরণ অনিবার্য ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।

উল্লিখিত আয়াতে 'ফুরুত বা সীমালঙ্ঘন' এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো, নষ্ট করা। অর্থাৎ যে-সমস্ত ওয়াজিব ও আবশ্যকীয় দায়িত্ব ও কাজের মাধ্যমে বান্দা সঠিক পথের পথিক এবং সফল হতে পারে,

২৪. সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৮

সেসব দায়িত্ব ও কাজকে নষ্ট করা। আরেকটি অর্থ বাড়াবাড়ি করা। কেননা প্রত্যেক বাড়াবাড়িকারী ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী।

এর তৃতীয় অর্থ ধ্বংস আর চতুর্থ অর্থ হকপরিপন্থী। তবে এ চারটি অর্থ-ই প্রায় কাছাকাছি।

মোটকথা, যার মাঝে 'ফুরুত বা সীমালঙ্ঘন' এর উপর্যুক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, আল্লাহ তাআলা তার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে, তার পীর এবং তার আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিকে এই চার বৈশিষ্ট্যওয়ালা কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই-বাছাই করা। কারো মাঝে এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে অনতিবিলম্বে তাকে বর্জন করা। আর সে যদি আল্লাহর যিকিরকারী ও সুন্নাহর অনুসারী হয় এবং সীমালঙ্ঘন না করে মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী হয়—তাহলে তার রশিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। তার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন না হওয়া।

কে মৃত আর কে জীবিত তার নির্ণয়ক যন্ত্র যিকির। যে যিকির করে না সে মৃত আর যে যিকির করে সে জীবিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'তোমরা এত বেশি আল্লাহর যিকির করো যে, তোমাদেরকে যেন পাগল বলা হয়।'[২৫]

২৫. মুসনাদ আহমাদ, ৪/১৮৩; কেউ কেউ হাদিসটি গ্রহণযোগ্য বলেছেন আবার কেউ কেউ মুনকার বলেছেন।

যিকরুল্লাহর উপকার

যিকরুল্লাহর একশরও বেশি উপকার ও ফায়দা রয়েছে। তবে সবগুলো উপকার ও ফায়দা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না। কিছু কিছু ফায়দা ও উপকার নিয়ে আলোকপাত করা হবে।

১. যিকরুল্লাহ শয়তানকে দমিয়ে রাখে ও বিতাড়িত করে। যিকরুল্লাহর মাধ্যমে শয়তান মূলোৎপাটিতও হতে পারে।

২. যিকরুল্লাহর কারণে বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলা রাজি-খুশি হন এবং তাকে ভালোবেসে ফেলেন।

৩. যিকরুল্লাহ অন্তর থেকে যাবতীয় দুশ্চিন্তা, হতাশা ও বিষণ্নতা দূর করে।

৪. যিকরুল্লাহর মাধ্যমে অন্তর আনন্দিত থাকে, খুশির সমীরণ প্রবাহিত হয় এবং সুখের ঊর্মিমালা আঁছড়ে পড়ে।

৫. যিকরুল্লাহ হৃদয় ও শরীরে শক্তি সঞ্চার করে।

৬. যিকরুল্লাহর বিভায় চেহারা ও অন্তর আলোকিত হয়।

৭. যিকরুল্লাহ বান্দার রিজিকের বন্দোবস্ত করে।

৮. যিকিরকারীকে যিকরুল্লাহ আত্মসম্মানবোধ, ভক্তি, প্রশান্তি ও প্রাণবন্ততার পোশাক পরিয়ে দেয়।

৯. যিকিরের মাধ্যমে রবের ভালোবাসা অর্জন হয়। আর রবের ভালোবাসা হলো, ইসলামের রূহ, দ্বীনের কেন্দ্র এবং সফলতা ও নাজাতের উৎস। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুর কিছু উপকরণ ও মাধ্যম নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার উপকরণ ও মাধ্যম হলো, তাঁর অহর্নিশ যিকির। অতএব, কেউ যদি রবের ভালোবাসায় সিক্ত হতে চায়, তবে সে যেন তাঁর যিকিরে নিবেদিত হয়। দারস ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তেমনি আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে রবের ভালোবাসা শাণিত হয়। যিকরুল্লাহ হলো রবের ভালোবাসার মূল ফটক এবং প্রধান ও সহজ সড়ক।

১০. যিকরুল্লাহ হলো রবের ধ্যানমগ্ন হওয়া ও ইহসানের স্তরে পৌঁছার উপজীব্য। কেউ ইহসানের স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হলে ইবাদত করার সময় সে যেন সরাসরি আল্লাহকে দেখতে পায়। একজন উপবিষ্ট ব্যক্তি যেমন কখনো ছাদে উঠতে পারে না, তেমনি আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল ব্যক্তি কোনোভাবেই ইহসানের স্তরে পৌঁছাতে পারে না।

১১. যিকরুল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হয়। যিকিরের মাধ্যমে কেউ বারবার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে একপর্যায়ে সে স্থায়ীভাবে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়। ফলে আল্লাহ তার আশ্রয় ও ভরসাস্থল এবং অন্তরের কিবলা হয়ে যান।

১২. যিকরুল্লাহ বান্দাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। যিকিরের পরিমাণ অনুযায়ী বান্দা তাঁর নৈকট্য লাভ করে এবং যিকির থেকে গাফলতি অনুযায়ী আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়।

১৩. যিকরুল্লাহ আল্লাহর মারিফাতের প্রকাণ্ড দরজাকে খুলে দেয়। যিকিরের পরিমাণ যত বেশি হয় আল্লাহর মারিফাত তত বেশি অর্জন হয়।

১৪. যিকরুল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা যিকিরকারীর অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং বান্দাও মনে করে যে, সে তার রবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল ব্যক্তির অবস্থান ঠিক এর বিপরীত মেরুতে। তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভক্তি, সম্মান ও ভালোবাসা থাকে না বললেই চলে।

১৫. যিকিরকারীকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা স্মরণ করেন এবং আসমানে তাকে নিয়ে আলোচনা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

তোমরা আমার যিকির করো, আমি তোমাদের স্মরণ করবো।[২৬]

যিকিরের এই একটি মাত্র ফযিলত ও ফায়দা ছাড়া অন্য কোনো ফযিলত ও ফায়দা না থাকলেও, যিকিরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এটাই যথেষ্ট।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি মনে মনে আমার যিকির করে, আমিও অন্তরে তাকে স্মরণ করি আর যে ব্যক্তি মজলিসে আমার যিকির করে, আমি তাদের থেকে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি।'[২৭]

১৬. যিকির অন্তরের প্রাণ। আমি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ কদ্দাসাল্লাহু রূহাহু-কে বলতে শুনেছি,

'অন্তরের জন্য যিকির তেমন, মাছের জন্য পানি যেমন।' পানি ছাড়া কি মাছ বেঁচে থাকতে পারে?! পানি ছাড়া মাছ যেমন তড়পাতে তড়পাতে মারা যায়, যিকির ছাড়া অন্তরও তেমন তড়পাতে তড়পাতে মৃত্যুকোলে ঢলে পড়ে।

---

২৬. সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১৫২
২৭. সহীহুল বুখারী, ৭৪০৫; সহীহ মুসলিম, ১৬৭৫

যিকরুল্লাহ্ অন্তরের খোরাক ও প্রাণ

১৭. যিকরুল্লাহ অন্তরের খোরাক ও প্রাণ। যিকিরবিহীন মানুষ এমন শরীরের মতো, যে শরীরকে খাবার দেওয়া হয় না। খাবার ছাড়া কোনো শরীর যেমন টিকে থাকতে পারে না, তেমনি যিকির ছাড়া কোনো অন্তর বেঁচে থাকতে পারে না।

একদিন আমি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তিনি ফজর সালাত শেষে বসে রইলেন এবং প্রায় দুপুর পর্যন্ত যিকিরে নিমগ্ন থাকলেন। যিকির শেষ হলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যিকির আমার সকালের নাস্তা। এই নাস্তা গ্রহণ না করলে আমি আমার শক্তি হারিয়ে ফেলি।'

তিনি আরেকবার আমাকে বলেন, আমি মাঝেমধ্যে নফসকে আরাম ও বিশ্রাম দেওয়ার উদ্দেশ্য যিকির করা থেকে বিরত থাকি। যাতে অন্য যিকির করার জন্য নফস আবারও পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি নিতে পারে।

১৮. যিকরুল্লাহর মাধ্যমে অন্তরের মরিচা দূর হয় এবং অন্তর স্বচ্ছ-সুন্দর হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

প্রত্যেক জিনিসে মরিচা পড়ে। অন্তরে মরিচা পড়ে যিকির থেকে গাফেল থাকলে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে। যিকির, তওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে সে-মরিচা পুরোপুরি ধুয়ে-মুছে যায়।

১৯. যিকরুল্লাহ ভুলত্রুটি ও গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। কেননা যিকরুল্লাহ সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ। আর সওয়াবের মাধ্যমে গুনাহ মুছে যায়।

২০. বান্দা ও তার রবের মাঝে কখনো কখনো দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। যিকরুল্লাহ সে দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে বান্দাকে আবারও রবের কাছে নিয়ে যায়। যিকিরবিমুখতার কারণে রব থেকে বান্দার যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, তা কেবল যিকরুল্লাহর মাধ্যমে দূর হওয়া সম্ভব।

যিকরুল্লাহ বান্দার যাবতীয় আমলের বাহন

২১. সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ-সহ যেসব বাক্য দ্বারা বান্দা আল্লাহর যিকির করা হয়, বান্দার বিপদে-আপদে সেসব বাক্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা তোমরা আল্লাহর যে যিকির করো, সেসব যিকির মৌমাছির গুঞ্জনের মতো আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে এবং যিকিরকারীর কথা উল্লেখ করে। তোমাদের কেউ কি চাও না যে, আল্লাহর নিকট তার কথা উল্লেখকারী কিছু থাকুক।**[২৮]

২২. যে ব্যক্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় আল্লাহর যিকির করে, বিপদ-আপদের সময় আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন এবং যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে তাকে উতরিয়ে দেন। একটি আসারে[২৯] পাওয়া যায়, 'আল্লাহর অনুগত যিকিরকারী বান্দা যখন বিপদ-আপদের মুখোমুখি হয় অথবা নিজের

---

২৮. সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৮০৯; হাদিসটি সহীহ

২৯. সাহাবী ও তাবিয়ীদের উক্তিকে আসার বলা হয়।

প্রয়োজনের কথা আল্লাহর কাছে তুলে ধরে, তখন ফেরেশতারা বলেন, 'রব, এটি পরিচিত বান্দার পরিচিত কণ্ঠ।' এর বিপরীতে যিকিরবিমুখ গাফেল বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে বা আল্লাহর কাছে কোনোকিছু চায়, তখন ফেরেশতারা বলেন, 'রব, এটা তো অপরিচিত বান্দার অপরিচিত কণ্ঠ।'[৩০]

২৩. যিকরুল্লাহ বান্দাকে আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত দেয়। মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, 'যিকরুল্লাহ আদম সন্তানকে আল্লাহর আযাব থেকে যতটা রক্ষা করে, অন্য কোনো আমল ততটা রক্ষা করতে পারে না।'[৩১]

২৪. যিকরুল্লাহর মাধ্যমে বান্দার ওপর প্রশান্তি নেমে আসে, আল্লাহর রহমত তাকে পরিবৃত্ত করে এবং ফেরেশতারা তাকে ঘিরে রাখে; যেমনটি পূর্বে হাদিসে বলা হয়েছে।

২৫. যিকরুল্লাহর মাধ্যমে গীবত, চোগলখোরি, মিথ্যা ও অশ্লীলতার মতো অন্যান্য বাতিল কথাবার্তা থেকে রসনাকে মুক্ত রাখা যায়। মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে, তারা চুপ থাকতে পারে না; কোনো না কোনো কথা তাকে বলতেই হয়। তাই আল্লাহর যিকিরে রসনাকে ব্যস্ত রাখা নাহলে এবং তাঁর বিধিবিধানের ব্যাপারে আলোচনা করা নাহলে, রসনা হারাম ও বাতিল কথাবার্তায় লিপ্ত হবেই; আল্লাহর যিকির ছাড়া এ থেকে উত্তরণের বিকল্প কোনো পথ নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত যে, কেউ যদি স্বীয় রসনাকে আল্লাহর যিকিরে অভ্যস্ত করে ফেলে, তবে তার রসনা অনর্থক ও বাতিল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। অপরপক্ষে যার রসনা আল্লাহর যিকির থেকে নীরস থাকে, তার রসনা যাবতীয় বাতিল, অনর্থক ও অশ্লীল কথাবার্তা দ্বারা সিক্ত থাকে। লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

---

৩০. এটি সাহাবী সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা। মুহাম্মাদ ইবন ফুযাইল আয-যব্বী, আদ-দুআ, ৮৫; মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১০/৩০৯-৩১০, সনদ সহীহ

৩১. সুনানুত তিরমিযী, ৩৩৭৭; হাদিসটি সহীহ

যিকরুল্লাহর মজলিস মূলত ফেরেশতাদের মজলিস

২৬. যিকরুল্লাহর মজলিস মূলত ফেরেশতাদের মজলিস। অপরপক্ষে অনর্থক কথাবার্তা ও যিকিরবিহীন মজলিস মূলত শয়তানের মজলিস। অতএব, তুমি যে মজলিস পছন্দ করো ও নিজের জন্য উপকারী মনে করো, সেই মজলিস গ্রহণ করো। ভালোভাবে মনে রেখো, তোমার আজকের সাথীই পরকালের সাথী। দুনিয়ার সাথীর সাথেই তোমার হাশর-নাশর হবে।

২৭. যিকরুল্লাহ শুধু যিকিরকারীকে সৌভাগ্যবানদের কাতারে নিয়ে যায় না বরং যিকিরকারীর সাথীকেও সৌভাগ্যবানদের কাতারে নিয়ে যায়। মোটকথা, যিকির যেখানে যেসময়ে যেভাবেই থাকুক না কেন, তা বরকতময়। এর বিপরীতে যিকিরবিমুখতা ও অনর্থক আলাপন শুধু ঐ ব্যক্তিকে দুর্ভাগাই করে না, তার সাথীকেও দুর্ভাগাদের দলে নিয়ে যায়।

২৮. কিয়ামতের দিন যিকিরকারী বান্দার হৃদয়তন্ত্রীতে আক্ষেপ ও আফসোসের সুর অনুরণিত হবে না। আক্ষেপ ও আফসোসের সুর তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হবে যাদের মজলিস ছিলো যিকিরবিহীন।

২৯. কিয়ামতের দিন যখন সূর্য তার তাপবৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং সেই বর্ষণে মানুষ গলে গলে পড়বে, তখন সবার অগোচরে কেঁদে কেঁদে যিকিরকারীরা আল্লাহর আরশের ছায়ায় নির্ভার হয়ে অবস্থান করবে।

৩০. একজন মানুষ দুআয় যাচ্ঞা করে আল্লাহর কাছ থেকে যা পায়, যিকিরকারী যাচ্ঞা ছাড়াই তার চেয়ে বেশি পায়। উমার ইবন খাত্তাব থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার যিকির যাকে আমার কাছে যাচ্ঞা করা থেকে নিবৃত্ত রাখে, আমি তাকে যাচ্ঞাকারীর তুলনায় অধিক দান করি।'[৩২]

যিকরুল্লাহ্ সবচেয়ে সহজ ইবাদত

৩১. যিকরুল্লাহ সবচেয়ে সহজ অথচ সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। কেননা অন্যান্য ইবাদতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা ও আন্দোলিত করার চেয়ে যিকিরে জিহ্বাকে পরিচালনা ও আন্দোলিত করা খুবই সহজ ও হালকা। দিনে-রাতে একজন মানুষকে যতবার জিহ্বা নাড়াতে ও পরিচালনা করতে হয়, ততবার যদি অন্য কোনো অঙ্গকে নাড়াতে ও পরিচালনা করতে হত, তবে তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে যেত; বরং তার পক্ষে কোনোভাবেই তা সম্ভবপর হত না।

৩২. যিকরুল্লাহ জান্নাতের গাছ। আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'ইসরার রাতে ইবরাহীমের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বলেন, 'ইয়া মুহাম্মাদ, আপনি আপনার উম্মাতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দেবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, জান্নাতের মাটি অতীব সুঘ্রাণযুক্ত, তার পানি খুবই সুমিষ্ট, তা একটি সমতল ভূমি এবং তার গাছপালা 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'।[৩৩]

৩২. সুনানুত তিরমিযী, ২৯২৬, হাদিসটি দুর্বল।
৩৩. সুনানুত তিরমিযী, ৩৪৬২, হাদিসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি' বলে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।'[৩৪]

যিকরুল্লাহ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় আমল

৩৩. যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর যত অনুগ্রহ ও ফযিলত অর্জন করা সম্ভব হয়, অন্য কোনো আমলের মাধ্যমে তত অনুগ্রহ ও ফযিলত অর্জন সম্ভব নয়। আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একশতবার

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর'

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান—পড়ে সে দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান সাওয়াব পায়, তার জন্য একশত সাওয়াব লেখা হয় এবং একশত গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে সংরক্ষিত থাকে। আর কোনো লোক তার চেয়ে উত্তম কাজ করতে পারেনা; তবে সে ব্যক্তি পারে, যে তার চেয়ে এই দুআটি বেশি পাঠ করে।[৩৫]

৩৪. সুনানুত তিরমিযী, ৩৪৬৪, হাদিসটি সহীহ
৩৫. সহীহুল বুখারী, ৩২৯৩; সহীহ মুসলিম, ২৬৯১

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

> যে ব্যক্তি দিনে একশতবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলে, তার পাপ মিটিয়ে দেওয়া হয়, যদিও তার পাপের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়।[৩৬]

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার ওপর সূর্য উদিত হয় অর্থাৎ গোটা দুনিয়া থেকে

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ،

'সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলা আমার কাছে বেশি প্রিয়।[৩৭]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে বা বিকেলে একবার—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসবাহতু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা ওয়া মালা-য়িকাতিকা ওয়া জামীঈ খলক্বিকা আননাকা আনতাল্লা-হু লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রসুলুকা

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি সকাল করলাম। তোমার সাক্ষ্য দিচ্ছি, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার আরশের বহনকারীদের, তোমার ফেরেশতাদের এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টির। নিশ্চয়ই তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা ও রাসুল।'

---

৩৬. সহীহ মুসলিম, ২৬৯১
৩৭. সহীহ মুসলিম, ২৬৯৫

— দুআটি পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার একচতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। যে ব্যক্তি তা দুই বার পড়বে আল্লাহ তাআলা তার অর্ধেকাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। যে ব্যক্তি তা তিনবার পড়বে আল্লাহ তাআলা তার তিন-চতুর্থাশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তা চার বার পড়বে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন।[৩৮]

সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায়

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

'রযীতু বিল্লাহি রব্বা ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনা ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসুলা' পাঠ করে, তাকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিয়ে নেন।'[৩৯]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে এ দুআ পড়ে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُوَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়াহুওয়া হায়য়ুন, লা ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খয়রু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কদীর

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শারীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু

৩৮. সুনানু আবি দাউদ, ৫০৬৯; সুনানু তিরমিযী, ৩৫০১; হাদিসটি ইমাম ইবন হাজার আসকালানী হাসান বলেছেন আর ইমাম আলবানী দুর্বল বলেছেন।

৩৯. সুনানুত তিরযিমী, ৩৩৮৯; হাদিসটি ইমাম ইবন হাজার আসকালানী হাসান বলেছেন আর ইমাম আলবানী দুর্বল বলেছেন।

দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, কক্ষনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল। —আল্লাহ তাআলা তার জন্য দশ লক্ষ সওয়াব লিখেন, দশ লক্ষ গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশ লক্ষ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন।[৪০]

যিকিরকারীর অন্তর থেকে আল্লাহ্ কখনো বিস্মৃত হয় না

৩৪. কেউ স্থায়ী ও ধারাবাহিকভাবে যিকির করলে তার অন্তরে আল্লাহর নাম সদা ভাস্বর থাকে; অণুক্ষণের জন্যও সে আল্লাহ থেকে বিস্মৃত হয় না। আর অন্তরে আল্লাহর নাম সদা ভাস্বর থাকা একজন বান্দার বড় সফলতার কুঞ্চিকা। বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে তখনই হতচ্ছড়া ও দুর্ভাগাদের মিছিলে যুক্ত হয়, যখন সে আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া অর্থ নিজেকে ও নিজের কল্যাণকে ভুলে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে। ফলে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই মূলত পাপাচারী।[৪১]

৪০. সুনানুত তিরমিযী, ৩৪২৮, হাদিসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।

৪১. সূরা হাশর, আয়াত : ১৯

যিকরুল্লাহ বিমুখ হওয়ার ক্ষতি

মানুষ যখন নিজেকে ভুলে যায় তখন সে নিজের কল্যাণ থেকে ছিটকে পড়ে এবং অকল্যাণকর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে সে নিজের নিশ্চিত ধ্বংস ও ক্ষতি ডেকে আনে। এধরনের লোকদের উদাহরণ ঐ লোকের মতো যার ক্ষেত, বাগান ও গবাদিপশু ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ রয়েছে। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, এসব উপকরণ মালিকের জন্য তখনই কল্যাণ ও লাভ বয়ে আনে, যখন সে এগুলোর নিবিড়ভাবে দেখাশোনা করে, যথাযথ পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু এতকিছু পেয়েও হতচ্ছড়া মালিক এসবকে উপকরণকে উপেক্ষা করতে থাকে। এমনকি একপর্যায়ে গিয়ে এগুলোর কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে যায় এবং অন্যান্য কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলে। এই লোকের ধ্বংস ও ক্ষতি অনিবার্য। যদিও সে ইচ্ছে করলে অন্য কারো তত্ত্বাবধানে রেখে এগুলোর পরিচর্যা করতে পারত। কাজেই যে নিজেকে ভুলে যায়, অবহেলার কারণে নিজের কল্যাণকর জিনিসের কথা মন থেকে মুছে ফেলে, তার ধ্বংস ও ক্ষতি যে নিশ্চিত তা সহজেই অনুমেয়। তুমি কি এমন ধ্বংস, ক্ষতি, বরবাদি ও বঞ্চনা চাও!?

অবহেলা ও অসচেতনতায় সীমালঙ্ঘনের দরুণ এরকম হয়। ক্রমান্বয়ে সীমালঙ্ঘনের পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে একপর্যায়ে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন জায়গা করে নেয়। ফলে তার কল্যাণ ও সফলতা নষ্ট হয়ে যায়। অনিবার্য হয়ে পড়ে ধ্বংস, বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্য।

এসব ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হল, সর্বদা আল্লাহর যিকির করা, তাঁর জন্য নিবেদিত হওয়া, যিকিরের মাধ্যমে রসনাকে অহর্নিশ সিক্ত রাখা, যিকিরকে নিজের জীবন মনে করা, যিকিরকে খাবার হিসেবে গ্রহণ

করা যে খাবার ছাড়া শরীর অচল হয়ে পড়ে, প্রবল পিপাসায় বুকের ছাতি ফাঁটা পরিস্থিতিতে যিকরুল্লাহকে শীতল পানি মনে করা এবং কাঠফাটা রোদ, লুহাওয়া ও প্রবল শীতের সময়কার পোশাক হিসেবে গণ্য করা।

অতএব, প্রত্যেকের দায়িত্ব যিকিরের ব্যাপারে এরকম কিংবা এর চেয়েও অধিক গুরুত্ব দেওয়া। মনে রাখতে হবে, রূহ ও অন্তর ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তুলনায় শরীর ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া একেবারেই নস্যি। কারণ, শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হবেই এবং হলে তা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু রূহ ও অন্তর একবার ধ্বংস হয়ে গেলে তা সংশোধন করা সম্ভব নয়। লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যীল আযীম।

এই একটি উপকার ব্যতীত যিকরুল্লাহয় যদি আর কোনো উপকার নাও থাকতো, তবুও এই এটিই যথেষ্ট হত।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায়, তার দুনিয়াবী শাস্তি হল, আল্লাহ তাকে তার নিজের ব্যাপারে ভুলিয়ে দেন। আর কিয়ামতের দিনের শাস্তি তো আরও ভয়াবহ। কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তার কথা ভুলে যাওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (٤٢١) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (٥٢١) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

যে ব্যক্তি আমার যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য জীবিকা হবে সংকীর্ণ আর তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার রব, কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিলো এভাবেই তো তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজকের দিনে সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।[৪২]

৪২. সূরা ত্বহা, আয়াত : ১২৪-১২৬

অর্থাৎ তোমাকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করে ভুলে যাওয়া হবে, যেভাবে আমার নিদর্শনসমূহ তুমি ভুলে গিয়েছিলে। অবারিত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে তুমি আমার নিদর্শনসমূহ স্মরণ করোনি এবং তদনুযায়ী আমল করোনি।

আয়াতে উল্লিখিত 'যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া' এর অর্থ হল, আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব, সে কিতাবের আদেশ-নিষেধ, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এসবকিছুই যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা তিলাওয়াত করে না, তা নিয়ে গবেষণা করে না, বোঝে না এবং সে অনুযায়ী আমল করে না—তার জীবন ও জীবিকা সংকীর্ণ হতেই থাকবে; এমনকি নিজের জীবন ও জীবিকাকে আযাব ও শাস্তি মনে হতে থাকবে।

যনকা বা সংকীর্ণ জীবিকা বলতে কী বোঝায়

আয়াতে উল্লিখিত ضَنْكًا-যনকা শব্দের অর্থ হলো, সংকীর্ণতা, কঠোরতা ও বিপদ। এই আয়াতে 'জীবিকা' এর সাথে 'যনকা বা সংকীর্ণতা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সংকীর্ণতার আধিক্যতা বোঝাতে। কেউ কেউ বলেছেন, সংকীর্ণ জীবিকা দ্বারা কবরের আযাব উদ্দেশ্য। তবে আমার মতে দুনিয়াবী জীবিকা ও কবরের আযাব দুটোই উদ্দেশ্য। কেননা এমন ব্যক্তি দুনিয়া ও কবর উভয় জায়গায় সংকীর্ণতা, শাস্তি ও কঠোরতার মধ্যে থাকবে আর পরকালে তাকে আযাবে নিক্ষেপ করে ভুলে যাওয়া হবে।

সৌভাগ্যবান ও সফলকামদের অবস্থান এই সমস্ত লোকের ঠিক বিপরীতে হবে। সৌভাগ্যবান ও সফলকাম ব্যক্তিদের দুনিয়া ও কবরের জীবন হবে অতিউত্তম ও প্রশান্তিদায়ক আর পরকালে থাকবে অঢেল সওয়াব।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

"যে পুরুষ ও নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে, তাকে আমি উত্তম জীবন দান করবো।"[৪৩]

আয়াতে বর্ণিত এই অঙ্গীকার দুনিয়াবী জীবনের জন্য প্রযোজ্য। আর পরের—

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

এবং তাদেরকে তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের পুরস্কার দেব।44

—এ অংশটুকু কবর ও পরকালীন জীবনের জন্য প্রযোজ্য।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

নির্যাতিত হওয়ার পর যারা আমার জন্য হিজরত করেছে, আমি তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়াতে উত্তম বাসস্থান দেব। আর আখিরাতের পুরস্কার তো আরও বড়। হায়, তারা যদি জানতো।[৪৫]

---

৪৩. সূরা নাহল, আয়াত : ৯৭

৪৪. সূরা নাহল, আয়াত : ৯৭

৪৫. সূরা নাহল, আয়াত : ৪১

তিনি আরও বলেন,

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

"তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও আর অনুশোচনা ভরে তাঁর দিকেই ফিরে এসো, তাহলে তিনি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম ভোগ সামগ্রী দেবেন।"[৪৬]

আয়াতের এ অংশটুকুও দুনিয়ার জীবনের জন্য প্রযোজ্য। আর পরের—

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

এবং অনুগ্রহ লাভের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন।[৪৭]

—এই অংশটুকু কবর ও পরকালের জন্য প্রযোজ্য।

তিনি অন্যত্র আরও বলেন,

قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

বলে দাও, হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর জমিন প্রশস্ত। আর ধৈর্যশীলদেরকে বিনা হিসাবে অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।[৪৮]

আল্লাহ তাআলা উপর্যুক্ত চার আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন, সৎকর্মশীলদের তিনি দ্বিগুণ প্রতিদান ও পুরস্কার দেবেন : দুনিয়াতে ও পরকালে।

৪৬. সূরা হুদ, আয়াত : ৩
৪৭. সূরা হুদ, আয়াত : ৩
৪৮. সূরা যুমার, আয়াত : ১০

সৎকর্মের দুনিয়াবী পুরস্কার আর অসৎকর্মের দুনিয়াবী শাস্তি

সৎকর্মের দুনিয়াবী প্রতিদান ও পুরস্কার রয়েছে। অসৎকর্মেরও দুনিয়াবী প্রতিদান ও শাস্তি রয়েছে। সৎকর্মের দুনিয়াবী প্রতিদান ও পুরস্কার হচ্ছে, বক্ষ প্রশস্থ হওয়া, অন্তর প্রসারিত হওয়া, অন্তরে আনন্দ খেলে যাওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্য, যিকির ও আদেশ পালন করতে অমৃতের স্বাদ পাওয়া। আল্লাহকে ভালোবাসার ও তাঁর যিকির করার মাধ্যমে অন্তরে যে আনন্দ ও খুশি বিরাজ করে, তার কাছে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নৈকট্য লাভের খুশি ও আনন্দ একেবারেই নস্যি।

অপরপক্ষে অসৎকর্ম ও পাপের দুনিয়াবী শাস্তি হল, বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাওয়া। অন্তর ইস্পাতসম কঠোর হয়ে যাওয়া এবং দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, বিষণ্নতা, দুঃখ-কষ্ট ও ভয়-ভীতির কারণে হৃদয় অশান্ত, অন্ধকার ও কালো হয়ে যাওয়া। যার সামান্য অনুভূতি ও উপলব্ধি-শক্তি আছে, সে সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারে যে, দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, বিষণ্নতা, দুঃখ-কষ্ট ও ভয়-ভীতি হচ্ছে, দুনিয়াবী শাস্তি, দুনিয়াবী দাহন এবং দুনিয়াবী জাহান্নাম।

আল্লাহ অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর ও তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর ভালোবাসায় অন্তরকে টইটুম্বর রাখা, তাঁর যিকিরে নিমজ্জিত থাকা এবং তাঁর মারিফাতে আনন্দ ও খুশি হওয়া—এসবকিছু দুনিয়াবী পুরস্কার, দুনিয়াবী জান্নাত এবং দুনিয়াবী উত্তম জীবিকা। এমন জীবিকার কাছে রাজা-বাদশাহদের জীবিকা একেবারেই নগণ্য।

দুনিয়ার জান্নাত

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ কদ্দাসাল্লাহু রূহাহু-কে আমি বলতে শুনেছি, 'দুনিয়াতেই রয়েছে জান্নাত। যে দুনিয়ার জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না, সে পরকালের জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।'

তিনি একবার আমাকে বলেন, আমার শত্রুরা আমার কীইবা করতে পারবে? আমার জান্নাত তো আমার বুকেই। আমি যেখানেই যাই, সেই জান্নাত আমার সাথেই থাকে, আমার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। কারাগার আমার ইবাদতের জন্য নির্জন আশ্রয়স্থল। মৃত্যুদন্ড আমার জন্য শাহাদাতের সুযোগ। আর দেশ থেকে নির্বাসন আমার জন্য এক সফর।

কারাবন্দী অবস্থায় তিনি বলতেন, 'আমি যদি এই কারাগার পরিমাণ স্বর্ণ দান করি তবুও এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে না।'

অথবা তিনি এ কথা বলেন, 'কারাগারে বন্দী করে শত্রুরা আমার কল্যাণের যে ব্যবস্থা করেছে, আমি কোনোভাবেই এর প্রতিদান দিতে পারবো না।'

কারাগারে বন্দী অবস্থায় তিনি সাজদায় বলতেন, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তোমার যিকির, শোকর এবং তোমার উত্তম ইবাদত করতে সাহায্য করো।'

তিনি একবার আমাকে বলেন, 'প্রকৃত বন্দী তো ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর রবের যিকির থেকে বন্দী। প্রকৃত কয়েদী তো সেই, যার প্রবৃত্তি তাকে কয়েদ করে ফেলেছে।'

শাইখুল ইসলামকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হলে কারাগারে প্রবেশ করে কারাগারের চার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তিনি এই আয়াত পাঠ করেন,

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে, যার একটি দরজা থাকবে। তার ভেতর ভাগে থাকবে রহমত আর বহির্ভাগের সর্বত্র থাকবে আযাব।[৪৯]

আমি এমন কাউকে দেখিনি যার জীবন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহর জীবন থেকে বেশি উত্তম ও প্রশান্ত ছিলো। অথচ বাহ্যিক জীবনোপকরণ ছিলো সংকীর্ণ, তাতে ছিলো না কোনো বিলাসিতা ও প্রাচুর্যতা। এছাড়াও তাকে কারাগার বরণ করতে হয়েছে, শুনতে হয়েছে বিভিন্নরকমের হুমকি-ধুমকি। এতকিছুর পরও তার জীবনপদ্ধতি ছিল সর্বোত্তম, বক্ষ ছিল প্রশস্থ, অন্তর ছিল ইস্পাতের মতো শক্ত, সবসময় আনন্দ লেগে থাকত মনে। চেহারা থেকে সর্বদা আলো ও বিভা ঝরে পড়ত।

যখন আমরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়তাম, আমাদের অন্তরে যখন ওয়াসওয়াসা ও কুধারণা জন্ম নিত, আমাদের জীবন হয়ে উঠত সংকীর্ণ, তখন আমরা তার কাছে ছুটে যেতাম। তাকে দেখা ও তার কথা শোনা মাত্রই রাজ্যের ভয়-ভীতি, ওয়াসওয়াসা, কুধারণা ও সংকীর্ণতা আমাদের থেকে দূর হয়ে যেত। বিন্দু মাত্র তার রেশ থাকত না। আমাদের মাঝে তখন প্রশান্তি, প্রশস্থতা, মনোবল, ইয়াকিন ও প্রফুল্লতা ছড়িয়ে পড়ত।

সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি তাঁর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তার বান্দাকে জান্নাত দেখিয়েছেন এবং দারুল আমালে[৫০] তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছেন। সেই দরজা দিয়ে তার কাছে জান্নাতের স্বাদ, ঘ্রাণ ও মৃদমন্দ বায়ু আসত।

---

৪৯. সূরা হাদীদ, আয়াত : ১৩

৫০. আমলের রাজ্য অর্থাৎ দুনিয়া

এক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি বলেন,
'আমরা যে সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশে থাকি, রাজা-বাদশাহ ও রাজপুতেরা যদি কোনোভাবে তা টের পেত, তবে তারা তা ছিনিয়ে নিতে আমাদের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করত।'

আরেকজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি বলেন,
'প্রকৃত মিসকীন তো সেই, যে দুনিয়ার উত্তম বস্তু, তৃপ্তি ও স্বাদ আস্বাদন করা ছাড়াই দুনিয়া ত্যাগ করেছে।'

তাকে জিজ্ঞেস করা হয়,
'দুনিয়ার উত্তম বস্তু, তৃপ্তি ও স্বাদ কী?'

তিনি বলেন,
'আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁকে ভালোভাবে চেনা ও তাঁর যিকির করা।'

আরেকজন বলেন,

'কখনো কখনো চিত্ত এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, আনন্দে সে নাচতে শুরু করে।'

অন্য আরেকজন বলেন,
'মাঝেমধ্যে অন্তরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, আমি বলে উঠি, জান্নাতীরা যদি এমন অবস্থায় থাকে তবে তারা সুখে আছে।'

যিকরুল্লায় রয়েছে প্রকৃত প্রশান্তি ও সুখ

আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁকে যথাযথভাবে চেনা, সর্বদা তাঁর যিকির করা, যিকরুল্লাহর মাধ্যমে প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তি পাওয়া, তাঁকে মুহাব্বত করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর ব্যাপারে আশা রাখা, তাঁর ওপর ভরসা করা এবং সকল কাজে এমনভাবে তাঁর সাথে নিজেকে জুড়ে দেওয়া যে, যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে তাকে একচ্ছত্র মালিক মনে করা—এসব দুনিয়ার জান্নাত ও তুলনাহীন নেয়ামত। এসব তাঁর প্রেমিকদের চক্ষুশীতলকারী এবং আল্লাহওয়ালাদের প্রাণ। এসবের মাধ্যমে তাদের চক্ষুশীতল হয় এবং তারা বেঁচে থাকার খোরাক পায়।

ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে যার যতটুকু চক্ষুশীতল হয়, তাকে দেখে মানুষেরও ততটুকু চক্ষুশীতল হয়। আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে যার চক্ষুশীতল হয় না, তার দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ, কষ্টকর ও যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। আমাদের এ কথাটি তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে যার অন্তর এখনো জীবিত। আর যার অন্তরের মৃত্যু ঘটেছে সে কখনই বিশ্বাস করবে না।

আর যার অন্তরের মৃত্যু ঘটেছে, তার থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাক। তার সাথে চলাফেরা করলে ও তার সাথে মেলামেশা করলে সে তোমাকেও তার যন্ত্রণার ভাগীদার বানাবে। ঘটনাক্রমে তার সাথে চলতে হলে কিংবা মিশতে হলে, তার সাথে বাহ্যিকভাবে উঠাবসা করো, তবে আভ্যন্তরীণ দিক থেকে দূরত্ব বজায় রাখ। তার ব্যাপারে সামান্যতম আন্তরিক হয়ো না। তার কারণে উত্তম ও উপকারী জিনিস থেকে গাফেল হয়ে পড়ো না।

ভালোভাবে শুনে রেখ, দুনিয়ার বুকে সর্বাধিক দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হল, তুমি এমন কাউকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং এমন কারো সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যাবে, যে তোমাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, রবের সাথে তোমার সম্পর্ক নষ্ট করবে, তোমার মূল্যবান সময় অপচয় করবে, তোমার ভেতরে নানাধরণের দুশ্চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটাবে, তোমার দৃঢ় প্রত্যয়কে দুর্বল করে ছাড়বে এবং অন্তরকে বিক্ষিপ্ত করে দেবে। কোনো কারণে এমন ব্যক্তির পাল্লায় পড়ে গেলে, তার সাথে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করো, তার সাথে এমনভাবে সম্পর্ক বজায় রাখো, যাতে তোমার রব তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তার সাথে একজন সফল ব্যবসায়ীর মত লেনদেন করো; তোমার ব্যবসায় যেন লোকসান না হয় সেদিকে জোড়ালো দৃষ্টি রাখ।

মনে কর, তুমি সফর অবস্থায় আছ। এ অবস্থায় তোমার সাথে রাস্তায় একজনের সাক্ষাৎ হল। সে তোমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল এবং তোমার সাথে সফর করার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। এ সময় তোমার কাজ হল, তাকে সঙ্গে নিয়ে সফর করা। তুমি তাকে তোমার সফরসঙ্গী বানিয়ে নাও, তুমি তার সফরসঙ্গী হয়ো না। অতঃপর সে যদি আর তোমার সাথে যেতে না চায়, তোমার সাথে সফর করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, তবে তার জন্য তোমার সফর স্থগিত করো না। বরং তাকে বর্জন করে তোমার মনযিলে মাকসাদের দিকে সফর অব্যহত রাখ। তার দিকে ফিরেও তাকায়ো না। কেননা মূলত সে তোমার সফরসঙ্গী নয়; বরং সে তোমার সফরকে স্থগিতকারী ডাকাত। তুমি তোমার অন্তরকে হিফাযত করো এবং দিনের আলো থাকতেই মানযিলে মাকসাদে পৌঁছে যাও। মানযিলে মাকসাদের পৌঁছার আগে যেন সূর্য ডুবে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখো। ফজর উদিত হওয়ার সময়ও যদি রাস্তায় পড়ে থাক, তবে তুমি তোমার সফরসঙ্গীদের হারাবে এবং একাই পড়ে থাকবে।

যিকরুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব

৩৫. যিকির বান্দাকে অতিযতনে কল্যাণের পথ পরিভ্রমণ করায়; বান্দা বিছানায় শুয়ে থাকুক, বাজারে থাকুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ থাকুক, সুখ-শান্তি ও নেয়ামতে থাকুক, দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে থাকুক, সফরে থাকুক কিংবা বাড়িতে থাকুক—যিকির ভিন্ন এমন কোনো আমল নেই, যা সর্বাবস্থায় ও সবসময় বান্দাকে কল্যাণের পথে পরিভ্রমণ করাতে পারে। বিছানায় ঘুমন্ত ব্যক্তিকেও যিকির কল্যাণের পথে ভ্রমণ করাতে পারে। ফলে ঐ ঘুমন্ত ব্যক্তি যিকিরবিমুখ সারারাত তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তিকেও পেছনে ফেলে দেয়। সকালে দেখা যায়, বিছানায় শুয়ে থাকা ব্যক্তি তার ভ্রমণ শেষ করে ফেরত চলে এসেছে আর যিকিরবিমুখ তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে আছে। এটাই হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন।

একজন ইবাদতগুযার ব্যক্তির ব্যাপারে প্রচলিত আছে যে, সে একজন আবেদ ব্যক্তির বাসায় মেহমান হয় এবং সারারাত তাহাজ্জুদে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু মেজবান আবেদ সারারাত ঘুমিয়ে কাটায়। সকাল হলে আবেদ মেজবানকে উদ্দেশ্য করে মেহমান বলে, 'ভাই, আজ আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন কাফেলা আপনাকে রেখে চলে গেছে।' তার জবাবে আবেদ মেজবান বলেন, 'ঐ ব্যক্তি সফল নয় যে সারারাত সফর জারি রাখার পরও কাফেলার সাথে সকাল করে। বরং ঐ ব্যক্তি সফল যে সারারাত ঘুমিয়ে থাকার পরও কাফেলাকে পেছনে ফেলে সফর শেষ করে।'

দুই অর্থে এই ঘটনাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে : একটি সঠিক, অন্যটি বাতিল। কেউ যদি বলে এর অর্থ হল, বিছানায় ঘুমন্ত ব্যক্তি রাত জেগে তাহাজ্জুদগুযার থেকে অগ্রগামী, তবে তার এ কথা ভুল ও বাতিল। আর কেউ যদি বলে, এক ব্যক্তি তার অন্তরকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়, তার অন্তরের ভালোবাসাকে আরশের সাথে লটকিয়ে রাখে এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার সব ভুলে তার অন্তর রাতে ফেরেশতাদের সাথে আরশের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে; কিন্তু জ্বর, ঠান্ডা, শত্রুর ভয় বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে তাহাজ্জুদে দাঁড়াতে না পারার কারণে বিছানায় শুয়ে থাকে। এর বিপরীতে আরেকজন রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করে এবং কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু তার অন্তর লৌকিকতা, আত্মঅহমিকা এবং মানুষের থেকে মর্যাদা ও স্তুতি কুড়ানো উদ্দেশ্য দ্বারা ভরপুর থাকে অথবা তার দেহ পৃথিবীর একপ্রান্তে আর মন অন্যপ্রান্তরে থাকে। নিঃসন্দেহে এমন রাত জেগে তাহাজ্জুদগুযার ও কুরআন তিলাওয়াতকারীর তুলনায় পূর্বের ঘুমন্ত ব্যক্তি উত্তম। পূর্বের ঘুমন্ত ব্যক্তি এমন তাহাজ্জুদগুযার ও তিলাওয়াতকারী থেকে অগ্রগামী। কেননা আমলের সম্পর্ক অন্তরের সাথে; দেহ ও শরীরের সাথে নয়। আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে জড়ের ওপর, পাতার ওপর নয়। যিকির এমন একটি ইবাদত যা দমে যাওয়া প্রত্যয়কে উজ্জীবিত করে, সুপ্ত ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলে এবং মৃত জযবায় রূহ ফুঁকে দেয়।

যিকরুল্লাহর হৃদয়ের প্রাণ ও আখিরাতের নূর

৩৬. যিকরুল্লাহ যিকিরকারীর দুনিয়ার আলো, কবরের প্রদীপ ও পরকালের নূর। পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় যিকরুল্লাহ আলো হয়ে তার আগে আগে চলবে। এমন কোনো আমল নেই যা যিকিরের মতো অন্তর ও কবরকে আলোয় ভাসাতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ
فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

যে ব্যক্তি ছিল মৃত তাকে আমি জীবিত করেছি এবং একটি আলো দান করেছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলতে পারে—সে কি ঐ ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে সে বের হতে পারে না?[৫১]

আয়াতে উল্লিখিত আলোকপ্রাপ্ত প্রথমজন দ্বারা উদ্দেশ্য, মুমিন ব্যক্তি। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর মারিফত ও তাঁর যিকির দ্বারা প্রদীপ্ত ও আলোকোদ্ভাসিত থাকে। আর অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহর ব্যাপারে যে উদাসীন এবং তাঁর যিকির ও ভালোবাসা থেকে যে বিমুখ থাকে। এটা যেনতেন কোনো ব্যাপার নয়; বরং কোনো ব্যক্তি যদি এই আলোতে নিজেকে উদ্ভাসিত করতে পারে, তবে সে সবদিক থেকে সফল। আর কেউ যদি তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে সবদিক থেকে দুর্ভাগা।

৫১. সূরা আনআম, আয়াত : ১২২

এই আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআ করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তাঁর রবের নিকট আলো চাইতেন। তিনি তাঁর রবের বারগাহে দুআ করে বলতেন যে, তিনি যেন তাঁর মাংস, হাড়-হাড্ডি, শিরা-উপশিরা, পশম, চামড়া, শ্রবণ-দর্শন, ওপর-নিচ, ডান-বাম, সামনে-পেছনে সবজায়গায় উঁপচে পড়া আলো দেন; এমনিক বলতেন, তুমি আমাকেই আলো করে দাও।[৫২]

তিনি তাঁর রবের কাছে চাইতেন, তিনি যেন তাঁর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সত্তা আলোয় ভরে দেন। তিনি যেন চারিদিক থেকে আলো দ্বারা পরিবেষ্টিত হন এবং স্বয়ং তাঁকেই যেন আলো বানিয়ে দেন।

আল্লাহর দ্বীন আলো। তাঁর কিতাব আলো। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য পরকালে যা প্রস্তুত করে রেখেছেন তা-ও আলোর মিনার। স্বয়ং রব তাবারাকা ওয়া তাআলা আসমান-জমিনের আলো। তাঁর নাম নূর বা আলো। তাঁর চেহারার আলোয় যাবতীয় অন্ধকার বিতাড়িত হয়ে আলোকোজ্জ্বল হয়ে পড়ে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের দিন যে দুআটি করেছিলেন, তা হলো :

أَعُوذُ بِنُورِوَجْهِك الّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ
أَمْرُ الدّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَك ، أَوْيَحِلّ عَلَيّ
سُخْطُكَ، لَك الْعُتْبَى حَتّى تَرْضَى ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِك

আমার ওপর তোমার ক্রোধ বর্ষণ হওয়া অথবা আমার ওপর তোমার রাগ অবধারিত হয়ে যাওয়া থেকে তোমার চেহারার এমন আলোর সাহায্যে আশ্রয় চাচ্ছি, যে আলোর সামনে যাবতীয় অন্ধকার আলোয় পরিণত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয় সঠিক হয়। আমি তোমার সন্তুষ্টির ভিখারী। একমাত্র তুমি সওয়াব করতে পারা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য দিতে পারো।[৫৩]

---

৫২. সহীহ মুসলিম, ১৬৭৬

৫৩. আল-মুজামুল কাবীর, ৭৩; আল-মুখতারাহ, ৯/১৮১; অনেকেই হাদিসটিকে সহীহ ও হাসান বলেছেন।

আমাদের রবের আলো

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,
তোমাদের রবের নিকট কোনো রাত-দিন নেই। আসমান-জমিনের সমস্ত আলো তো তাঁর চেহারার আলো থেকে উৎসারিত।[৫৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

তার রবের আলোতে জমিন আলোকিত হয়েছে।[৫৫]

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আগমন করবেন, সেদিন তাঁর আলোয় জমিন আলোকিত হবে; চাঁদ বা সূর্যের আলোয় নয়। কেননা তার আগেই সূর্যকে গুটিয়ে নেওয়া হবে এবং চাঁদ খসে পড়বে। ফলে চাঁদ ও সূর্যের আলো হারিয়ে যাবে। সেদিন রবের পর্দাগুলো আলো বিকিরণ করবে।

আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে চারটি বিষয় আলোচনা করেন :

ক. আল্লাহ তাআলা ঘুমান না। নিদ্রা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়।

---

৫৪. আল-মুজামুল কাবীর, ৯/১৭৯
৫৫. সূরা যুমার, আয়াত : ৬৯

খ. তিনি আমল মাপার দাঁড়িপাল্লা উঁচু-নিচু করেন।

গ. তাঁর কাছে দিনের আমলের পূর্বে রাতের আমল এবং রাতের আমলের পূর্বে দিনের আমল তুলে ধরা হয়।

ঘ. তাঁর পর্দা আলো। তিনি সেই পর্দা উন্মোচিত করে দিলে তাঁর চেহারার বিভা তাঁর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সকল সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন,

أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

তিনি বরকতময় সত্তা যিনি আগুনে আছেন আর তার আশেপাশে।[৫৬]

সেইসব পর্দা তাঁর চেহারার আলোয় আলোকিত। সেইসব পর্দা না থাকলে তাঁর চেহারার আলোর বিভা তাঁর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সকল জিনিসকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিত। এ কারণে তিনি যখন পাহাড়ের ওপর তাঁর আলোর তাজাল্লি দেন এবং যৎসামান্য পর্দা উন্মোচিত করেন, তখন পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে জমিনে ভেঙে পড়েছিল। তাঁর আলোর সামনে এক মুহূর্তও তা টিকে থাকতে পারেনি।

৫৬. সহীহ মুসলিম, ৩৩৬; সুনানু ইবন মাজাহ, ১৯৫

কোনো দৃষ্টি তাঁকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না

আল্লাহর বাণী :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

কোনো দৃষ্টি তাঁকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না'[৫৭]

এর ব্যাখ্যায় সাহাবী ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,
'তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। তাঁর আলোর তাজাল্লির সামনে কোনোকিছু টিকতে পারে না।'[৫৮]

ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ ব্যাখ্যা তাঁর প্রজ্ঞা ও সঠিক বোধশক্তির প্রমাণ বহন করে। আর কেন-ই-বা করবে না। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দুআ করেছেন, 'হে আল্লাহ, তুমি তাকে কুরআনের ব্যাখ্যার জ্ঞান দাও।'

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলাকে চর্মচক্ষু দিয়ে সরাসরি দেখা যাবে; কিন্তু চর্মচক্ষু তাঁকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারবে না। দেখা এক জিনিস আর সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত্ব করা আরেক জিনিস। যেমন, আমরা সূর্যকে দেখতে পাই কিন্তু সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে পাই না; এমনকি এর ধারের কাছেও যেতে পারি না। অথচ আল্লাহ তাআলা এর থেকে অনেক উর্ধ্বে। এ কারণে কেউ ইবন আব্বাসের কাছে لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ— 'কোনো দৃষ্টি তাঁকে আয়ত্ত

৫৭. সূরা আনআম, আয়াত : ১০৩
৫৮. সুনানুত তিরমিযী, ৩২৭৯

করতে পারে না'[৫৯] আয়াত পাঠ করে আল্লাহর দর্শনের ব্যাপারে আপত্তি তুললে তিনি তাকে বলতেন, 'তুমি কি আসমান দেখতে পাও?' সে বলতো, 'হ্যাঁ, পাই।' তখন তিনি তাকে বলতেন, 'তুমি কি সম্পূর্ণ আসমান দেখতে পাও?' সে বলতো, 'না।' তিনি তখন বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে অনেক বড় ও শ্রেষ্ঠ।'

অন্তরের আলোর দৃষ্টান্ত

বান্দার অন্তরে আল্লাহর যে আলো রয়েছে, তিনি সেই আলোর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। সে দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র জ্ঞানীরা উপলব্ধি করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের আলো। তাঁর আলোর উপমা হলো, যেন একটি দীপাধার যাতে একটি প্রদীপ রয়েছে। প্রদীপটি একটি কাঁচের মধ্যে অবস্থিত। আর কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রদীপটি এমন বরকতময় যায়তুন গাছের তেল দ্বারা জ্বালানো হয়, যা পূর্ব-দিকের নয় আবার পশ্চিম-দিকেরও নয়। আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। আলোর ওপর আলো। আল্লাহ যাকে

৫৯. সূরা আনআম, আয়াত : ১০৩

চান তাঁর আলোর পথ প্রদর্শন করেন। তিনি মানুষের জন্য নানারকম উপমা পেশ করে থাকেন। আল্লাহ সবকিছু ভালোভাবে জানেন।[৬০]

উবাই ইবন কাব বলেন, 'আয়াতে উল্লিখিত 'প্রদীপ' দ্বারা মুসলিম হৃদয় বোঝানো হয়েছে। এটা মূলত তাদের হৃদয়ে থাকা তাঁর আলোর দৃষ্টান্ত।'

মুমিন হৃদয়ে ঈমানের আলো

মুমিন হৃদয়ে আল্লাহর যে আলো থাকে, সে আলো মূলত তাঁকে জানার, তাঁকে ভালোবাসার, তাঁর প্রতি ঈমানের ও তাঁর যিকিরের আলো। এই আলো আল্লাহ তাআলা মুমিনের হৃদয়ে উজ্জীবিত করে রাখেন। এই আলো মুমিন বান্দাদের প্রাণবন্ত করে রাখে এবং বাঁচার শক্তি সঞ্চার করে। এই আলোকে সাথে নিয়ে তারা মানুষের সামনে চলাফেরা ও উঠাবসা করে। এই আলো তাদের হৃদয়ে শক্তভাবে গেঁথে থাকে। তারপর আস্তে-আস্তে এই আলোর পরিধি ও শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। একপর্যায়ে তাদের চেহারা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গোটা শরীরে সেই আলো ছড়িয়ে পড়ে; এমনকি তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-ঘর সর্বত্র ছেয়ে যায়। তবে তাদের এই আলো সবাই দেখতে পায় না। তাদের মতো যারা মুমিন তারাই কেবল দেখতে পায়। ফলে অন্যরা তাদের এই আলোকে অস্বীকার করে বসে।

কিয়ামতের দিন মুমিন হৃদয়ের এই আলো প্রকাশ পাবে। গহীন অন্ধকার পুলসিরাতে এই আলো তার সামনে দৌড়াদৌড়ি করবে। তারা এই আলোতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। তবে দুনিয়াতে হৃদয়ের আলো কমবেশি হওয়া অনুপাতে কিয়ামতের দিন আলো কমবেশি হবে। কারো আলো হবে সূর্যের

৬০. সূরা নূর, আয়াত : ৩৫

মতো, কারো হবে চন্দ্রের মতো, কারো হবে তারকার মতো আবার কারো হবে প্রদীপের মতো। কাউকে আলো দেওয়া হবে তার টাকনু বরাবর; তার এই আলো কখনো জ্বলবে আবার কখনো নিভে যাবে। সারকথা, পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য বান্দাকে ঠিক ততটুকুই আলো দেওয়া হবে, সে দুনিয়াতে যতটুকু আলো অর্জন করতে পেরেছিল। দুনিয়ায় অর্জিত আলোটুকুই তাকে দেওয়া হবে। দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ আলো পরকালে জ্বলে উঠবে। দুনিয়ায় মুনাফিকদের হৃদয়ে বা অভ্যন্তরে কোনো আলো থাকে না। তাদের আলো থাকে বাহ্যিকতায়। এ কারণে কিয়ামতের দিন তাদেরকে বাহ্যিক আলো দেওয়া হবে। আর বাহ্যিক আলো আরও নিকষ কালো গহীন অন্ধকার সৃষ্টি করবে।

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আলো, আলোর জায়গা ও আলোর বাহককে দীপাধারের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ মানুষের বক্ষ একেকটি দীপাধার। সে দীপাধারে একটি প্রদীপ রাখা আছে। আর সেই প্রদীপটি রয়েছে একটি অতি স্বচ্ছ পরিষ্কার কাঁচের পাত্রে; যেন কাঁচটি একটি উজ্জ্বল তারকা। উজ্জ্বল পরিষ্কার স্বচ্ছ কাঁচের মতোই মুমিনের অন্তর। অন্তরকে কাঁচের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কারণ, স্বচ্ছতা, কোমলতা ও কঠোরতাসহ মুমিন-অন্তরের অন্যান্য গুণাবলী কাঁচের মাঝে নিহিত রয়েছে। স্বচ্ছ পরিষ্কার অন্তর হক ও হিদায়াতকে অবলোকন করতে পারে। কোমল অন্তর দয়া, সহানুভূতি ও করুণা দ্বারা সমৃদ্ধ থাকে। আর কঠোরতার মাধ্যমে মুমিনরা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে, তাদের ব্যাপারে খড়গহস্ত হয় এবং হকের ব্যাপারে হয় সিদ্ধহস্ত ও আপোষহীন। মুমিন অন্তরের একটি গুণের কারণে অন্য গুণ হারিয়ে যায় না; বরং গুণগুলো পরস্পরকে সহযোগিতা ও শক্তিশালী করে।

এসব গুণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর আর নিজেদের মাঝে পরস্পরে দয়াশীল।[৬১]

৬১. সূরা ফাতহ, আয়াত : ২৯

অন্য আয়াতে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলে। আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা অবশ্যই আপনার আশপাশ থেকে সরে যেত।[৬২]

অন্যত্র বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

হে নবি, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।[৬৩]

একটি হাদিসে বর্ণিত আছে,

> অন্তরসমূহ জমিনে আল্লাহর পাত্র। কোমল, কঠোর ও স্বচ্ছ অন্তর তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়।[৬৪]

৬২. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৯

৬৩. সূরা তওবা, আয়াত : ৭৩

৬৪. মুসনাদুশ শামিয়ীন, ২/১৯; ইরাকী আল-মুগনী আন হামলিল আসফার গ্রন্থে এর সনদকে ভালো বলেছেন। দেখুন, সিলসিলাহ সহীহাহ, ১৬৯১; হাদিসটি রাসুল ও সাহাবীর কথা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

অন্তর দুই প্রকার

মুমিনদের এমন অন্তরের বিপরীতে দুপ্রকারের ঘৃণিত অন্তর রয়েছে। এই দুই প্রকার ঘৃণিত অন্তর আবার পরস্পর বিরোধী।

প্রথম প্রকারের ঘৃণিত অন্তর: পাথরের মতো শক্ত অন্তর; যে অন্তরে কোনো দয়ামায়া, অনুগ্রহ, ও কল্যাণ নেই এবং হক অবলোকন করার মতো স্বচ্ছতা নেই। এ প্রকারের অন্তর কঠোর, জাহিল ও নির্বোধ; হকের ব্যাপারে অজ্ঞ এবং সৃষ্টিজীবের ওপর কঠোর।

দ্বিতীয় প্রকারের ঘৃণিত অন্তর: এই প্রকারের অন্তর প্রথম প্রকার অন্তরের ঠিক বিপরীত। একেবারেই দুর্বল ও পানির মতো তরল; তাতে কোনো শক্তি, অবিচলতা ও দৃঢ়তা নেই। যা পায় সব গ্রহণ করে কিন্তু মস্তিষ্কে ধরে রাখার মতো শক্তি থাকে না এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হবার বলও থাকে না। বরং উল্টা দুর্বলতা-সবলতা, ভালো-মন্দ ও হক-বাতিল মিশ্রিত বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়।

মুমিনের প্রদীপের ঈমানী তেল

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, প্রদীপ কাঁচের ভেতর অবস্থিত। প্রদীপ মূলত পলিতার মাধ্যমে জ্বলে। অতএব, পলিতা হল আলোর বাহক। আলোর আবার দ্রব্য ও পদার্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। আলোর এই দ্রব্য ও পদার্থ হল যাইতুন তেল। আর তা যেনতেন যাইতুন গাছের তেল নয়; বরং এমন যাইতুন গাছের তেল যে গাছ সমতল ভূমিতে অবস্থিত, সকাল-সন্ধ্যায় রোদ পায়। এমন গাছের তেল এতটাই স্বচ্ছ পরিষ্কার হয় যে, যেন আলো ছাড়াই জ্বলে ওঠে। এমন তেলই হচ্ছে আয়াতে উল্লিখিত প্রদীপের আলোর দ্রব্য ও পদার্থ।

মুমিনের হৃদয়ে অবস্থিত প্রদীপের আলোর দ্রব্য ও পদার্থও ঠিক এমন তেল। এ তেল দুনিয়ার কোনো গাছের তেল নয়; বরং ওহি নামক গাছের তেল। আর ওহি পৃথিবীর সবচেয়ে বরকতময় জিনিস এবং সকল প্রকার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত; সবচেয়ে মধ্যমপন্থা, বস্তুনিষ্ঠ, উত্তম ও সরল। তাতে না আছে খ্রিষ্টানদের ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি, না আছে ইহুদিদের সীমালঙ্ঘন ও ভ্রষ্টতা। যাবতীয় ব্যাপারে ঘৃণিত দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝিতে ওহির অবস্থান। এমন ঈমানী তেল হচ্ছে মুমিনের হৃদয়ে অবস্থিত প্রদীপের দ্রব্য ও পদার্থ। এমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার তেল আগুনের সংস্পর্শ ছাড়া নিজেই নিজেই যেন জ্বলে উঠে। অধিকিন্তু এর সাথে যখন ঈমান নামক আগুন জ্বালানো হয়, তখন তার আলো পূর্ণতার চরম শিখরে পৌঁছে যায় এবং আলোর দ্রব্যও শক্তিশালী হয়ে যায়। ফলে তা যেন হয়ে উঠে নূরুন আলা নূর, আলো আর আলো।

মুমিনের অন্তর এ আলোয় এমনভাবে আলোকিত হতে থাকে যে, তারা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই হককে চিনে ফেলে। এর ওপর যখন ওহির

দ্রব্য ও পদার্থ এসে যুক্ত হয় এবং শিরায়-উপশিরায় তা ছড়িয়ে পড়ে, তখন ভিতরকার প্রাকৃতিক আলোর সাথে ওহির আলো মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এভাবে প্রাকৃতিক ও ওহি দুই আলো মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে তার আলো বহুগুণে বেড়ে যায়। একেই বলা হয় নূরুন আলা নূর বা আলো আর আলো। ফলে কুরআন ও হাদিস থেকে দলীল না পেলেও তার মুখ দিয়ে হক কথা বেরিয়ে আসে। পরে যখন দলীল পায়, তখন দেখে তার ফিতরাত যে কথা বলেছে তা সম্পূর্ণ দলীলের অনুকূলে। ফলে তা হয়ে যায় নূরুন আলা নূর। মুমিনের অবস্থা এমন হয় যে, সে তার ফিতরাতের মাধ্যমে সামগ্রীকভাবে হক নির্ণয় করে ফেলে। এরপর তার পক্ষে বিস্তারিত দলীল পায়। এভাবে ওহি ও ফিতরাতের সত্যায়নের মাধ্যমে তার ঈমানের পারদ আরও শাণিত হয়।

প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তির উচিৎ এই আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত বাস্তব অর্থ নিয়েও গভীর গবেষণা করা সবার একান্ত কর্তব্য।

বোধগম্য আলো এবং অনুভবযোগ্য আলো

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তাঁর দুই প্রকারের আলোর কথা উল্লেখ করেছেন :

- তাঁর যে আলো আসমান ও জমিনে রয়েছে।
- তাঁর যে আলো মুমিন বান্দাদের অন্তরে রয়েছে।

এক প্রকার আলো বোধগম্য, যা চোখ ও অন্তর দিয়ে অবলোকন করা যায়। এ প্রকার আলোর মাধ্যমে চোখ ও অন্তর আলোকিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার আলো অনুভবযোগ্য, যা চোখ দিয়ে অবলোকন করা যায় না। এ প্রকার আলোর মাধ্যমে ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের সর্বত্র আলোকিত হয়। এ দুই প্রকার আলো মহান আলো হলেও এক প্রকার আলো অন্য প্রকার আলো থেকে উত্তম।

আলো ও জীবনের সম্পর্ক

এই দুই প্রকার আলো একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো স্থান বা জায়গায় যদি দুই প্রকার আলোর কোনো এক প্রকার অনুপস্থিত থাকে, তবে সে স্থান ও জায়গা মানুষ ও প্রাণীর বসবাসের অনুপুযুক্ত হয়ে পড়ে। কেননা মানুষ ও প্রাণীর বসবাসের জন্য আলোকিত স্থান অত্যাবশ্যক। অন্ধকারে নিমজ্জিত স্থানে, যেখানে কোনো আলো নেই, সেখানে কোনো প্রাণী বসবাস করতে পারে না। এই অবস্থা উম্মাতে মুহাম্মাদীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে উম্মত ও অন্তর থেকে ওহি ও ঈমানের আলো হারিয়ে যায়, সে উম্মত ও অন্তর জিন্দা লাশে পরিণত হয়, তার মাঝে কোনো প্রাণ থাকে না; যে স্থানে কোনো আলো থাকে না, সেখানে কোনো প্রাণীর জীবনও থাকে না।

আল্লাহ তাআলা আলো ও জীবনকে এক সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ
فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

যে ব্যক্তি ছিলো মৃত তাকে আমি জীবিত করেছি এবং একটি আলো দান করেছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলতে পারে–সে কি ঐ ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে সে বের হতে পারে না?[৬৫]

৬৫. সূরা আনআম, আয়াত : ১২২

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

এভাবেই আমি আপনার কাছে আমার আদেশের একটি প্রাণ পাঠিয়েছি। এর আগে আপনি জানতেন না কিতাব কী আর ঈমান কী। তবে আমি একে একটি আলো করেছি, যার সাহায্যে আমি আমার বান্দাদের মধ্যথেকে যাকে চাই পথ দেখাই।[৬৬]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি আপনার কাছে যে প্রাণ পাঠিয়েছি, তাকে আলো বানিয়ে দিয়েছি। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে কুরআনকে প্রাণ বলে অবহিত করা হয়েছে। কারণ কুরআন-ই জীবন ও প্রাণ। আবার প্রাণকে আলো বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, কুরআনের মাধ্যমে সবাই আলোকিত হয়। তাই প্রমাণ হয়, জীবন ও আলো একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব, যেখানে প্রাণের মাধ্যমে জীবন পাওয়া যাবে সেখানে আলোও পাওয়া যাবে। আবার যেখানে আলো পাওয়া যাবে সেখানে প্রাণও পাওয়া যাবে। যার অন্তর এই প্রাণকে গ্রহণ করে না, সে মৃত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত; যেমন কোনো দেহ থেকে প্রাণপাখি উড়ে গেলে সে মারা যায়। হয়ে পড়ে মূল্যহীন।

৬৬. সূরা শূরা, আয়াত : ৫২

পানি ও আগুনের দৃষ্টান্ত

এ কারণে আল্লাহ তাআলা দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন: আগুন ও পানির। কারণ, পানির মাধ্যমে জীবন পাওয়া যায় আর আগুনের মাধ্যমে উজ্জ্বলতা ও আলো পাওয়া যায়।

আগুনের দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ
ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

তাদের (মুনাফিকদের) দৃষ্টান্ত হচ্ছে, এক ব্যক্তি আলোর জন্য আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো; তারপর আগুন যখন তার আশপাশ আলোকিত করলো তখন আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন।[৬৭]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তিনি মুনাফিকদের আলো ছিনিয়ে নেন; তাদের আগুন ছিনিয়ে নেন না। আগুনে দাহন ও আলো উভয়টি থাকে। কিন্তু তিনি তাদের আলো ছিনিয়ে নিয়ে দাহন তাদের মাঝে রেখে দেন; যাতে তারা দহিত হতে থাকে এবং কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে।

মুনাফিকদের অবস্থা এমনই। নিফাকীর কারণে তাদের আলো ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং কুফর ও সন্দেহ-সংশয়ের দাহন তাদের মাঝে রেখে দেওয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে ঐ দাহন তাদের অন্তরকে পোড়াতে থাকে। আর কিয়ামতের

---

৬৭. সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১৭

দিন স্বয়ং আল্লাহ তাদের এমন আগুনে পুড়াবেন যে আগুন সরাসরি তাদের অন্তরে আঘাত হানবে।

আয়াতে উল্লিখিত উদাহরণটি তাদের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঈমানের আলোকে সঙ্গী বানায়নি; বরং ঈমানের আলো পাওয়ার পর তা থেকে বেরিয়ে গেছে। আর এটা মূলত মুনাফিকদের স্বভাব। তারা ইসলামের বিধান জানার পর মানতে চায় না। তা স্বীকার করার পর অস্বীকার করে ফেলে। ফলে, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং পরিগণিত হয় বধির, মূক ও অন্ধ হিসেবে; যেমনটি আল্লাহ তাদের ভাই কাফিরদের ব্যাপারে বলেছেন,

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ

যারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা বধির, মূক ও অন্ধকারে নিমজ্জিত।[৬৮]

অন্য আয়াতে বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ
إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

কাফিরদের তুলনা সেই ব্যক্তির সাথে যে এমন কিছুকে চিৎকার করে ডাকে, কিন্তু যাকে ডাকে সে ডাক আর সম্বোধন ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। তারা বধির, মূক, ও অন্ধ; কাজেই তারা বুঝবে না।[৬৯]

৬৮. সূরা আনআম, আয়াত : ৩৯
৬৯. সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১৭১

মুনাফিক ও কাফিরদেরকে সম্বোধনে পার্থক্য

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন আগুন প্রজ্জ্বলনকারী ব্যক্তির সাথে। আগুন প্রজ্জ্বলনকারী ব্যক্তি যেমন আগুন জ্বালানোর পর আশপাশ আলোকিত হলে সে তার আলো হারিয়ে ফেলে, তেমনি মুনাফিকরা ঈমান আনায়নের মাধ্যমে আলোকিত হওয়ার পর আবার সে আলো থেকে বের হয়ে যায়। এছাড়াও মুনাফিকরা মুসলিমদের সাথে চলাফেরা উঠাবসা করে, তাদের সাথে সালাত আদায় করে, তাদের সাথে সিয়াম পালন করে, কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে, ইসলামের সৌন্দর্য ও নিদর্শন অবলোকন করে এবং আলো দর্শন করে, এরপরও তা থেকে বের হয়ে যায়। এ কারণে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

"তারা আর ফিরে আসবে না।[৭০]

কেননা তারা ইসলামে আসা ও ইসলাম দ্বারা আলোকিত হওয়ার পর ইসলাম ত্যাগ করেছে। ফলে তারা আর ইসলামে ফেরত আসবে না। অপরপক্ষে কাফিরদের ব্যাপারে বলেছেন,

فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ কাজেই তারা বুঝবে না।' কারণ, কাফিরেরা ইসলাম বুঝেনি, ইসলামে প্রবেশ করেনি এবং ইসলাম দ্বারা আলোকিত হয়নি; বরং তারা কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং বধির, মূক ও অন্ধ।

৭০. সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১৮

আলোর কারণে বান্দার আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারে

আল্লাহ তাআলা 'জীবন' বোঝাতে 'আলো' আর 'মৃত' বোঝাতে 'অন্ধকার' অভিধা ব্যবহার করেছেন। আত্মা ও দেহ উভয়ের জীবন আলোর ওপর নির্ভরশীল। আলো যেমন উজ্জ্বলতার মূল উপকরণ, ঠিক জীবনেরও মূল উপকরণ। আলো ছাড়া উজ্জ্বলতা ও জীবন কোনোটারই অস্তিত্ব নেই। আলোর মাধ্যমে অন্তর জীবন পায় এবং হৃদয় প্রসারিত ও প্রশস্থ হয়। যেমন তিরমিযীর হাদিসে এসেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "অন্তরে আলো প্রবেশ করলে তা প্রশস্ত ও প্রসারিত হয়ে যায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, এর আলামত কী? তিনি বলেন, চিরস্থায়ী জগতের প্রতি উদগ্রীব হওয়া, ধোঁকার জগত থেকে দূরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই তার প্রস্তুতি নেওয়া।"[৭১]

কেবল মাত্র আলো ওপরের দিকে আল্লাহর কাছে উঠতে পারে। আলো ছাড়া অন্য কিছু ওপরের দিকে আল্লাহর কাছে উঠতে পারে না। বান্দার আমল ও কথাকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয় তার আলো। আল্লাহর দিকে উত্তম কথা এই আলোর কারণেই উঠতে পারে; অন্যথায় তা উঠতে পারত না। উত্তম কথা আলো, কারণ আলো থেকে তা উৎসারিত। উত্তম কথা ছাড়াও বান্দার সৎআমল ও উত্তম আত্মা আল্লাহর দিকে উঠতে সক্ষম হয়। উত্তম আত্মা দ্বারা মুমিনদের আত্মা ও ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। এই দুই আত্মা আলো হওয়ার কারণে আল্লাহর দিকে উঠতে সক্ষম হয়। মুমিনদের আত্মা আল্লাহর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ আলো দ্বারা

---

৭১. তিরমিযীতে এই হাদিস পাওয়া যায়নি। ইবন মুবারক, আয-যুহদ, ১/১০৬; মুসতাদরাক হাকিম, ৪/৩১১; হাদিসটি মুরসাল

আলোকিত আর ফেরেশতারা আলো থেকে সৃষ্ট। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'ফেরেশতাদেরকে আলো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। আর আদমকে যা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার বর্ণনা তোমাদের দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৭২]

উত্তম আত্মা ও খারাপ আত্মা

ফেরেশতাগণ আলো থেকে সৃষ্ট হওয়ার কারণে তারা তাদের রবের পানে উঠতে সক্ষম হয়। অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণ যখন মুমিনদের আত্মা কবজ করে নেয়, তখন তাদের আত্মা রবের পানে উঠে যায়। তাদের আত্মার জন্য দুনিয়ার আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এরপর দ্বিতীয় আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এরপর তৃতীয় আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এভাবে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে রবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তখন তাদের রব তাকে ইল্লীয়্যিন অধিবাসীদের তালিকায় তালিকাভুক্ত করে দেন। মুমিনদের আত্মা পবিত্র, উত্তম, আলোকিত ও উজ্জ্বল হওয়ার কারণে ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর দিকে ওপরে উঠে যায়।

এর বিপরীতে বেঈমানদের অন্ধকারাচ্ছন্ন খারাপ ও কুৎসিত আত্মার জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না, আল্লাহর দিকে তা আর উঠতে পারে না। তাকে প্রথম আসমান থেকে তার যোগ্য স্থান দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। এভাবে প্রত্যেক আত্মাকে তার উপাদান ও যোগ্য স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এসব কথা এক সহীহ হাদিসে বিশদাকারে বর্ণিত হয়েছে।

---

৭২. সহীহ মুসলিম, ২৯৯৬

মোদ্দাকথা, আল্লাহর দিকে শুধুমাত্র আলোকিত আমল, কথা ও আত্মা উঠতে পারে। যার আলো যত বেশি, সে আল্লাহর তত নিকটবর্তী, তাঁর কাছে তত সম্মানিত।

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইবন আমর রাযিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> 'আল্লাহ তাআলা মাখলুককে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাতে তাঁর আলোর তাজাল্লি দিয়েছেন। যে এই আলো পেয়েছে সে হিদায়াত পেয়ে গেছে আর যে এই আলো পায়নি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এজন্যই আমি বলি, কলম আল্লাহর ইলমে শুকিয়ে গিয়েছে।[৭৩]

এটি একটি চমৎকার হাদিস। এখানে ঈমানের একটি মূলনীতি আলোচিত হয়েছে। এ হাদিস থেকে তকদিরের তত্ত্ব, রহস্য ও হিকমতসহ তকদিরের নানা বিষয়ের সমাধান দেওয়া হয়েছে।

৭৩. মুসনাদ আহমাদ, ২/৬২৪-৬২৫; সুনানুত তিরমিযী, ২৬৪২; হাদিসটি সহীহ

ফিতরাতী আলো ও ওহির আলো

সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তাআলা যে আলোর তাজাল্লি দিয়েছিলেন, সে আলোর মাধ্যমে তিনি মাখলুককে জীবন দান করেন এবং হিদায়াতের পথে পরিচালনা করেন। ফিতরাত বা প্রকৃতিগতভাবে মাখলুক এই আলো লাভ করে। কিন্তু সেই প্রাপ্ত আলো পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণভাবে না পাওয়ায় ওহি ও নবুওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে দেন। ফিতরাতের আলোর সাথে ওহি ও নবুওয়াতের আলো মিলেমিশে তা নূরুন আলা নূর বা আলো আর আলোতে পরিণত হয়। দুই আলোর মিশ্রণে অন্তরে আলোর মিনার গড়ে উঠে। মুখমন্ডল ও চেহারায় আলোক রেখা জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে। আত্মা জীবন ফিরে পায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহর আনুগত্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে দেয়। এভাবে অন্তরের এক জীবনের সাথে আরেক জীবন যুক্ত হয়।

আল্লাহর গুণাবলীর আলো

অন্তরের এই আলোর সাথে সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে বড় আরেকটি আলোর সেতুবন্ধন ঘটে। আর সেই মহান ও শ্রেষ্ঠ আলোটি হলো আল্লাহ তাআলার মহান গুণাবলীর আলো। এই আলোর সামনে সমস্ত আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ঈমানের-দৃষ্টির সাহায্যে অন্তর এই আলোকে ঠিক সেভাবে দেখে, যেভাবে চর্মচক্ষু দৃশ্যমান বস্তু দেখে। এধরণের অন্তরে ইয়াকীনের পারদ এতটাই শক্তিশালী হয় এবং অদৃশ্যবস্তুর হকীকত এতটাই উন্মোচিত হয়ে পড়ে যে, সে যেন রহমানের আরশ ও আরশের ওপর তাঁর সমুন্নত হওয়াকে সরাসরি দেখতে পায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে আল্লাহ তাআলার অসংখ্য গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন, আদেশ-নিষেধ করেন, সৃষ্টি করেন ও রিজিকের ব্যবস্থা করেন, জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান, সিদ্ধান্ত দেন ও তা বাস্তবায়ন করেন, সম্মানিত ও অপমানিত করেন, দিনরাতকে পরিবর্তন করেন, মানুষের মাঝে দিনের পালাবদল ঘটান এবং দেশগুলো পরিবর্তন করেন। এক দেশকে পরাজিত করে অপর দেশকে বিজয়ী করেন।

ফেরেশতাগণ তাঁর আদেশ নিয়ে কখনো ওপরে উঠে যায়, আবার কখনো নিচে নেমে আসে। তিনি যা চান তা হয়; সামান্য কমবেশি হয় না। তার আদেশ ও হুকুমাত জমিন, জমিনের নিচে, সমুদ্রে, আবহাওয়াসহ আসমান ও জমিনের আনাচে-কানাচে সর্বত্র কার্যকর হয়। তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনো কিছু তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। তিনি

সবকিছু দেখছেন। এমনকি গভীর নিকষ কালো রাতে কুচকুচে কালো পাথরের ওপর দিয়ে যে কালো পিপড়া চলাচল করে তাও তিনি দেখেন। তাঁর দৃষ্টিতে অদৃশ্য বলতে কিছুই নেই। তিনি বান্দার সকল কিছু পরিচালনা করেন। তিনি পাপ ক্ষমা করেন। বান্দার দুঃখ-কষ্ট, যাতনা, দুশ্চিন্তা, দারিদ্রতা, অসুস্থতা-সহ যাবতীয় বিষয়ে তিনি বান্দাকে সহযোগিতা করেন। তিনি ঘুমান না। ঘুম তাঁর শানে যায় না।

এভাবে আল্লাহ তাআলার অসংখ্য গুণ রয়েছে। বান্দার অন্তরে আল্লাহর গুণাবলীর আলো তাজাল্লি হলে সেই আলোর সামনে সমস্ত আলো গায়েব ও বিলীন হয়ে যায়। এ আলোর ফলে অন্তরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা কখনো কোনো অন্তকরণ কল্পনা করেনি আর তা ভাষায় প্রকাশ করাও সম্ভবপর নয়।

মোটকথা, অন্তর, চেহারা ও অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা যিকিরের মাধ্যমে আলোকিত হয়। দুনিয়া, কবর ও আখিরাতে যিকির হল বান্দার আলো। বান্দার অন্তরের আলো অনুসারে বান্দা আমল করতে পারে ও ভালো কথা বলতে পারে এবং সে আলো অনুসারে তার আমল ও কথা আলোকিত হয়। এমনকি কোনো কোনো মুমিনের আমল আল্লাহর কাছে ওপরে উঠার সময় সূর্যের আলোর মতো আলোকিত থাকে। একইভাবে তাদের আত্মাও ওপরে উঠার সময় সূর্যের আলোর মতো আলোকিত থাকে। পুলসিরাত পার হওয়ার সময় অন্তরের আলো অনুসারে বান্দার সামনে আলো দৌঁড়াদৌড়ি করবে। অনুরূপভাবে বান্দার চেহারার আলোও কিয়ামতের দিন চমকাতে থাকবে।

যিকির সব কিছুর মূল

৩৭. যিকরুল্লাহ সব কিছুর মূল, সকল শ্রেণির মানুষের জন্য ফলপ্রসূ এবং বিলায়েত অর্জনে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। যার জন্য যিকরুল্লাহর দরজা খুলে দেওয়া হয়, তার জন্য আল্লাহর নৈকট্যলাভের ও তাঁর কাছে পৌঁছার দরজা খুলে দেওয়া হয়। অতএব, যার জন্য এ দরজা খুলে দেওয়া হয়, তার দায়িত্ব হচ্ছে, পবিত্রতা অর্জন করে রবের কাছে পৌঁছে যাওয়া। যে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবে সে যা চাইবে তাই পাবে, তাতে কোনো কমতি থাকবে না। যে তার রবকে পায় সে তাবৎ কিছু পেয়ে যায় আর যে তার রবকে হারিয়ে ফেলে সে সবকিছু হারিয়ে ফেলে।

হৃদয়ের সব আকুতি পূরণের মাধ্যম যিকরুল্লাহ

৩৮. হৃদয়ে এক ধরণের আকুতি ও অভাব থাকে। সেই আকুতি ও অভাব পূরণ হয় যিকরুল্লাহর মাধ্যমে। যিকির যখন অন্তরে প্রতীক ও শ্লোগানে রূপ নেয় এবং জিহ্বাও তার অনুসরণ করা শুরু করে, তখন তার যাবতীয় অভাব পূরণ হয়ে যায়, দারিদ্রতা বিদায় নেয়। ফলে যিকিরকারীর সম্পদ না থাকলেও সম্পদশালী হয়ে যায়, বংশ-বুনিয়াদ ছাড়াই প্রভাবশালীতে পরিণত হয় এবং রাজত্ব ছাড়াই মর্যাদার শিখরে আরোহন করে। আর যিকিরবিমুখ ব্যক্তির অবস্থা হয় ঠিক এর উল্টা। সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে হতদরিত্র মনে করে, রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে জীবনযাপন করে এবং বংশ-বুনিয়াদ থাকা সত্ত্বেও তুচ্ছ ও হীন অবস্থায় দিনাতিপাত করে।

যিকরুল্লাহ্ যাবতীয় সমস্যার সমাধান

৩৯. যিকরুল্লাহ বিচ্ছিন্ন জিনিসকে একত্রিত করে আর একত্রিত জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করে, দূরকে নিকটে আনে আর নিকটকে দূরে ঠেলে দেয়।

বিচ্ছিন্ন জিনিসকে একত্রিত করে দেওয়ার অর্থ হল, বান্দার বিচ্ছিন্ন অন্তর, বিচ্ছিন্ন ইচ্ছা, বিচ্ছিন্ন চিন্তা-চেতনা ও বিচ্ছিন্ন সংকল্পকে একত্রিত করে। এসব জিনিস বিচ্ছিন্নাবস্থায় থাকলে তা শাস্তি, যাতনা ও দুঃখ-কষ্টের উপজীব্য হয়ে যায় আর একত্রিত থাকলে সুন্দর ও নেয়ামতের জীবন কাটানো সম্ভব হয়।

একত্রিত জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার অর্থ হল, বান্দার পুঞ্জিভূত বিভিন্ন দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, উৎকণ্ঠা, কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত জিনিস না পাওয়ার আক্ষেপ ইত্যাদিকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা করে দেয়।

অনুরূপভাবে বান্দার পুঞ্জিভূত পাপ, ভুলটি ও অন্যায়গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়; এমনকি সেসব পাপ, ভুলত্রুটি ও অন্যায় হারিয়ে যায় ও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

একইভাবে যিকির শয়তান-বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কেননা আক্রমণের জন্য ইবলীস একের পর এক পর্যায়ক্রমে তার সৈন্যবাহিনী পাঠায়। বান্দা যত বেশি আল্লাহকে পেতে আকুল হয়, তাঁর সাথে তার সম্পর্ক যত গভীর, শয়তান তত শক্তিশালী ও দুঃসাহসী সৈন্যবাহিনী পাঠায়। শয়তানের এমন শক্তিশালী ও দুঃসাহসী সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত ও বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে, অহর্নিশ যিকরুল্লাহ।

দূরকে নিকটবর্তী করে দেওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য, শয়তান বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বান্দার সামনে জাঁকজমকভাবে তুলে ধরে পরকালকে দূরবর্তী বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু যিকরুল্লাহ শয়তানের সব পাতানো ফাঁদ ছিন্নভিন্ন করে পরকালকে বান্দার সামনে অতি নিকটবর্তী করে উপস্থাপন করে। যিকরুল্লাহয় জিহ্বা সিক্ত থাকলে বান্দা পরকালের সীমায় প্রবেশ করে এবং পরকালের ময়দানে নিজেকে উপস্থিত মনে করে। ফলে দুনিয়া তার কাছে একেবারেই তুচ্ছ মনে হয় আর পরকালের বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও মর্যাদা তার হৃদমাঝারে বাসা বাঁধে।

নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করে দেওয়ার অর্থ হল, গতকালও যে দুনিয়া বান্দার সবচেয়ে কাছের জিনিস বলে মনে হত, আজকে সেই একই দুনিয়া তার কাছে পরকাল অপেক্ষা অধিক দূরবর্তী মনে হয়। কেননা পরকাল যত নিকটবর্তী মনে হয় দুনিয়া তত দূরে সরে যায়। পরকাল একধাপ কাছে হলে দুনিয়া একধাপ দূরে সরে যায়। সুতরাং দুনিয়াকে দূরে ঠেলে দিয়ে পরকালকে কাছে টেনে নেওয়ার একমাত্র পদ্ধতি হল, জিহ্বাকে যিকরুল্লাহ দ্বারা ভিজিয়ে রাখা।

যিকরুল্লাহ্ অন্তরকে সদা জাগ্রত রাখে

৪০. যিকরুল্লাহ অন্তরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে এবং তন্দ্রার চাদরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। অন্তর ঘুমিয়ে থাকলে ব্যবসায় ধস নামে। লোকসান হয়। ফলে চরম ক্ষতির হিসাব গুণতে হয়। কিন্তু বান্দা যখন অলসতার চাদর গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে ঘুম থেকে জেগে উঠে ক্ষতির পরিমাণ জানতে পারে, তখন সে শক্ত করে কোমর বাঁধে। বাকী জীবনটা নির্ঘুম কাটিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

একমাত্র যিকরুল্লাহর মাধ্যমেই সচেতন, নির্ঘুম ও জাগ্রত থাকা সম্ভব। যিকরুল্লাহ বিমুখতার কারণে বান্দার শরীরে অলসতার চাদর লেপ্টে যায় এবং সে গভীর ঘুমের রাজ্যে পৌঁছে যায়।

যিকরুল্লাহ একটি ফলজ গাছ

৪১. যিকরুল্লাহ একটি ফলজ গাছ। যে মারিফত ও আহওয়াল[৭৪] অর্জনের জন্য সালিক তথা আধ্যাত্মিকপন্থীরা কোমর বেঁধে পরিশ্রম করে, যিকরুল্লাহ সেই মারিফত ও আহওয়ালের ফল দেয়। এই ফল যিকরুল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। যিকরুল্লাহর গাছ যত প্রকাণ্ড হবে, এর শিকড় যত শক্ত হবে, তার ফল তত বেশি পাওয়া যাবে। অতএব, বোঝা যায়, যিকরুল্লাহ সকল প্রকার 'মাকামাত'[৭৫] এর ফল প্রদান করে।

যিকিরকারী গাফলতি দূর করে তাওহিদের সামিয়ানায় আশ্রয় নেয়। আর সকল মাকামাতের মূল হল তাওহিদ। তাওহিদের ওপর সকল মাকামাত ভিত্তিশীল, যেমন পিলারের ওপর বিল্ডিং ভিত্তিশীল। বান্দা যদি গাফিলতি দূর না করে, তখন তার পক্ষে আল্লাহর পথের সফর শেষ করা সম্ভব নয়। আর আগেই বলেছি, গাফলতি দূর করতে হলে যিকরুল্লাহর আশ্রয় নিতে হবে। গাফলতি হল অন্তরের ঘুম; বরং গাফলতি অন্তরকে মেরে ফেলে। যখন কেউ গাফেল থাকে,তার অন্তরের অপমৃত্যু ঘটে।

---

৭৪. আহওয়াল অর্থ : অন্তরের অবস্থা জানতে পারা

৭৫. মাকামাত একটি আধ্যাত্মিক পরিভাষা। মাকামাত বলতে বোঝানো হয়, ইবাদত ও মুজাহাদা করতে গিয়ে নিজেকে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো মনে করা।

যিকরুল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গী হওয়া যায়

৪২. যিকরুল্লাহর মাধ্যমে যিকিরকারী আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়; এমনকি আল্লাহ তার সাথী হয়ে যান। রবের এ সঙ্গী হওয়া দ্বারা জ্ঞানের মাধ্যমে সঙ্গী হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং বিশেষ সঙ্গী হওয়া উদ্দেশ্য। নৈকট্য, বেলায়াত, মহব্বত, সাহায্য ও তাওফীকের মাধ্যমে তিনি বান্দার সঙ্গী হন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকী ও সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন।[৭৬]

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।[৭৭]

وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহ মুমিনদের সাথে থাকেন।[৭৮]

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।[৭৯]

---

৭৬. সূরা নাহল, আয়াত : ১২৮

৭৭. সূরা বাকারাহ, আয়াত : ২৪৯

৭৮. সূরা আনফাল, আয়াত : ১৯

৭৯. সূরা তাওবাহ, আয়াত : ৪০

যিকিরকারী আল্লাহ তাআলার অন্তরঙ্গা সঙ্গী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে,

> 'বান্দা যতক্ষণ আমার যিকির করে এবং যিকিরের মাধ্যমে তার ঠোঁট নাড়ায়, আমি ততক্ষণ তার সাথেই থাকি।'[৮০]

যিকিরকারী যেভাবে আল্লাহর অন্তরঙ্গা সঙ্গী হতে পারে, অন্য কেউ সেভাবে তাঁর সঙ্গী হতে পারে না। আল্লাহর সঙ্গী হওয়ার ক্ষেত্রে যিকিরকারী নজিরবিহীন। মুহসিন ও মুত্তাকীদের থেকেও তাঁর সঙ্গালাভ শ্রেষ্ঠ। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব; শুধু অনুভব করতে হয়। তবে এই যায়গাটা খুব ভয়ানক ও খতরনক। এখানে এসেই বান্দা পা পিছলে পড়ে যায়। এখানে এসে যখন আদি-অনাদি, রব-বান্দা, স্রষ্টা-সৃষ্টি, আবেদ-মাবুদ এসবের মাঝে বিভাজন শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন নাসারাদের মতো হুলুল[৮১] পন্থী ও ইত্তিহাদ[৮২] পন্থী হয়ে যায়। ওয়াহদাতুল উজূদ[৮৩] মতবাদে জড়িয়ে পড়ে। মনে করে স্রষ্টা আর সৃষ্টি বলতে ভিন্ন কোনো জিনিস নেই; যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টি। তাদের কাছে রব আর বান্দা বলতে আলাদা কোনো জিনিসের অস্তিত্ব থাকে না। মনে করে, রবই বান্দা আর বান্দাই রব। তারা তখন বলে, আল্লাহ সৃষ্টির রূপে আগমন করেছেন। এইসব জালিম ও অস্বীকারকারীরা যা বলে আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

মোটকথা, কোনো বান্দা সহীহ আকীদার জ্ঞান না রাখা অবস্থায় যিকরুল্লাহর রাজত্বে পা রাখলে, সে তার ও তার যিকির থেকে রবকে হারিয়ে ফেলবে এবং সুনিশ্চিতভাবে হুলুল ও ইত্তিহাদের চোরাবালিতে প্রবেশ করবে।

---

৮০. সহীহুল বুখারী, ১৩/৫০৮; ইবন মাজাহ, ৩৭৯২

৮১. হুলূল সূফীদের একটি পরিভাষা। আল্লাহ সকল বস্তুর মাঝে বিদ্যমান রয়েছেন, মানব দেহে তিনি প্রবেশ করেন এমন বিশ্বাসকে হুলূল বলা হয়।

৮২. ইত্তিহাদও সূফীদের একটি পরিভাষা। আল্লাহ তাআলা মাখলুকের মাঝে মিশে একাকার হয়ে গেছেন। তাই মানুষ যা কিছু দেখে, আল্লাহকে দেখে এমন বিশ্বাসকে ইত্তিহাদ বলা হয়।

৮৩. সর্বেশ্বরবাদ বা সবকিছুকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করাকে ওয়াহদাতুল উজূদ বলা হয়।

যিকরুল্লাহ্ সদকা ও জিহাদ থেকে উত্তম

৪৩. যিকরুল্লাহ দাস মুক্ত করা, সম্পদ দান করা এবং জিহাদের জন্য ঘোড়াসহ যুদ্ধাস্ত্র দান করার সমপর্যায়ের ইবাদত; এমনকি স্বয়ং নিজেই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ইবাদত। আমরা পূর্বে একটি হাদিসে জেনেছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একশত বার

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর'

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান; -পড়ে, সে দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান সাওয়াব পায়। তার জন্য একশত সাওয়াব লেখা হয় এবং আর একশত গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে হিফাযতে থাকে। কোনো লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারে না; তবে ঐ ব্যক্তি করতে পারে, যে তার চেয়ে বেশিবার এই দুআটি পাঠ করে।[৮৪]

---

৮৪. সহীহুল বুখারী, ৩২৯৩; সহীহ মুসলিম, ২৬৯১

ইবন আবীদ দুনইয়া আমাশ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সালিম ইবন আবীজ জাদ থেকে বর্ণনা করেন। সালিম বলেন, আবু দারদাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়, 'অমুক ব্যক্তি একশত দাস মুক্ত করেছে।'

তিনি বলেন, 'একশত দাস মুক্ত করা তো অনেক বড় সদকা। তবে এর চেয়ে উত্তম হল, এমন ঈমান যা রাতদিন বান্দার সাথে থাকে এবং এমন যিকির যার মাধ্যমে বান্দার জিহ্বা সিক্ত থাকে।'[৮৫]

বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় যতগুলো স্বর্ণমুদ্রা খরচ করব, ততবার সুবহানাল্লাহ বলা আমার কাছে অধিক প্রিয়।"[৮৬]

একদিন আবদুল্লাহ ইবন আমর ও আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) একসাথে বসে ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ বললেন,

"রাস্তায় চলতে চলতে আল্লাহর পথে যতগুলো স্বর্ণমুদ্রা খরচ করব, ততবার 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলা আমার কাছে অধিক প্রিয়।"

তখন আবদুল্লাহ ইবন আমার বললেন,

"রাস্তায় চলতে চলতে আল্লাহর পথে যে কয়টি ঘোড়া দান করব, ততবার 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলা আমার কাছে অধিক প্রিয়।'[৮৭]

---

৮৫. ইবন আবী শায়বাহ, ১০/৩০৪। এর সনদ বিচ্ছিন্ন। তবে ইমাম মুনযিরী বলেছেন, ইবন আবীদ দুনইয়া হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩৬৭

৮৬. মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১০/২৯১, এর সনদ ভালো।

৮৭. বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, ২/৫৬৭-৫৬৮; সনদে অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে। মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১০/২৯২; এর সনদ ভালো তবে আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদের কথা উল্লেখ নেই।

মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে বলব না? যে আমল তোমাদের মালিকের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সর্বাধিক সহায়ক, স্বর্ণ-রৌপ্য দান করার চেয়ে অধিক উত্তম এবং শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া ও তাদের কর্তৃক তোমাদের গর্দান উড়ে যাওয়া থেকে শ্রেষ্ঠ। সাহাবীগণ বললেন, 'অবশ্যই, ইয়া রাসুলাল্লাহ।' তিনি বললেন, যিকরুল্লাহ।"[৮৮]

৮৮. সুনানুত তিরমিযী, ৩৩৭৭; হাদিসটি সহীহ

যিকির শোকরের মূল

৪৪. শোকরের মূল হল যিকির। যে যিকির করে না সে আল্লাহর শুকরিয়া করতে পারে না। যাইদ ইবন আসলাম থেকে বর্ণিত, মূসা আলাইহিস সালাম বলেন,

'ইয়া রব, আপনি আমাকে অগণিত নেয়ামতে সিক্ত করেছেন। এখন আমাকে আপনার অগণিত শোকর করার উপায় বাতলে দিন!'

আল্লাহ বলেন,
'তুমি বেশি বেশি আমার যিকির করো। যতবার আমার যিকির করবে ততবার আমার শোকর আদায় করা হবে। অতএব, বেশি বেশি যিকির করো। আর আমার থেকে গাফেল হয়ে গেলে আমার নেয়ামতের প্রতি কুফরি করা হবে।'[৮৯]

আবদুল্লাহ ইবন সালাম বলেন, মূসা আলাইহি সালাম বলেন,
'ইয়া রব, কোন ধরণের শোকর আপনার শানে উপযুক্ত?'

তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওহি করে বলেন,
'আমার যিকিরের মাধ্যমে তোমার জিহ্বাকে সিক্ত রাখবে।'

মূসা আলাইহিস সালাম আবার বলেন,
'ইয়া রব, কখনো কখনো আমি এমন অবস্থায় থাকি যে, ঐ অবস্থায় যিকির করা থেকে আপনার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক উর্ধ্বে।'

৮৯. শুআবুল ঈমান, ২/৫৭৪; মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১৩/২১২

আল্লাহ বলেন,
'কী সেই অবস্থা?'

তিনি বলেন,
'অপবিত্রতা ও পেশাব-পায়খানা।'

আল্লাহ বলেন,
'তখনও আমার যিকির করবে।'

মূসা বলেন,
'তখন কী বলে আপনার যিকির করব?'

তিনি বলেন,

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ جَنِّبْنِي الْأَذَى سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ فَقِنِي الْأَذَى

'সুবহানাকা ওয়াবিহামদিকা ওয়া জান্নিবনিল আযা ওয়া সুবহানাকা ওয়াবিহামদিকা ফাকিনিল আযা।'

অর্থাৎ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি, তুমি আমাকে কষ্টদায়ক বস্তু থেকে দূরে রাখো। তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি, তুমি আমাকে কষ্টদায়ক বস্তু থেকে বাঁচিয়ে রাখো।[৯০]

৯০. শুআবুল ঈমান, ২/৫৯১

মিলন ও পেশাব-পায়খানার সময় যিকির করার বিধান

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় আল্লাহর যিকির করতেন।[৯১] এই হাদিস অনুযায়ী তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবসময় যিকির করতেন; হাদীসের ভাষ্যমতে কোনো সময়কে বাদ দেওয়া হয়নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি পবিত্র-অপবিত্র সর্ববস্থায় যিকির করতেন।

পেশাব-পায়খানার সময় তিনি যিকির করতেন কি-না, তা কেউ দেখেনি। তাই এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে পেশাব-পায়খানার আগে ও পরে যিকির করার কথা তিনি উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, যিকরুল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল; এমনিক পেশাব-পায়খানার আগে ও পরেও যেন কেউ যিকিরবিহীন সময় না কাটায়। অনুরূপভাবে মিলনের পূর্বমুহূর্তে যিকির করার কথা তিনি উম্মাতকে বলে গিয়েছেন। মিলনের পূর্বমুহূর্তে যে যিকির বা দুআ করতে হয়, তা হলো,

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়তান ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রযাকতানা।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যা আমাদেরকে রিযিক দিয়েছো তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো।

---

৯১. সহীহ মুসলিম, ৩৭৩

স্বয়ং পেশাব-পায়খানা ও মিলন করা অবস্থায় অন্তরে যিকির করা খারাপ কিছু নয়। কেননা আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্তরের কোনো উপায় নেই। প্রিয় রবের যিকির থেকে অন্তরকে ফিরিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যদি আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার দায়িত্ব কাউকে দেওয়া হয়, তবে তার উপর অসম্ভবপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এজন্য কবি বলেছেন,
'অন্তরকে বলা হল তোমাকে যেন সে ভুলে যায়।

কিন্তু এটাতো কোনভাবেই সম্ভব নয়।'

তবে উপর্যুক্ত এ তিন অবস্থায় জিহ্বায় যিকির করা শরিয়ত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে আমাদের উৎসাহিত করেননি। কোনো সাহাবী থেকেও এ কথা পাওয়া যায় না।

আবদুল্লাহ ইবন হুরাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা বাজারেও তাঁর যিকির করাকে ভালোবাসেন। পেশাব-পায়খানা ছাড়া সর্বাবস্থায় তিনি তাঁর যিকির করাকে পছন্দ করেন।[৯২]

এই তিন অবস্থায় তাঁকে লজ্জা করা, তাঁর পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির কথা স্মরণ করা এবং তাঁর নেয়ামতরাজির কথা অন্তরে জাগ্রত রাখাই সর্বোত্তম যিকির। কেননা সর্বাবস্থায় তাঁর শানে উপযুক্ত যিকির করতে হবে। এই তিন অবস্থায় তাঁর শানে উপযুক্ত যিকির হল, আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জার চাঁদর পরিধান করা, অন্তরে তাঁর মর্যাদা উচ্চকিত করা, তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করা এবং পেশাব-পায়খানার মতো কষ্টদায়ক বস্তু তার পেট থেকে বের করার মাধ্যমে তিনি তার ওপর যে বিশেষ অনুগ্রহ করলেন, তা মনে করা। এই পেশাব-পায়খানা তিনি তার পেট থেকে বের করার ব্যবস্থা না করলে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। খাবার খাওয়ার মতোই সহজেই এসব কষ্টদায়ক বস্তু বের হয়ে যাওয়া আল্লাহর বিশেষ এক অনুগ্রহ ও নেয়ামত।

৯২. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩৫৯; শুআবুল ঈমান, ২/৪৬২

আলী রাযিয়াল্লাহ আনহু পায়খানা থেকে বের হয়ে পেট নেড়েচেড়ে বলতেন,

এটা আল্লাহর কত বড় নেয়ামত। যদি মানুষ এর কদর বুঝতো![93]

কোনো কোনো সালাফ বলতেন,

সমস্ত প্রশংসার আল্লাহর, যিনি আমাকে তৃপ্তি সহকারে খাবার গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন, এরপর উপকারী অংশটুকু আমার ভেতরে রেখে দিয়ে ক্ষতিকর অংশটুকু বের করে দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে মিলনের সময়ও আল্লাহর যিকির করতে হবে অর্থাৎ তার রব তাকে এই যে নেয়ামত দান করলেন তা স্মরণ করতে হবে। বান্দার প্রতি আল্লাহর যে সমস্ত বড় বড় নেয়ামত রয়েছে তার অন্যতম এটি একটি।

এভাবে বান্দা যখন আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে তখন তার অন্তরে শোকরের ঢেউ উঠে। অতএব, যিকির শোকরের মূল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআযকে বলেন,

'ইয়া মুআয, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। অতএব, প্রত্যেক সালাতের পর তুমি এ দুআ পড়তে ভুলবে না :

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

আল্লাহুম্মা আ-ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তোমার যিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদত করতে সহযোগিতা কর।[৯৪]

৯৩. শুআবুল ঈমান, ৮/৩৯৮-৩৯৯, সনদ দুর্বল।
৯৪. সুনানু আবি দাউদ, ১৬১৭; নাসায়ী, ১৩০২

এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একসাথে যিকির ও শোকরকে উল্লেখ করেছেন এবং উভয়ের ব্যাপারে আল্লাহর সহযোগিতা কামনা করতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলাও উভয়কে একসাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

তোমরা আমার যিকির কর আমি তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার শোকর আদায় কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।[৯৫]

অতএব, কারো মাঝে যিকির ও শোকর একত্রিত হলে তার সফলতা ও সৌভাগ্য নিশ্চিত।

৯৫. সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১৫২

যিকিরকারী মুত্তাকীর তুলনায় বেশি সম্মানিত

৪৫. মুত্তাকী ব্যক্তির থেকেও ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত যার জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। কেননা যিকিরকারী একদিকে যেমন আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে তাঁকে ভয় করে, তেমনিভাবে অন্যদিকে যিকিরকে নিজের জীবনের অনুষঙ্গ বানিয়ে নেয়।

তাকওয়া জান্নাতে প্রবেশ আর জাহান্নাম থেকে নাজাতকে নিশ্চিত করে। তাকওয়ার প্রতিদান ও পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করান ও জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন। অপরপক্ষে যিকির আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর সান্নিধ্য লাভকে নিশ্চিত করে। আর আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও সান্নিধ্যপ্রাপ্তি মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান। আর এ কথা সকলের জানা আছে যে, প্রতিদান ও পুরস্কারের চেয়ে মর্যাদাপ্রদান অধিক গৌরবের ও অধিক সম্মানের।

পরকালের জন্য যারা আমল করে তারা দুই দলে বিভক্ত। একদল প্রতিদান ও পুরস্কার পাবার জন্য আমল করে। অন্যদল আমল করে মর্যাদা ও সম্মান হাসিল করার নিমিত্তে। দ্বিতীয় দল মূলত আল্লাহর কাছে সম্মানিত হবার জন্য এবং তাঁর নৈকট্য পাবার জন্য প্রতিযোগিতা করে। আল্লাহ তাআলা উভয় দলের কথা সূরা হাদীদে উল্লেখ করেছেন,

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

নিশ্চয় সাদকাকারী পুরুষ ও নারীদের এবং আল্লাহকে উত্তম ঋনদাতাদের প্রতিদান বহুগুণ বেশি দেওয়া হবে। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।[৯৬]

এ আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিরা প্রতিদান ও পুরস্কার পাওয়ার জন্য আমলকারী দলের অন্তর্ভুক্ত। এর পরের আয়াতে তিনি বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের প্রতি ঈমান এনেছে তারা সিদ্দীক-সত্যবাদী।[৯৭]

এরা সম্মান, মর্যাদা ও আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য আমলকারী দল। এরপর তিনি বলেন,

وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ

"এবং (তারা হচ্ছে) তাদের রবের কাছে শহীদ। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার ও আলো।"[৯৮]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা চারটি বিষয় উল্লেখ করেছেন :

- তারা সিদ্দীক-সত্যবাদী,
- তারা শহীদ। আর সিদ্দীক ও শহীদ দুটি মর্যাদা ও সম্মানজনক স্তর।
- তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার,
- তারা পাবে আলো। আর পুরস্কার ও আলো হলো প্রতিদান ও বিনিময়।

---

৯৬. সূরা হাদীদ, আয়াত : ১৮
৯৭. সূরা হাদীদ, আয়াত : ১৯
৯৮. সূরা হাদীদ, আয়াত : ১৯

আবার কেউ বলেছেন, সিদ্দীক-সত্যবাদী বলার মাধ্যমে সত্যবাদীদের অবস্থার বর্ণনা ইতি টানা হয়েছে। তারপর শহীদদের অবস্থা বর্ণনা করতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'এবং (তারা হচ্ছে) তাদের ররেব কাছে শহীদ। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার ও আলো।'

এই হিসেবে প্রথমে আল্লাহ তাআলা নেকককার ও সৎকর্মশীল সিদ্দীকদের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর ঐসব মুমিনদের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের অন্তরে ঈমান পোক্ত হয়ে গিয়েছে এবং ঈমান দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর এমন লোকেরাই সিদ্দীক। তারা যেমন জ্ঞানের অধিকারী, তেমন আমলকারী। প্রথম শ্রেণী নেককার ও সৎকর্মশীল হলেও এ দল প্রথম দল থেকে বেশি পরিপূর্ণ।

এরপর আল্লাহ তাআলা শহীদদের কথা বলেছেন। বলা হয়েছে, তিনি তাদের রিযিক ও আলো দেবেন। যেহেতু তারা নিজেদের জীবনকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছে তাই প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাদের জীবিত রাখবেন ও উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। তারা যেমন রিযিক পাবে তেমনি আলো বা জীবন পাবে। এরাই হলো প্রকৃত সৌভাগ্যবান।

শহীদদের উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা দুর্ভাগাদের উল্লেখ করেছেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।[৯৯]

৯৯. সূরা হাদীদ, আয়াত : ১৯

পুরস্কার প্রত্যাশী ও আল্লাহর নৈকট্য প্রত্যাশী

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা উপর্যুক্ত আয়াতে দুই দলের কথা উল্লেখ করেছেন। একদল পুরস্কার ও প্রতিদান প্রত্যাশী, আরেকদল মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যাশী। ফেরাউন জাদুকরদের আশ্বস্ত করতে বলেছিল, "তোমরা যদি মূসার ওপর বিজয়ী হতে পারো তবে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য থাকবে একসাথে পুরস্কার-প্রতিদান এবং মর্যাদা-সম্মান।"

জাদুকরেরা বলেছিল,

أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ

আমরা যদি বিজয়ী হতে পারি তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে?[১০০]

তখন ফেরাউন বলেছিল,
শুধু পুরস্কার নয়, তোমরা আমার কাছের লোকে পরিণত হবে:

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

সে (ফেরাউন) বলেছিল, অবশ্যই থাকবে আর তোমরা তখন কাছের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[১০১]

---

১০০. সূরা শুআরা, আয়াত : ৪১
১০১. সূরা শুআরা, আয়াত : ৪২

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যেমন পুরস্কার দেব, তেমনি সম্মান দিয়ে আমার কাছের লোকও বানিয়ে নেব।

সাধারণ আমলদাররা পুরস্কার ও প্রতিদান প্রত্যাশী হয় আর আরেফরা[১০২] হয় মর্যাদা, সম্মান ও আল্লাহর নৈকট্য প্রত্যাশী। সাধারণ আমলদারদের তুলনায় আরেফদের অন্তরের আমল অনেক বেশি থাকে অপরপক্ষে আরেফদের তুলনায় সাধারণ আমলদারদের দৈহিক বা বাহ্যিক আমলের পরিমাণ বেশি হয়।

১০২. আরেফ বলতো বোঝায়, যিনি আল্লাহকে ভালোভাবে চেনেন, তাঁকে মোহাব্বত করেন, তাঁর শরীআত নিজের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করেন এবং রাসুলের সুন্নাতের পরিপূর্ণ পাবন্দি করেন।

আল্লাহ্ তাআলা ও মূসা আলাইহিস সালামের মাঝে কথপোকথন

মুহাম্মাদ ইবন কাব আল-কুরাযী বলেন, একদিন মূসা আলাইহিস সালাম বলেন,

: ইয়া রব, আপনার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত কে?
: যার জিহ্বা আমার যিকিরে সিক্ত থাকে।

: ইয়া রব, আপনার কোন সৃষ্টি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী?
: যে নিজের জ্ঞানের সাথে সাথে অন্যেরও জ্ঞান রাখে।

: ইয়া রব, আপনার কোন সৃষ্টি সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ?
: যে অন্যদের ব্যাপারে ঐ সিদ্ধান্ত ও ফয়সালা দেয়, যে সিদ্ধান্ত ও ফয়সালা নিজের ব্যাপারে দেয়।

: ইয়া রব, নিখিলজগতের মাঝে সবচেয়ে বড় পাপী কে?
: যে আমার ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করে।

: ইয়া রব, আপনার ব্যাপারেও কেউ অপবাদ আরোপ করতে পারে!?
: সে আমার ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করে, যে আমার কাছে কল্যাণ কামনা করে অথচ আমার ফয়সালা ও সিদ্ধান্ততে সন্তুষ্ট থাকে না।[১০৩]

ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, মূসা আলাইহিস সালাম সিনাই পাহাড়ে আগমন করার পর বলেন, 'ইয়া রব, আপনার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা কে?'

---

১০৩. শুআবুল ঈমান, ২/৫৭৬-৫৭৭

আল্লাহ বলেন,
'যে আমার যিকির করে, আমাকে ভুলে যায় না।'[১০৪]

কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মূসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, - 'ইয়া রব, আমি আপনার খুব নিকটে নাকি আপনার থেকে অনেক দূরে? নিকটে হলে আপনার সাথে আস্তে-আস্তে সংগোপনে কথা বলব। আর দূরে হলে আপনাকে জোরে ডাকব।'

আল্লাহ বলেন,
'ইয়া মূসা, যে আমার যিকির করে আমি তার অন্তরঙ্গ সহচর।'

মূসা আলাইহিস সালাম বলেন,
'আমি কখনো এমন অবস্থায় থাকি, যে অবস্থায় আপনার যিকির করা থেকে আপনি অনেক উর্ধ্বে।'

আল্লাহ বলেন,
'ইয়া মূসা, কী সেই অবস্থা?'

তিনি বলেন,
'পেশাব-পায়খানা ও অপবিত্র অবস্থা।'

রব বলেন,
'তুমি সর্ববস্থায় আমার যিকির করবে।'[১০৫]

উবাইদ ইবন উমাইর বলেন,
মুমিন ব্যক্তির আমলনামায় একবার 'আলহামদুলিল্লাহ' যিকির থাকা, দুনিয়ার সমস্ত পাহাড় বরাবর স্বর্ণ দান করা থেকে উত্তম।[১০৬]

---

১০৪. শুআবুল ঈমান, ২/৫৭৫-৫৭৬
১০৫. আহমাদ ইবন হাম্বাল, আয-যুহদ, ৬৮; মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১৩/২১২; শুআবুল ঈমান, ২/৫৭৫
১০৬. ইবন মুবারক, আয-যুহদ, ৩২৮; মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১০/২৯৩; শুআবুল ঈমান, ২/৫৮২

যিকিরকারী বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে

হাসান বাসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়ে বলবে, 'আজ হাশরের ময়দানে উপস্থিত সবাই জানতে পারবে, কারা সম্মানের অধিকারী।' এরপর ডাক দিয়ে বলবে, তারা কোথায় যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছিলেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

তারা বিছানা ত্যাগ করে আশা ও আশংকা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[১০৭]

ডাক শুনে এই শ্রেণীর লোকেরা দাঁড়িয়ে মানুষের ভিড় ঠেলে সামনে চলে যাবে।

আবার ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বলবে,
'আজ হাশরের ময়দানে উপস্থিত সবাই জানতে পারবে, কারা সম্মানের অধিকারী।' এরপর ডাক দিয়ে বলবে, তারা কোথায় যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছিলেন,

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

সেসব লোক যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।[১০৮]

১০৭. সূরা সাজদাহ, আয়াত : ১৬
১০৮. সূরা নূর, আয়াত : ৩৭

ডাক শুনে এ শ্রেণীর লোকেরা দাঁড়িয়ে মানুষের ভিড় ঠেলে সামনে চলে যাবে।

এরপর আবারও ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বলবে,
'আজ হাশরের ময়দানে উপস্থিত সবাই জানতে পারবে, কারা সম্মানের অধিকারী। কোথায় সর্ববস্থায় বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসাকারীরা?

ডাক শুনে এ শ্রেণীর লোকেরা দাঁড়াবে এবং মানুষের ভিড় ঠেলে সামনে চলে যাবে। এদের সংখ্যা হবে অনেক। এরপর বাকী লোকদের হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।[১০৯]

এক ব্যক্তি আবু মুসলিম খাওলানীর কাছে এসে বলল,
'ইয়া আবা মুসলিম, আমাকে কিছু নসীহত করুন।'

তিনি বলেন,
'প্রত্যেক গাছগাছালি, বনজঙ্গল ও পাথরের কাছে গিয়ে যিকির করবে।'

লোকটি বলল,
'আমাকে আরও নসীহত করুন।'

তিনি বলেন,
'তুমি এত বেশি যিকির করবে যেন লোকেরা তোমাকে পাগল মনে করে।'

ঐ লোকটির ভাষ্য হল, আবু মুসলিম খাওলানী অনেক বেশি যিকির করতেন। একদিন এক ব্যক্তি তাকে যিকির করতে দেখে বলল, তোমার এই সাথী কি পাগল? আবু মুসলিম তার কথা শুনে ফেলল। তখন তিনি তাকে বলেন, ভাতিজা, এটা পাগলামী নয় বরং পাগলামীর প্রতিষেধক।[১১০]

---

১০৯. এই আসারটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের মুহাক্কিকের মতে তাতে যে দুর্বলতা রয়েছে তা শাহিদের ভিত্তিতে দূর হয়ে যাবে। ইবন আব্বাসের বক্তব্য হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। সে সনদকে আসকালানী ও বূসীরী হাসান বলেছেন।

১১০. শুআবুল ঈমান, ২/৫৮৪; তারীখু দামিস্ক, ২৭/২০৮

অন্তরের কঠোরতা দূরীকরণে যিকিরের প্রভাব

৪৬. পাথরের মতো শক্ত অন্তরসমূহ যিকরুল্লাহর মাধ্যমে গলে যায়। এমন অন্তরকে অন্য কোনো মাধ্যমে গলানো সম্ভব নয়। যাদের অন্তর এমন শক্ত হয়ে গিয়েছে, তাদের উচিত যিকরুল্লাহর প্রতিষেধক গ্রহণ করা এবং যিকরুল্লাহর সাহায্যে চিকিৎসা করা।

হাম্মাদ ইবন যাইদ মুআল্লা ইবন যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন,

"এক ব্যক্তি হাসান বসরীকে বলে, আমার অন্তর খুবই শক্ত হয়ে গিয়েছে। এখন কী করা যায়? তিনি বলেন, যিকিরের সাহায্যে গলিয়ে দাও।"[১১১]

অন্তর যত বেশি আল্লাহর যিকির থেকে দূরে থাকে তত বেশি শক্ত হয়ে যায়। আবার যখন যিকির শুরু করে তখন আগুন যেমন লোহাকে গলিয়ে দেয় যিকির তেমন সেই শক্ত অন্তরকে গলিয়ে দেয়। শক্ত অন্তরকে গলানোর ক্ষেত্রে যিকিরের কোনো জুড়ি নেই।

১১১. শুআবুর ঈমান, ২/৫৮৮

যিকরুল্লাহ্ অন্তরের ওষুধ

৪৭. যিকরুল্লাহ অসুস্থ অন্তরের আরোগ্য ও শিফা। যিকির বিমুখতা মূলত অন্তরের একপ্রকার রোগ। ফলে কেউ যিকির বিমুখ হলে তার অন্তর অসুস্থ্ হয়ে যায়। সেই অসুস্থ অন্তরকে শুধুমাত্র যিকির সুস্থ করে তুলতে পারে। মাকহূল রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

আল্লাহর যিকির আরোগ্য আর মানুষের যিকির ব্যাধি।[১১২]

জেনো রেখো, তুমি যতক্ষণ আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকবে ততক্ষণ তোমার অন্তর সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকবে আর যখনই যিকির থেকে দূরে সরে যাবে তখনই তোমার অন্তর অসুস্থ ও রোগা হয়ে যাবে। কবি বলেছেন,

'আমরা অসুস্থ হলে তোমার যিকিরের ওষুধ সেবন করি বটে; কোনো সময় যিকির ছুটে গেলে আবারও অবস্থার অবনতি ঘটে।'

১১২. আত-তারগীব ওয়াত তারহীবে (১৩৮৯) উক্তিটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বর্ণনাটি মুরসাল।

যিকরুল্লাহ্ আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের মূল উপকরণ

৪৮. যিকির আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার ও তাঁর ওলী হওয়ার মূল মাধ্যম। অপরপক্ষে তাঁর শত্রু ও দুশমনে পরিণত হওয়ার প্রধান উপাদান যিকির বিমুখতা। বান্দা যিকির করতে থাকলে আল্লাহ তাকে ভালোবেসে ফেলেন এবং তাকে বন্ধু বানিয়ে নেন। অপরপক্ষে কেউ যিকির থেকে দূরে থাকলে তিনি তাকে ঘৃণা করেন এবং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করেন। ইমাম আওযাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসসান ইবন আতিয়্যাহ বলেছেন,

সে ব্যক্তির চেয়ে তার রবের বড় দুশমন অন্য কেউ হতে পারে না, যে যিকরুল্লাহকে অপছন্দ করে বা যিকিরকারীদের অপছন্দ করে।[১১৩]

আল্লাহর শত্রু ও বিরাগভাজন পরিণত হওয়ার মূল হল-যিকির থেকে দূরে সরে যাওয়া। যখন কেউ ধারাবাহিকভাবে যিকির থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তখন যিকির ও যিকিরকারী তার কাছে অপছন্দনীয় বস্তুতে পরিণত হয়। এমনকি একপর্যায়ে সে শুধু যিকিরকারীকে নয় বরং রবকেও নিজের দুশমন ভাবতে শুরু করে।

১১৩. শুআবুল ঈমান, ২/৫৯৯-৬০০

যিকরুল্লাহ্ নেয়ামত অর্জনের মাধ্যম এবং আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে বাঁচার উপায়

৪৯. যেসব উপায়ে আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হওয়া যায়, যিকরুল্লাহ তার অন্যতম। এছাড়া আল্লাহর বিরাগ ও ক্রোধ থেকে বাঁচতে যিকরুল্লাহ ঢাল হিসেবে কাজ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঈমানদারদের রক্ষা করেন।[১১৪]

তাদের ঈমানের শক্তি ও পূর্ণাঙ্গতা অনুসারে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন। আর যিকরুল্লাহ হল ঈমানের মূল উপাদান ও শক্তি। যার ঈমান যত বেশি পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী, আল্লাহ তাআলাও তাকে তত বেশি রক্ষা করেন। অপরপক্ষে ঈমান কমে গেলে আল্লাহর রক্ষার বলয়ও কমে যায়। আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহও স্মরণ করে আর তাঁকে ভুলে গেলে তিনিও ভুলে যান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা শুকরিয়া করলে আমি তোমাদের আরও দেব।[১১৫]

১১৪. সূরা হজ, আয়াত : ৩৮
১১৫. সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৭

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, যিকরুল্লাহ শোকরের মূল। আর শোকর নেয়ামতকে ত্বরান্বিত করে এবং নেয়ামত বৃদ্ধি করে। এক সালাফ বলেছেন,

যে তোমাকে দয়া ও অনুগ্রহ করতে ভুলে যান না তাকে ভুলে যাওয়া কতই না গর্হিত ও নিন্দিত চরিত্র।[১১৬]

যিকিরকারীর জন্য ফেরেশতারা দুআ করে

৫০. যিকির আল্লাহর রহমতকে নিশ্চিত করে এবং যিকিরকারীর জন্য ফেরেশতারা অনুগ্রহের দুআ করে। আর যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা দয়া করেন ও ফেরেশতারা অনুগ্রহের দুআ করেন, তারা চূড়ান্ত সফল ও কামিয়াব ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١٤) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٢٤) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

হে ঈমানদারগণ, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করো। আর সকাল সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ পাঠ করো। তিনিই তোমাদের ওপর দয়া করেন এবং ফেরেশতারাও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।[১১৭]

---

১১৬. আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী, তবাকাতুস সূফিয়্যাহ, ৩১৭; শুআবুল ঈমান, ২/৫৯২
১১৭. সূরা আহযাব, আয়াত : ৪১-৪৩

আল্লাহ তাআলার এই দয়া এবং ফেরেশতাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা যিকিরকারীদের জন্য খাস। আল্লাহর দয়া ও ফেরেশতাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা যিকিরকারীর অন্ধকার থেকে আলোর পথে চলার অবলম্বন। ফলে যিকিরকারীরা যখন আল্লাহর দয়া ও ফেরেশতাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা অর্জন করতে সামর্থ্য হয়, তখন তারা অন্ধকারের পথ মাড়িয়ে আলোর পথে চলা শুরু করে। এ পথ যাবতীয় কল্যাণের আধার এবং যাবতীয় অকল্যাণের প্রতিরোধক।

হায় গাফেলরা, তোমরা কি জানো তোমাদের রবের কত কল্যাণ ও অনুগ্রহ থেকে তোমরা বঞ্চিত হচ্ছো? আল্লাহ তাওফীকদাতা।

যিকরুল্লাহর মজলিস জান্নাতের বাগান

৫১. কেউ যদি দুনিয়াতেই জান্নাতের নয়নাভিরাম বাগানে বসতভিটা গড়তে চায়, তবে সে যেন যিকরুল্লাহর মজলিসে আপন ঘর বানিয়ে নেয়। কেননা যিকরুল্লাহর মজলিস হল জান্নাতের নয়নাভিরাম বাগান। জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এসে বললেন,

"মানুষ সকল, তোমরা জান্নাতের বাগানের ফল খাওয়া শুরু কর। আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, জান্নাতের বাগান কী? তিনি বলেন, যিকরুল্লাহর মজলিস। এরপর তিনি আরও বললেন, তোমরা সকাল-সন্ধ্যা যিকির করো। কোনো বান্দা যদি আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা জানতে চায়, তবে সে যেন দেখে তার কাছে আল্লাহর মর্যাদা কতটুকু। কারণ, আল্লাহ বান্দাকে ততটুকু মর্যাদা দেন সে যতটুকু তাঁকে মর্যাদা দেয়।"[১১৮]

১১৮. মুসনাদু আবদ ইবন হুমাইদ, ১১০৫; মুসতাদরাক হাকিম, ১/৪৯৪-৪৯৫; তিনি এ হাদিসকে সহীহ বলেছেন। ইমাম মুনযিরী আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৩৮২ গ্রন্থে হাসান বলেছেন। তবে ইমাম যাহাবী ও আলবানী দুর্বল বলেছেন।

যিকরুল্লাহ্‌র মজলিস মূলত ফেরেশতাদের মজলিস

৫২. যিকরুল্লাহর মজলিস মূলত ফেরেশমাহাত্ম্য ঘোষণা করত, আরো অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত।

তখন আল্লাহ বলেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তারা বলে, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, না। আপনার সত্তার কসম, হে রব, তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলে, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করত, আরো বেশি চাইত এবং এর জন্য আরো বেশি বেশি আকৃষ্ট হত।

আল্লাহ তাআলা আবার তাদের জিজ্ঞেস করেন, তারা কী থেকে আমার আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বললেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তারা জবাব বলে, আল্লাহর কসম, হে প্রতিপালক, তারা জাহান্নাম দেখেনি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কী হত? তারা বলে, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তা থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে অত্যন্ত বেশি ভয় করত। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলে, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোনো প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বললেন, এই মজলিসে যারাই বসবে কেউ বঞ্চিত হবে না।[১১৯]

---

১১৯. সহীহুল বুখারী, ৬৪০৮; সহীহ মুসলিম, ২৬৮৯

যিকিরের বরকত যেমন স্বয়ং যিকিরকারীরা পায়, তেমনি তাদের সাথে উপবিষ্ট লোকেরাও পায়। ঈসা আলাইহিস সালামের কথা যিকিরকারীদের ক্ষেত্রে শতভাগ প্রযোজ্য। তিনি বলেছিলেন,

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ

আমি যেখানেই অবস্থান করি না কেন আল্লাহ আমাকে বরকতময় করেছেন।[১২০]

মুমিন বান্দারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তারা বরকতময় আর পাপিষ্ঠরা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা অশুভ ও অকল্যাণকর।

অতএব, বোঝা যায়, যিকরুল্লাহর মজলিস ফেরেশতাদের মজলিস আর যিকিরমুক্ত মজলিস শয়তানের মজলিস। যে ব্যক্তি যেমন, সে তেমন ব্যক্তি বা সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সেই রঙে রঙিন হয়।

১২০. সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৩১

আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে যিকিরকারীদের নিয়ে গর্ব করেন

৫৩. আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে যিকিরকারীদের নিয়ে গর্ব করেন। আবু সাঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

মুআবিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু মাসজিদে একটি হালাকার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে বলেন, তোমরা এখানে কেন বসেছ? তারা বলে, আল্লাহর যিকির করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে বসেছি। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলো, তোমরা কি কেবল এই একটি উদ্দেশ্যে এখানে বসেছ? তারা বলে, আল্লাহর শপথ, এই একটি উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমরা এখানে বসিনি? তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে মিথ্যা মনে করে শপথ করতে বলিনি। এমন কেউ নেই যে আমার তুলনায় কম হাদিস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে।

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একটি হালাকায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা কী উদ্দেশ্যে এখানে বসেছো? তারা বলে, আল্লাহর যিকির ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এখানে বসেছি। কেননা তিনি আমাদেরকে ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলো তোমরা কি কেবল এই একটি উদ্দেশ্যে এখানে বসেছ? তারা বলে, আল্লাহর শপথ, এই একটি উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমরা এখানে বসিনি? তিনি বলেন, আমি

তোমাদেরকে মিথ্যা মনে করে শপথ করতে বলিনি; বরং আমার নিকট জিবরীল এসে আমাকে অবহিত করলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদের সামনে তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন।"[১২১]

আল্লাহ তাআলার এই গর্ব করা থেকে যিকিরের ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়। আরও প্রমাণ হয়, যিকির আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত প্রিয় একটি আমল এবং যিকিরে যে বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য রয়েছে তা অন্য কোনো আমলে নেই।

যিকিরকারী হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে

৫৪. যিকরুল্লায় সিক্ত ব্যক্তি হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,
যাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১২২]

১২১. সহীহ মুসলিম, ৬৭৫০
১২২. মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১০/৩০৩; আহমাদ ইবন হাম্বাল, আয-যুহদ, ১৩৬; হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/২১৯; সনদ হাসান

যিকরুল্লাহ্ সমস্ত আমলের আত্মা

৫৫. আল্লাহর যিকিরকে সমুন্নত ও উচ্চকিত রাখতে সমস্ত আমল শরিয়ত সিদ্ধ করা হয়েছে। সমস্ত আমলের উদ্দেশ্য হল যিকরুল্লাহ অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমার যিকিরের জন্য তুমি সালাত কায়েম করো।[১২৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

আপনার কাছে যে কিতাব ওহি করা হয়েছে তা পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়।[১২৪]

বলা হয়ে থাকে, এ আয়াতের অর্থ, 'তোমরা সালাতে আল্লাহর যিকির করলে তিনি তাঁর যিকিরকারীকে স্মরণ করেন। তোমাদের যিকিরের তুলনায় তোমাদেরকে তাঁর স্মরণ অধিক বড়।' এই তাফসীর ইবন আব্বাস, সালমান, আবু দারদা ও ইবন মাসউদ প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১২৩. সূরা তহা, আয়াত : ১৪
১২৪. সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৪৫

ইবন আবীদ দুনইয়া ফুযাইল ইবন মারযূক থেকে বর্ণনা করেছেন আর তিনি আতিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, رُبَكْاَ اللهِ رُكْذِلَوَ

'আর আল্লাহর যিকির সবচেয়ে বড়' আয়াতটি মূলত مْكُرْكُذْاَ يِنوُرُكْذاَفَ 'তোমরা আমার যিকির করো আমি তোমাদের স্মরণ করবো'[১২৫] আয়াতের সমর্থক। এর অর্থ, তোমাদের আল্লাহর যিকির করার তুলনায় তোমাদেরকে তাঁর স্মরণ করা বড়।[১২৬]

কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,
এই আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহর স্মরণ সব থেকে বড়।

সুলাইমানকে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বলেন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পড়োনি: رُبَكْاَ اللهِ رُكْذِلَوَ 'আর আল্লাহর যিকির সবচেয়ে বড়'।

আবু দারদার উল্লিখিত হাদিসের পক্ষে আরেকটি হাদিস হল, মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> **আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে জানাবো না? যে আমল তোমাদের মালিকের সবচেয়ে প্রিয়, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সর্বাধিক সহায়ক, স্বর্ণ-রৌপ্যদান করার চেয়ে অধিক উত্তম এবং শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া ও তাদের কর্তৃক তোমাদের গর্দান উড়ে যাওয়া থেকে শ্রেষ্ঠ? সাহাবীগণ বললেন, 'অবশ্যই, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তিনি বললেন, যিকরুল্লাহ।[১২৭]**

---

১২৫. সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১৫২
১২৬. তাফসীরুত তাবারী, ২০/৪৩
১২৭. সুনানুত তিরমিযী, ৩৩৭৭; হাদিসটি সহীহ

শাইখুল ইসলাম আবুল আব্বাস কাদ্দাসাল্লাহু রূহাহু বলেন, আয়াতের সঠিক অর্থ হল,

এখানে সালাত শব্দটিকে দুটি মহান উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে একটি উদ্দেশ্য অন্য উদ্দেশ্য থেকে আরও মহান।

ক. সালাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।
খ. সালাতে রয়েছে আল্লাহর যিকির।

আর যিকির অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার চেয়েও মহান।

ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়,
"সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, যিকরুল্লাহ সর্বোত্তম আমল।"[১২৮]

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
যিকরুল্লাহ কায়েম করার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ তওয়াফ, সাফা-মারওয়া সাঈ ও জামরায় পাথর নিক্ষেপের বিধান দেওয়া হয়েছে।[১২৯]

১২৮. মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১৩/৩৭০; সনদ হাসান

১২৯. সুনানু আবি দাউদ, ১৮৮৩; সুনানুত তিরমিযী, ৯০২; ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে ইমাম ইবন খুযাইমাহ, হাকিম, যাহাবী, তিরমিযী, ইবন জারূদ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

সর্বাধিক যিকিরকারী সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি

৫৬. দুনিয়াতে অনেক ধরনের আমল ও অনেক প্রকারের আমলকারী রয়েছে। তবে আমলকারীদের মাঝে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে বেশী বেশি আল্লাহর যিকির করে। ঐ সিয়ামপালনকারী সবচেয়ে উত্তম, যে সবচেয়ে বেশি যিকির করে। ঐ দানকারী সবচেয়ে উত্তম, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর যিকির করে। ঐ হজকারী সবচেয়ে উত্তম, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর যিকির করে। এভাবে সকল আমলের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে সবচেয়ে বেশি যিকিরকারী।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়,

কোন মুসল্লী সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর যিকির করে। আবার জিজ্ঞেস হয়, সবচেয়ে উত্তম জানাযার সালাত আদায়কারী কে? তিনি বলেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর যিকির করে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়, সবচেয়ে উত্তম মুজাহিদ কে? তিনি বলেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর যিকির করে। আবার জিজ্ঞেস হয়, সবচেয়ে উত্তম হাজী কে? তিনি বলেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর যিকির করে। এরপর আবার জিজ্ঞেস করা হয়, যারা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? তিনি বলেন, যে সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর যিকির করে। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যিকিরকারী তো তাহলে সব কল্যাণ নিয়ে গেল।[১৩০]

---

১৩০. ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, ৫০১; শুআবুল ঈমান, ২/৪৫১-৪৫২; হাদিসটি মুরসাল

উবাইদ ইবন উমাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

রাত জেগে ইবাদত করা যদি তোমাদের জন্য খুব কষ্টকর হয়, সম্পদ দান করা যদি খুব কঠিন মনে হয় এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে যদি সাহস সঞ্চার করতে অক্ষম হও, তবে বেশি বেশি আল্লাহর যিকির কর।[১৩১]

যিকরুল্লাহ্ নফল ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত

৫৭. ধারাবাহিক আল্লাহর যিকির নফল ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত; সেটা যেকোন নফল ইবাদতই হতে পারে। দৈহিক বা আর্থিক কিংবা নফল হজের মতো দৈহিক ও আর্থিক উভয় নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হাদিসে সুস্পষ্টভাবে এটা বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

দরিদ্র লোকেরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে, 'সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস অর্জন করে ফেলছে অথচ তারা আমাদের মত সালাত আদায় করছে, আমাদের মত সিয়াম পালন করছে এবং অর্থের দ্বারা হজ, উমরাহ, জিহাদ ও সাদকাহ করার মর্যাদাও লাভ করছে।'

দরিদ্রদের এমন অভিযোগ শুনে তিনি বলেন, 'আমি কি তোমাদের এমন আমলের কথা বলব, তোমরা যেটা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে, তোমরাও তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে।

১৩১. মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১০/৩৯২; আহমাদ ইবন হাম্বাল, আয-যুহদ, ৩৭৮-৩৭৯; হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৩/২৬৭-২৬৮

তবে যারা পুনরায় এ ধরনের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। কয়বার পড়তে হবে তা নিয়ে পরে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। কেউ বলে, আমরা তেত্রিশবার তাসবীহ পড়ব, তেত্রিশবার তাহমীদ পড়ব আর চৌত্রিশ বার তাকবীর পড়ব। অতপর আমি তাঁর নিকট ফিরে যাই।

তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার সবগুলোই তেত্রিশবার করে বলবে।'[১৩২]

এই হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরিদ্রদেরকে ছুটে যাওয়া হজ, উমরা, জিহাদের পরিবর্তে যিকির করার পরামর্শ দিয়ে বলেন,

তোমরা এই যিকিরের মাধ্যমে ধনী লোকদের ছাড়িয়ে যাবে। পরবর্তীতে ধনী লোকেরা একথা শুনে ফেলে এবং তারাও আমল করতে শুরু করে। সাদকাহ, আর্থিক ইবাদত-সহ এই যিকিরেও তারা মনোনিবেশ করে। ফলে তারা আবার দরিদ্র লোকদের পেছনে ফেলে দেয়। দরিদ্ররা পুনরায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, তারাও তো আমাদের সাথে আপনার শিক্ষা দেওয়া যিকির করতে শুরু করেছে। আর আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে আমাদেরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ; যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করেন।

আবদুল্লাহ ইবন বুসর থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বলে,

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ভালো আমল তো অনেক। আর আমি সব ভালো আমল করতে সামর্থ্য রাখি না। আমাকে এমন ভালো কিছু কাজ বলুন যা আমি আঁকড়ে ধরে থাকতো পারব। আবার এমন বেশি বলবেন না, যা আমি ভুলতে বসব।'

---

১৩২. সহীহুল বুখারী, ৮৪৩; সহীহ মুসলিম, ৫৯৫

আরেক বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন,

> 'ইসলামী শরিয়তের বিষয়গুলো আমার জন্য অতিরিক্ত হয়ে গেছে অথচ আমি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। অতএব, এমন কিছু বিষয় বলুন যা আমি আঁকড়ে ধরে থাকতো পারব। আবার এমন বেশি বলবেন না, যা আমি ভুলতে বসব।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন,

> তোমার রসনা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।[১৩৩]

বিচক্ষণ নসীহতকারী নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এমন জিনিসের নসীহত করেন যে, সে যদি সত্যিকারার্থে তাঁর নসীহত মতো চলে, তবে তার জন্য ইসলামের সমস্ত বিধিবিধান সহজ হয়ে যাবে, সেসব বিধান পালন করতে উদ্দীপ্ত হবে এবং সেগুলো বেশি বেশি পালন করবে। সে যদি যিকরুল্লাহকে তার জীবনের অনুষঙ্গ বানিয়ে নেয়, তবে একদিন সে আল্লাহকে ভালোবেসে ফেলবে এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন, তা ভালোবাসতে শুরু করবে। এক পর্যায়ে শরিয়তের বিধিবিধান পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা তার সবচেয়ে প্রিয় আমলে পরিণত হবে। এ কারণে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যিকরুল্লাহর মতো এমন এক জিনিসের সন্ধান দেন, যার মাধ্যমে খুব সহজেই সে ইসলামের বাকী বিধিবিধান পালন করতে পারবে।

১৩৩. সুনানুত তিরমিযী, ৩৩৭৫; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৭৯৩; হাদিসটি সহীহ

যিকরুল্লাহ আল্লাহর অনুগত বান্দা হওয়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার

৫৮. আল্লাহর অনুগত বান্দা হওয়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল-যিকরুল্লাহ। কেননা যিকির আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজকে বান্দার কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয় করে তোলে। যিকরুল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। এমনকি আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করতে গিয়ে সে এক অপার্থিব সুখ অনুভব করে এবং তাতে তার চক্ষুশীতল হয়। তখন ইসলামের কোনো বিধিবিধান তার কাছে আর কঠিন, কষ্টসাধ্য ও ভারি মনে হয় না। অথচ যিকিরবিমুখ লোকদের সেসব বিধিবিধান পালন করা খুবই কষ্টকর, জটিল ও ভারি মনে হয়।

যাবতীয় সমস্যা সমাধানে যিকরুল্লাহর ভূমিকা

৫৯. যিকরুল্লাহ কঠিনকে সহজ করে, জটিলতাকে আসান করে এবং ভারিকে হালকা করে। কোনো কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর যিকির করা হলে তা সহজ হয়ে যায়। কোনো জটিলতার সময় যিকরুল্লাহর আশ্রয় নেওয়া হলে তা আসান হয়ে যায়। কোনো কষ্টসাধ্য বিষয়ে তাঁর যিকির করা হলে তা হালকা হয়ে যায়। যেকোনো বিপদের সময় যিকরুল্লাহর বলয়ে প্রবেশ করলে সে বিপদ দূরে হয়ে যায়। কোনো দুঃখ-কষ্টের সময় যিকির করা হলে তা কেটে যায়। যিকরুল্লাহ মানে বিপদের পরে নেয়ামত, কষ্টের পর স্বস্তি এবং দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার পরে তৃপ্তি।

ভয়-ভীতি দূরীকরণে যিকরুল্লাহ্

৬০. যিকরুল্লাহ হৃদয় থেকে যাবতীয় ভয়-ভীতি দূর করে দেয়। নিরাপত্তা লাভে যিকরুল্লাহর প্রভাব ও ভূমিকা বিস্ময়কর। কাউকে যদি কোনো ভয়-ভীতি কুরে কুরে খায়, তবে তার জন্য সবচেয়ে উপকারী হচ্ছে আল্লাহর যিকির। যিকিরের পরিমাণ কম-বেশি হওয়া অনুসারে তার ভয়-ভীতি দূর হয়। একপর্যায়ে তার হৃদয় থেকে যাবতীয় ভয় বিদায় নেয় এবং ভয়ের পরিবর্তে হৃদয়ে নিরাপত্তার নির্মল বাতাস বইতে শুরু করে। অপরপক্ষে যিকিরবিমুখ লোক সর্বদা অজানা আশঙ্কা ও ভয়ভীতিতে দিনাতিপাত করে; এমনকি নিরাপদ কাজগুলোও তার কাছে ভীতিকর মনে হতে থাকে। যার সামান্য বোধ ও উপলব্ধি শক্তি আছে, সে এ ব্যাপারটি ভালোভাবেই জানে।

দৈহিক শক্তি বৃদ্ধিকরণে যিকরুল্লাহ

৬১. যিকরুল্লাহ যিকিরকারীর দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এমনকি যিকির অবস্থায় যিকিরকারী এমন কঠিন কাজ করে ফেলতে সক্ষম হয়, যা যিকিরবিহীন অবস্থায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এই শক্তি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ কদ্দাসাল্লাহু রূহাহু এর হাঁটা, আলোচনা, চলাফেরা ও লেখালেখিতে খুব ভালোভাবে অবলোকন করেছি। এগুলো ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি একদিনে এতো বেশী পরিমাণ লিখতেন যে, পেশাদার লেখকদের পক্ষে তা লিখতে এক সপ্তাহের বেশি সময় লেগে যেত। যুদ্ধের ময়দানেও এই রুহানী শক্তি দেখে সৈন্যবাহিনী অবাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত।

ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজের পরিবারের সব কাজ একাই সামলাতেন। জাঁতা পিষা, রুটি পাকানো-সহ যাবতীয় ভারি-ভারি কাজ তাকে নিজ হাতে করতে হত। তাই তিনি তাঁর আব্বাজান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নিজের কষ্টের কথা ব্যক্ত করে একটি দাসী চান। কিন্তু তিনি তাকে দাসী না দিয়ে তাকে ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শিক্ষা দেন যে, তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে। এরপর তিনি বলেন, দাসীর চেয়ে এসব যিকির করা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।[১৩৪]

১৩৪. সহীহুল বুখারী, ৩৭০৫; সহীহ মুসলিম, ২৭২৭

অনেকেই বলে থাকেন, কেউ স্থায়ীভাবে উল্লিখিত যিকিরগুলো ধরে রাখলে, তার শরীরে এমন শক্তি সঞ্চার হয় যে, কোনো দাস-দাসী বা চাকর-বাকরের প্রয়োজন পড়ে না। আমি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে এ ব্যাপারে একটি হাদিস বলতে শুনেছি। হাদিসটি হল, ফেরেশতাদেরকে আরশ বহন করার আদেশ দেওয়া হলে তারা বলেন, 'ইয়া রব, আপনার মতো মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা যে আরশের ওপর আছেন, আমাদের পক্ষে সেই আরশ বহন করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে!?' তিনি তাদের বলেন, 'তোমরা 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম' বলো।' তারা তা বলার পর আরশ বহন করতে সক্ষম হয়।

হুবহু এই হাদিসটি ইবন আবীদ দুনইয়া লাইস ইবন সাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন মুআবিয়া ইবন সালিহ থেকে। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমাদের শাইখগণ বর্ণনা করেছেন। আমাদের শাইখগণ জানতে পেরেছেন যে, যখন আল্লাহর আরশ পানির ওপর ছিল, তখন সর্বপ্রথম তিনি আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি হবার পর তারা বলেন, 'ইয়া রব, আমাদেরকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করলেন?' তিনি বলেন, 'আমার আরশ বহন করার জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম।' তারা বলেন, 'ইয়া রব, আপনার মতো মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা যে আরশের ওপর আছেন, সেই আরশ বহন করা আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হতে পারে!?' তিনি বলেন, 'আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যে তোমাদের সৃষ্টি করেছি।' তিনি এ কথা কয়েকবার বলেন। এরপর তিনি তাদের বলেন, 'তোমরা 'লা- হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' বলো।' তারা তা বলার পর আরশ বহন করার শক্তি পায়।[১৩৫]

কষ্টকর কাজ করার সময়, কঠিন জিনিসের দায়িত্বভার নেওয়ার সময় এবং রাজা-বাদশাহদের দরবারে প্রবেশকালে এমনকি অত্যন্ত ভয়ানক ও জটিল মুহূর্তে এই কালিমা পড়লে হাতেনাতে এর বিরাট ফলাফল পাওয়া যায়। এই যিকির বা কালিমা পড়লে এসবকিছু সহজ হয়ে যায়।

---

১৩৫. আর-রদ্দু আলাল মারীসী, ১০৪; তাফসীরুত তাবারী, ২৩/৫৮৩-৫৭৪। এটি একটি ইসলাঈলী বর্ণনা।

অনুরূপভাবে দরিদ্রতা বিমোচনে উল্লিখিত যিকিরের ভূমিকা অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> **যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার 'লা- হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' বলবে, তাকে কখনো দরিদ্রতা স্পর্শ করবে না।[১৩৬]**

শত্রু বাহিনীর মোকাবেলায় হাবীব ইবন মাসলামাহ যখন জিহাদের ময়দানে অবতরণ করতেন বা কোনো দুর্গ বিজয় করতে উদ্যত হতেন, তখন 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' পড়তেন। একদিন তিনি একটি দুর্গ জয় করার জন্য সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। সেদিন পারস্যরা পরাজিত হয়। মুসলিম বাহিনী 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবির দিলে দুর্গটি বিজয় হয়ে যায়।[১৩৭]

১৩৬. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৪৪১; ইমাম আলবানী হাদিসটি দুর্বল বলেছেন, যাঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৪৮৬-৪৮৭

১৩৭. দালাইলুন নুবুওয়াত, ৬/১১৩; দারীখু দামিষ্ক, ১২/৭৭

যিকিরকারীরা সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী

৬২. এই দুনিয়া আমলের প্রতিযোগিতার ময়দান। প্রতিটি বান্দা একেকজন প্রতিযোগী। এই প্রতিযোগিতায় যিকিরকারীরা সবচেয়ে অগ্রগামী। তারা সকল প্রতিযোগীকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু প্রতিযোগিতা-ময়দানের উড়ন্ত ধুলোবালির কারণে অন্যান্য প্রতিযোগীরা তাদের চেয়ে অগ্রগামী যিকিরকারী প্রতিযোগীদের দেখতে পায় না। যখন ধুলোবালি শেষ হয়ে যাবে, তখন তারা দেখতে পাবে, যিকিরকারীরা সর্বাগ্রে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে।

গাফরার মুক্ত দাস উমার রাহিমাহুল্লাহ বলেন,
'কিয়ামতের দিন যখন পর্দা উন্মোচিত হয়ে পড়বে এবং সবাইকে তাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন তারা যিকিরের তুলনায় উত্তম কোনো আমল দেখতে পাবে না। ফলে সেদিন একদল আফসোস করে বলবে, হায়, আমরা কেন যিকির করিনি অথচ যিকির করা কতই না সহজ ছিলো!'

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
তোমরা সফর অব্যহত রাখ। তবে মুফাররিদুনরা অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, 'মুফাররিদুন' কারা ইয়া রাসুলাল্লাহ?' তিনি বলেন, যারা আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাকে এবং যিকির যাদের পাপের বোঝাকে সরিয়ে ফেলে।[১৩৮]

১৩৮. সুনানুত তিরমিযী, ৩৫৯৬; তিরমিযীর সনদে এ হাদিসটি দুর্বল। তবে এ রকম হাদিস সহীহ মুসলিমে রয়েছে।

যিকিরকারীকে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেন

৬৩. যিকিরকারীকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সত্যায়ন করেন এবং তাকে সত্যাবাদী বলে ঘোষণা করেন। কেননা যিকিরকারী আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যবলীর মাধ্যমে যিকির করে। তাই যিকিরকারী যখন তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যবলী উল্লেখ করে তখন আল্লাহ তার সত্যায়ন করেন এবং তাকে সত্যবাদী বলে আখ্যা দেন। আর স্বয়ং আল্লাহ যার সত্যায়ন করেন ও যাকে সত্যবাদী আখ্যা দেন, তার হাশর কশ্চিঙ্কালেও মিথ্যুকদের সাথে হবে না। ইনশাআল্লাহ তার হাশর হবে সিদ্দীকদের সাথে।

আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

কোনো বান্দা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বললে, প্রভু তার কথাটি সত্য বলে অনুমোদন দেন এবং বলেন, আমি ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, আমিই মহান। আর বান্দা যখন 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু (আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সত্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক) বলে, তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং আমি এক। বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই) বললে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই, আমি এক, আমার কোনো অংশীদার নেই। এরপর বান্দা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু

> লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু' (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই, তাঁরই রাজত্ব, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর) বললে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ব্যতীত সত্য কোনো মাবূদ নেই, রাজত্ব আমারই এবং সকল প্রশংসা আমার জন্যই। বান্দা যখন বলে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারার্থে কোনো মাবূদ নেই। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো অনিষ্ট বা উপকার করার ক্ষমতা কারো নেই), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আমি ব্যতীত সত্যিকারার্থে কোনো মাবূদ নেই, আমি ছাড়া অকল্যাণ দূর করা ও মঙ্গল লাভ করার সামর্থ্য কারো নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন,

> যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় এই বাক্যগুলো পাঠ করে মারা যাবে, জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।[১৩৯]

১৩৯. সুনানুত তিরমিযী, ৩৪৩০; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৭৯৪; হাদিসটি সহীহ

যিকিরের মাধ্যমে জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হয়

৬৪. যিকিরের মাধ্যমে জান্নাতে অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যিকিরকারী যিকির করা বন্ধ করলে ফেরেশতারাও সেই অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ বন্ধ করে দেন। পুনরায় সে যিকির করা আরম্ভ করলে ফেরেশতারাও পুনরায় নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। ইবন আবীদ দুনইয়া স্বীয় আয-যিকর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাকীম ইবন মুহাম্মাদ আখনাসী বলেন,

আমরা জানতে পেরেছি যে, যিকিরের মাধ্যমে জান্নাতে অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যিকিরকারী তার যিকির বন্ধ করলে ফেরেশতারাও সেই অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ বন্ধ করে দেন। তাদেরকে নির্মাণ কাজ বন্ধ করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলেন, আমাদের কাছে নির্মাণ খরচ আসলে আবার শুরু করবো।[১৪০]

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যে ব্যক্তি সাতবার সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম বলে, তার জন্য সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়।"[১৪১]

যিকিরের মাধ্যমে যেমন অট্টালিকা নির্মাণ করা হয় তেমনি জান্নাতের বাগানে গাছও লাগানো হয়। আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ থেকে বর্ণিত,

---

১৪০. ইবন আবীদ দুরইয়ার এ কিতাব এখনো অপ্রকাশিত।

১৪১. আত-তারীখুল কাবীর, ৩/৫২২; এর সনদ দুর্বল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "ইসরার রাতে ইবরাহীমের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বলেন, 'ইয়া মুহাম্মাদ, আপনি আপনার উম্মাতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দেবেন এবং তাদের জানিয়ে দেবেন, জান্নাতের মাটি অতীব সুঘ্রাণযুক্ত, তার পানি সুমিষ্ট, তা একটি সমতল ভূমি এবং তার গাছপালা হল,
>
> سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ
>
> সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার।"[১৪২]

অতএব, প্রমাণ হয়, যিকরুল্লাহ জান্নাতের অট্টালিকা ও গাছ।

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "তোমরা বেশি বেশি জান্নাতে গাছ লাগাও। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, জান্নাতের গাছ কী? তিনি বলেন, মাশাআল্লাহ লা হাওলা ওয়া কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"[১৪৩]

---

১৪২. সুনানুত তিরমিযী, ৩৪৬২, হাদিসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।

১৪৩. মুজামুল কাবীর, ১২/২৭৯; এর সনদ দুর্বল

যিকরুল্লাহ্ জাহান্নামের প্রতিবন্ধক

৬৫. যিকরুল্লাহ বান্দা ও জাহান্নামের মাঝে প্রতিবন্ধক। বান্দা যখন জাহান্নামের পথে চলতে শুরু করে, তখন যিকরুল্লাহ তাকে ঐ পথে চলতে বাধা দেয় এবং সেখান থেকে টেনে আনে। তাই বান্দা যদি অহর্নিশ যিকিরে ডুবে থাকে, তাহলে তার জন্য এই যিকির জাহান্নামের পথের স্থায়ী ও শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথা সে জাহান্নামের পথে হাঁটতে থাকে।

আবদুল আযীয ইবন আবী রওয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

এক ব্যক্তি জঙ্গলে বসবাস করত। তিনি সেখানে একটি মসজিদ বানালেন, অতঃপর মেহরাবের স্থানে সাতটি পাথর রাখলেন। সালাত শেষ করে তিনি বলতেন, 'পাথর আমি তোমাদের স্বাক্ষী রেখে বলছি, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই।'

একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার রূহকে ওপরে নিয়ে যাওয়া হল। অতঃপর লোকটি বললেন, একবার স্বপ্নে দেখলাম, আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে আমি আমার মসজিদের পাথরগুলোর মধ্য থেকে একটি পাথরকে প্রকান্ডাকারে দেখতে পেলাম। জাহান্নামের দরজায় আমার আমার জন্য পাথরটি প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এভাবে প্রতিটি পাথর আমার জন্য জাহান্নামের দরজায় প্রতিবন্ধক হয়ে গিয়েছে।[১৪৪]

---

১৪৪. আবূল কাসিম তাইমী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২৫১৫

যিকিরকারীদের জন্য ফেরেশতারা মাগফিরাত কামনা করে

৬৬. ফেরেশতারা যেমন তওবাকারীর জন্য মাগফিরাতের দুআ করে, তেমনি তারা যিকিরকারীদের জন্যও মাগফিরাতের দুআ করে। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস বলেন,

আমি আল্লাহর কিতাবে পাই যে, বান্দা 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে ফেরেশতারা বলেন রব্বিল আলামীন। আর যখন বান্দা বলে 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন' তখন ফেরেশতারা বলেন, হে আল্লাহ, তুমি তোমার বান্দাকে ক্ষমা করো। বান্দা যখন বলে, 'সুবহানাল্লাহ' তখন ফেরেশতারা বলেন, 'ওয়াবিহামদিহি।' আর যখন বান্দা বলে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি', তখন ফেরেশতারা বলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি তোমার বান্দাকে ক্ষমা করো।' বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে ফেরেশতারা বলেন, 'ওয়াল্লাহু আকবার।' আর যখন বান্দা বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার', তখন ফেরেশতারা বলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি তোমার বান্দাকে ক্ষমা করো।'[১৪৫]

১৪৫. এ হাদিস ইবন আবীদ দুনইয়ার গ্রন্থে রয়েছে যা এখনো প্রকাশ হয়নি।

যিকিরকারীকে নিয়ে জমিন ও পাহাড় গর্ব করে

৬৭. যিকিরকারীকে নিয়ে জমিন ও পাহাড় গর্ব করে এবং খুব আনন্দিত হয়। ইবন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

"এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে নাম ধরে ডেকে বলে, তোমার ওপর দিয়ে কি কোনো যিকিরকারী অতিক্রম করেছে? যদি বলে 'হ্যাঁ অতিক্রম করেছে' তখন বলে, সুসংবাদ গ্রহণ করো।"[১৪৬]

আওন ইবন আবদুল্লাহ বলেন,

"জমিন পরস্পরকে ডেকে বলে, আজ তোমার ওপর দিয়ে কি কোনো যিকিরকারী অতিক্রম করেছে? কোনো জমিন বলে, 'হ্যাঁ' আর কোনো জমিন বলে, 'না'।"[১৪৭]

মুজাহিদ বলেন,

এক জমিন অন্য জমিনের নাম ধরে ডেকে বলে, তোমার ওপর দিয়ে কি কোনো যিকিরকারী অতিক্রম করেছে? কোনো জমিন বলে, 'হ্যাঁ' আর কোনো জমিন বলে, 'না'।"

---

১৪৬. ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, ১১২-১২৩; মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১৩/৩০৫; শুআবুল ঈমান, ২/৪৩৩-৪৩৪; সনদ হাসান

১৪৭. তাফসীর ইবন কাসীর, ৫/২২৫২; আল-আযামাহ, ৫/১৭১৭; হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৪/২৪২

যিকরুল্লাহ্ বান্দাকে নিফাকী থেকে বাঁচিয়ে রাখে

৬৮. যিকরুল্লাহর মাধ্যমে জিহ্বাকে সিক্ত রাখা নিফাকী থেকে নিরাপত্তা। কেননা মুনাফিকরা খুবই কম যিকির করে। আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন,

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

তারা খুবই কম আল্লাহর যিকির করে।[১৪৮]

কাব আল-আহবার বলেন,
"যে ব্যক্তি বেশি বেশি যিকির করে সে নিফাক মুক্ত।"[১৪৯]

এ কারণে হয়তোবা আল্লাহ তাআলা সূরা মুনাফিকূনের শেষের দিকে এই আয়াত উল্লেখ করেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে যেন আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন না করে। যারা এমনটা করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[১৫০]

১৪৮. সূরা নিসা, আয়াত : ১৪২
১৪৯. শুআবুল ঈমান, ২/৪৬৯
১৫০. সূরা মুমিনূন, আয়াত : ৯

উক্ত আয়াত আমাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক করছে। কেননা তাদের ব্যাপারে সতর্ক না হলে আমরাও তাদের মতো হয়ে যাব।

এক সাহাবীকে খারিজীদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়,
তারা কি মুনাফিক?

তিনি বলেন,
না, তারা মুনাফিক নয়; মুনাফিকরা তো খুবই কম যিকির করে।[১৫১]

অতএব, বোঝা গেল, কম যিকির করা মুনাফিকদের আলামত এবং বেশি যিকির নিফাকী থেকে বাঁচার রক্ষাকবজ। রব সেই অন্তরকে কিছুতেই নিফাকীতে জড়াতে দেবেন না, যে অন্তর তাঁর যিকিরে সিক্ত থাকে। তিনি সে অন্তরকে নিফাকীতে জড়িয়ে দেবেন, যে অন্তর তাঁর যিকির থেকে গাফেল থাকে।

১৫১. মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১৫/২৫৬; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, ১০/১৫০; এর কোনো সনদ সহীহ

যিকরুল্লাহতে রয়েছে অপার্থিব স্বাদ ও তৃপ্তি

৬৯. যিকরুল্লাহতে যে স্বাদ ও তৃপ্তি রয়েছে তার কোনো তুলনা নেই। এই স্বাদ ও তৃপ্তি ব্যতীত যিকিরের অন্য কোনো ফযিলত ও প্রতিদান না থাকলেও যিকিরের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এটাই যথেষ্ট। এ স্বাদ ও তৃপ্তির জন্যই যিকিরের মজলিসকে জান্নাতের বাগান আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মালিক ইবন দীনার বলেন,

"যিকরুল্লায় যে স্বাদ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, অন্য কোনো উপায়ে সে স্বাদ ও তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব নয়।"[১৫২]

যিকিরুল্লাহ সবচেয়ে হালকা ও সহজ আমল; সবচেয়ে বেশি স্বাদ ও তৃপ্তিদায়ক এবং অন্তরে আনন্দ ও খুশির হিল্লোল প্রবাহিতকরণে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী।

১৫২. শুআবুল ঈমান, ২/৫৮৯

যিকরুল্লাহ্ চেহারাকে নূরানী করে

৭০. যিকরুল্লাহ মাধ্যমে চেহারায় আলোর বিভা ছড়িয়ে পড়ে। পরকালেও তাদের চেহারায় আলোর ঝলকানি থাকবে। দুনিয়াতেও যিকিরকারীদের চেহারা হয়ে উঠে সবচেয়ে দীপ্তময় ও উজ্জ্বল এবং পরকালেও তারা সবচেয়ে ঝলমলে আলোর অধিকারী হবে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার -

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ি ওয়া ইউমিতু বিইয়াদিহিল খাইর ওয়াহু আলা কুল্লি শাইয়িন কদীর

অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। প্রশংসা তাঁর। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। তাঁর হাতে যাবতীয় কল্যাণ। তিনি সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।'—দুআটি পড়বে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারাকে ১৪ তারিখের পূর্ণিমা চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল করে দেবেন।"[১৫৩]

---

১৫৩. মুসনাদুশ শামিয়্যীন, ২/১০৩; হাদিসটি মুরসাল ও দুর্বল।

যিকিরকারীদের পক্ষে অনেক সাক্ষী থাকবে

৭১. রাস্তা-ঘাট, বাসা-বাড়ি, সফর-এলাকায়, মাঠে-ঘাটে-সহ যেকোনো স্থানে যদি যিকির করা হয়, তবে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে অনেকেই সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। কেননা রাস্তা-ঘাট, বাসা-বাড়ি, সফর-এলাকা, মাঠ-ঘাট সবই কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

"যখন প্রচণ্ড কম্পনে জমিন প্রকম্পিত হবে। আর জমিন তার বোঝা বের করে দেবে। মানুষ বলবে, 'এর কী হল?' সেদিন জমিন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, তোমার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।"[১৫৪]

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সেদিন জমিন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে' এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর প্রশ্ন করেন, তোমরা কি জানো পৃথিবীর পরিবেশন যোগ্য বৃত্তান্ত কী? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তার বৃত্তান্ত হল, সমস্ত নারী-পুরুষের সেইসব কাজের সাক্ষ্য দেবে, যা তারা তার ওপরে করেছে। সে বলবে, অমুক দিন অমুক ব্যক্তি এই এই কাজ করেছে। এভাবে সে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তিনি বলেন, এটাই হবে পৃথিবীর পেশকৃত বৃত্তান্ত।'[১৫৫]

১৫৪. সূরা যিলযাল, আয়াত : ১-৪

১৫৫. সুনানুত তিরমিযী, ২৪২৯; হাদিসটি দুর্বল।

অতএব, জমিনের সর্বত্র যিকিরকারীর পক্ষে বেশুমার সাক্ষী থাকবে। সাক্ষীর দিন তথা কিয়ামতের দিন তাদের সাক্ষীর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হবে এবং ইন শা আল্লাহ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। ফলে তারা খুশি ও আনন্দে আত্মহারা হবে এবং অন্যরা তাদের দেখে ঈর্ষা করবে।

যিকরুল্লাহ অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা বলা থেকে রক্ষাকবজ

৭২. যিকরুল্লায় নিয়োজিত ও ব্যস্ত থাকলে গিবত, চোগলখুরি, অনর্থক খোশগল্প, মানুষের অযাচিত প্রশংসা ও নিন্দা ইত্যাদির মতো বাতিল কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা যায়। কেননা জিহ্বা কখনো বসে থাকার বস্তু নয়; হয় যিকির করবে আর নাহয় অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা বলবে।

অনুরূপভাবে নফসকে তুমি যদি হক জিনিসে নিয়োজিত ও ব্যস্ত না রাখো, তবে তা বাতিল জিনিসে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। অন্তরে যদি আল্লাহর ভালোবাসা বসবাস না করে তবে মাখলুকের ভালোবাসা বসবাস করবে। একইভাবে জিহ্বাকে তুমি যদি যিকিরে ব্যস্ত না রাখো, তবে সে বাতিল কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এখন সিদ্ধান্ত নাও তুমি কোন পথে চলবে।

যিকরুল্লাহ্ শয়তান থেকে ঢাল

৭৩. আমরা শুরুতেই এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। তবে বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও কল্যাণকর হওয়াই এখন আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এর প্রয়োজনীয়তা ও জরুরত সব কিছুর ঊর্ধ্বে। চিরশত্রু শয়তান মানুষকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখে। আচ্ছা বলো তো, কোনো মানুষকে যদি তার শত্রুরা প্রতিটি মুহূর্ত শক্তভাবে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখে, খুব সতর্কতার সাথে সবসময় তাকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যে যার মতো তাকে আক্রমণ করে, তাকে কষ্ট দেয়, তাহলে তার অবস্থা কেমন হবে!? শয়তান এভাবেই মানুষকে তার সদলবল নিয়ে ঘিরে রেখেছে। তার এই সদলবদল ও বেষ্টনিকে ছিন্নভিন্ন করার উপায় মাত্র একটি। আর তা হল, যিকরুল্লাহ।

একটি লম্বা হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'আমার এক উম্মতকে দেখলাম শয়তানেরা তাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলেছে। পরক্ষণেই যিকরুল্লাহ এসে সব শয়তানকে তাঁড়িয়ে দেয়।'[১৫৬]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ কদ্দাসাহুল্লাহু রূহাহু এই হাদিসের প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন, "এই হাদিস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে শাহিদ রয়েছে।"

---

১৫৬. এ হাদিসটি বেশ কিছু গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে কোনো সনদ গ্রহণযোগ্য নয়।

যাই হোক, হাদিসের যে অংশটুকু আমাদের উদ্দেশ্য তা হল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমার এক উম্মতকে দেখলাম শয়তানেরা তাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলেছে। পরক্ষণেই যিকরুল্লাহ এসে সব শয়তানকে তাঁড়িয়ে দেয়।' এ অংশটুকু হারিস আশআরীর হাদিসের অনুকূলে। যার ব্যাখ্যা আমরা আগেই করেছি।

হারিস আশআরীর হাদিসটি হল, রাসুলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> আমি তোমাদেরকে আল্লাহ যিকির করার আদেশ দিচ্ছি। যিকিরের উদাহরণ হল সেই ব্যক্তি, যাকে তার শত্রুরা দ্রুত গতিতে ধাওয়া করল। অবশেষে ঐ ব্যক্তি এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তাদের থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করল। অনুরূপভাবে আল্লাহর যিকির করা ব্যতীত কোনো বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।"[১৫৭]

অতএব, প্রমাণ হয়, মানুষ নিজেই নিজেকে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারে না। তাকে বাঁচতে হলে যিকরুল্লাহর দুর্গে আশ্রয় নিতেই হবে।

তিরমিযীতে আনাস ইবন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কেউ যদি 'লা- হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে, তবে তাকে বলা হয়, আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যথেষ্ট, অনিষ্ট হতে তুমি সংরক্ষিত। আর তার থেকে শয়তান দূরে সরে যায়। তখন এক শয়তান আরেক শয়তানকে বলে, যার জন্য আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং যে অনিষ্ট হতে সংরক্ষিত, কীভাবে তার ক্ষতি করবে?[১৫৮]

---

১৫৭. সুনানুত তিরমিযী, ২৮৬৩; হাদিসটি সহীহ

১৫৮. সুনানুত তিরমিযী, ৩৪২৬; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৮৮৬; হাদিসটি তিরমিযীর সনদে সহীহ

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একশত বার –

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর'

অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান'—পড়ে, সে দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পায়। তার জন্য একশত সওয়াব লেখা হয় এবং আর তার একশত গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে সংরক্ষিত থাকে। কোনো লোক তার চেয়ে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে পারে না; তবে সে ব্যক্তি পারে, যে তার চেয়ে সেই দুআটির বেশি পাঠ করে।[১৫৯]

কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

কোনো ব্যক্তি যখন বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় "বিসমিল্লাহ' বলে তখন ফেরেশতা বলেন, 'হিদায়াত পেয়ে গিয়েছ।' আর যখন বলে 'তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ' তখন ফেরেশতা বলেন, 'তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে।' আর যখন বলে, 'লা হওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' তখন ফেরেশতা বলেন, 'সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছ।' ঐ সময় শয়তানেরা পরস্পরকে বলে, চলো ফিরে যাই। আজ তার কাছে পৌঁছার কোনো রাস্তা নেই। যে হিদায়াত পেয়ে গিয়েছে, যার জন্য আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট হয়ে গিয়েছেন এবং যে সংরক্ষিত, কীভাবে তার ক্ষতি করবে?"[১৬০]

---

১৫৯. সহীহুল বুখারী, ৩২৯৩; সহীহ মুসলিম, ২৬৯১

১৬০. জামি মামার, ১১/৩২-৩৩; মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ১০/২০৮; সনদ সহীহ

আবু খাল্লাদ মিসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

যে ইসলামে প্রবেশ করে সে সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয় নেয়। যে মসজিদে প্রবেশ করে সে দুটি সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয় নেয়। আর যে যিকরুল্লাহর মজলিসে অংশগ্রহণ করে সে তিনটি সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয় নেয়।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> "কোনো বান্দা যদি ঘুমানোর সময় বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহা পড়ে, তবে সে জ্বিন ও মানুষের অনিষ্টসহ সব ধরনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।"[১৬১]

১৬১. বাযযার, ৪/২৬, সনদ দুর্বল।

শয়তান থেকে সংরক্ষিত থাকার কিছু উপায়

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাত বা সাদাকাতুল ফিতর সংরক্ষণ করার দায়িত্ব দেন। অতঃপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসে। সে তার দুই হাতের আঁজলা ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে থাকে। আমি তাকে ধরে ফেলে বলি, আমি অবশ্যই তোমাকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি হাদিস উল্লেখ করে বলে, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন হিফাযতকারী থাকবে এবং সকাল অবধি তোমার নিকট শয়তান আসতে পারবে না। পরে এ ঘটনা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বলেন, 'সে তোমাকে সত্য বলেছে তবে সে নিজে মিথ্যুক। আসলে সে ছিল শয়তান।'[১৬২]

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "মানুষ যখন বিছানায় যায় তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা ও একজন শয়তান ছুটে আসে। ফেরেশতা বলেন, তুমি আজকের দিন কল্যাণের ওপর রয়েছ। আর শয়তান বলে, তুমি আজকের দিন অকল্যাণের ওপর রয়েছ। এরপর যখন সে আল্লাহর যিকির করে ঘুমিয়ে যায়, তখন ফেরেশতা শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় এবং ফেরেশতা নিজে তাকে পাহারা

১৬২. সহীহুল বুখারী, ৩২৭৫

দেয়। এরপর যখন সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা ও একজন শয়তান ছুটে যায়। ফেরেশতা বলেন, কল্যাণের সাথে দিন শুরু করো। আর শয়তান বলে, অকল্যাণের সাথে দিন শুরু করো। এরপর সে যখন পড়ে –

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ الَّتِيْ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি রদ্দা ইলাইয়া নাফসী বা'দা মাওতিহা ওয়া লাম ইউমিতহা ফী মানামিহা। আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি ইউমসিকুল্লাতী ক্বযা আলাইহাল মাওতা ওয়া ইউরসিলুল উখরা ইলা আজালিম মুসাম্মা। আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি ইউমসিকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরযা আন তাযূলা ওয়ালাইন যালাতা ইন আমসাকাহুমা মিন আহাদিন মিন বা'দিহ। আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি ইউমসিকুস সামাওয়াতিস সাবআ আন তাকাআ আলাল আরযি ইল্লা বিইযনিহি।

তখন ফেরেশতা শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় এবং ফেরেশতা নিজে পাহারা দেয়।[১৬৩]

ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে বলে,

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়তান ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রযাকতানা।

আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যা আমাদেরকে রিযিক দিয়েছো তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো।

১৬৩. নাসাঈ, আমালুল ইউম ওয়াল লাইলাহ, ৮৫৮; মুসনাদু আবী ইয়ালা, ৩/৩২৬; সনদ সহীহ

অতঃপর সে মিলন থেকে যদি কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[১৬৪]

হাফিয আবু মূসা হাসান ইবন আলী থেকে বর্ণনা করেন, হাসান ইবন আলী বলেন,

যে ব্যক্তি এই বিশ আয়াত পড়বে আমি তার এ ব্যাপারে যিম্মাদার হয়ে গেলাম যে, আল্লাহ তাকে জালিম শাসক, অবাধ্য শয়তান, ক্ষতিকর হিংসা জীবজন্তু ও সীমালঙ্ঘনকারী চোর থেকে রক্ষা করবেন। বিশটি আয়াত হল, আয়াতুল কুরসী, সূরা আরাফের ৫৪ থেকে ৫৬ তিন আয়াত, সূরা সফফাতের দশ আয়াত, সূরা রহমানের ৩৩ থেকে ৩৫ তিন আয়াত এবং সূরা হাশরের শেষের ২১ থেকে ২৪ চার আয়াত।"[১৬৫]

মুহাম্মাদ ইবন আবান বলেন,

একদিন এক ব্যক্তি মসজিদে সালাত আদায় করছিল। হঠাৎ তার পাশে কোনোকিছু আসে। ফলে সে ভয় পেয়ে যায়। পাশে আসা বস্তুটি বলে উঠে, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহর জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি। তুমি উরওয়ার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, ইবলিস থেকে বাঁচতে কী পড়তে হবে?

উরওয়া তাকে বলেন, আমি এই দুআটি পড়ি :

আمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاعْتَصَمْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مُنْتَهَى

আমানতু বিল্লাহিল আযীম ওয়াহদাহ ওয়া কাফারতু বিজজিবতি ওয়াত ত্বগূত ওয়াতাসামতু বিল উরওয়াতিল উসকা লানফিসামা লাহা ওয়াল্লাহু সামীউন আলীম। হাসবিয়াল্লাহু ওয়া কাফা। সামিআল্লাহু লিমান দাআ লাইসা ওয়ারাআল্লাহি মুনতাহা।

১৬৪. সহীহুল বুখারী, ১৪১; সহীহ মুসলিম, ১৪৩৪
১৬৫. তারীখু বাগদাদ, ৪/১২৭; আদ-দুররুল মানসূর, ৩/৪৭১

অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহ প্রতি ঈমান আনলাম। তিনি একক। মূর্তি ও তাগুতকে অস্বীকার করলাম। আর এমন শক্ত হাতলকে আঁকড়ে ধরলাম যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি দুআকারীর দুআ শুনেন। তিনি সর্বশেষ, তাঁর পর কোনো কিছুই নেই।[১৬৬]

বিশর ইবন মানসূর উহাইব ইবন ওয়ারদ থেকে বর্ণনা করেন। উহাইব ইবন ওয়ারদ বলেন,

সন্ধ্যা নামার কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি মরুভূমিতে যায়। সে বলে, হঠাৎ আমি বিকট এক আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখলাম একটি সিংহাসন এনে রাখা হল। অতঃপর একজন এসে তাতে বসল। চারপাশে তার কিছু দলবল একত্রিত হলে সে চিৎকার দিয়ে বলল, 'উরওয়া ইবন যুবাইরকে কে পারবে আমার কাছে পাকড়াও করে উপস্থিত করতে?' কারোর সাড়াশব্দ নেই। সে বারবার চিৎকার করে এই একই কথা বলতে লাগল। এক পর্যায়ে একজন বলে উঠল, 'আমি তাকে উপস্থিত করব।' এ বলে সে মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। আর আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অল্প সময়ের ব্যবধানে সে ফিরে এসে বলল, 'কোনোভাবেই উরওয়ার কাছে পৌঁছা সম্ভব নয়।' তখন প্রধানজন বলল, 'বলো কী? সম্ভব নয় কেন? সে বলল, 'আমি তাকে সকালে কিছু দুআ পড়তে দেখেছি, আবার বিকালে কিছু দুআ পড়তে দেখেছি। এ কারণে আমরা তার কাছে পৌঁছতে পারি না।

লোকটি বলে, এরপর আমি ভোরেবেলায় আমার পরিবারকে যাত্রার রসদ প্রস্তুত করতে বললাম। অতঃপর মদীনায় পৌঁছে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "উরওয়া কে?" এভাবে জিজ্ঞেস করতে করতে আমি তার ঠিকানা পেয়ে যাই। তার কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি একজন বয়োঃবৃদ্ধ মানুষ। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি সকাল-সন্ধ্যায় কী কী পড়েন?' তিনি আমাকে তা বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। আমি তাকে রাতের ঘটনা খুলে বললে তিনি আমাকে বললেন, আমার জানামতে আমি সকাল সন্ধ্যায় এই দুআটি তিনবার করে পড়ি:

১৬৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৮/১৫৭

آمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاعْتَصَمْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مُنْتَهَى

আমানতু বিল্লাহিল আযীম ওয়াহদাহ ওয়া কাফারতু বিজজিবতি ওয়াত ত্বগূত ওয়াতাসামতু বিল উরওয়াতিল উসকা লানফিসামা লাহা ওয়াল্লাহু সামীউন আলীম। হাসবিয়াল্লাহু ওয়া কাফা। সামিআল্লাহু লিমান দাআ লাইসা ওয়ারাআল্লাহি মুনতাহা।

অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহ প্রতি ঈমান আনলাম। তিনি একক। মূর্তি ও তাগুতকে অস্বীকার করলাম। আর এমন শক্ত হাতলকে আঁকড়ে ধরলাম যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি দুআকারীর দুআ শুনেন। তিনি সর্বশেষ, তাঁর পর কোনো কিছুই নেই।[১৬৭]

মুসলিম আল-বাত্তীন বলেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন,

> এক অবাধ্য জ্বিন আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। অতএব, আপনি বিছানায় আসার সময় এই দুআটি পড়বেন:
>
> أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ
>
> আউযু বিকালিমাতিত তাম্মাতিল্লাতী লা ইউযাবিযুহুন্না বাররুন ওয়া ফাজিরুন মিন শাররি মা খলাকা ওয়া যারাআ ও বারাআ। ওয়া মিন শাররি মা ইয়ানযিলু মিনাস সামায়ি ওয়া মিন শাররি মা ইয়া'রুজু ফিহা ওয়া মিন শাররি মা যারাআ ফিল আরযি ওয়া মিন শাররি মা ইয়াখরুজু মিনহা

১৬৭. ইবন আবীদ দুনইয়া, আল-হাওয়াতিফ, ৯৭-৯৯; তারীখু দামিস্ক, ৪০/২৬৯

ওয়া মিন শাররি মা ফিতানিল লাইলী ওয়ান নাহারি ওয়া মিন শাররি কুল্লি তরিকিন ইল্লা তারিকান ইয়াতরুকু বিখাইরিন ইয়া রহমানু।

অর্থাৎ ভালো ও খারাপ কেউ অতিক্রম করতে পারে না আল্লাহর এমন পরিপূর্ণ কালিমার মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি, তিনি যেসব সৃষ্টি করেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন ও উদ্ভাবন করেছেন সেসবের অনিষ্ট থেকে, আসমান থেকে যা বর্ষণ হয় তার অনিষ্ট থেকে, আসমানের দিকে যা উঠে তার অনিষ্ট থেকে, জমিনে যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, জমিন থেকে যা বের হয় তার অনিষ্ট থেকে, দিন ও রাতের ফিতনার অনিষ্ট থেকে এবং রাতে অবতীর্ণ হওয়া বিপদ থেকে; রাতে অবতীর্ণ যেসব জিনিস কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় তা থেকে নয়।[১৬৮]

বুখারী-মুসলিমের হাদিসে বলা হয়েছে,

"শয়তান আযান শুনলে পলায়ন করে।"[১৬৯]

সুহাইল ইবন আবী সলেহ বলেন,

"আমার পিতা আমাকে বনু হারিসা গোত্রের কাছে পাঠান। সেসময় আমার সাথে একজন বালক অথবা আমার একজন সাথী ছিল। একটি বাগানের ভেতর থেকে তার নাম ধরে কে যেন তাকে ডাক দিল। আমার সাথী বাগানের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। আমি এ ঘটনা আমার পিতার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে তুমি এমন অবস্থার মুখামুখি হবে তবে তোমাকে পাঠাতাম না। তবে হ্যাঁ, এরপর কখনো তুমি সেরকম কোনো শব্দ শুনতে পেলে সালাতের মতো করে আযান দেবে। কেননা আমি আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহ আনহুকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন সালাতের আযান দেওয়া হয় শয়তান তখন বায়ু ছাড়তে ছাড়তে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়।"[১৭০]

---

১৬৮. জামি মামার, ১১/৩৫; মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, ৮/৬০-৬১; হাদিসটি মুরসাল।
১৬৯. সহীহুল বুখারী, ৬-৮; সহীহ মুসলিম, ৩৮৯
১৭০. সহীহুল বুখারী, ৬০৮; সহীহ মুসলিম, ৭৪৪

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, শয়তান যখন আযান শুনতে পায় তখন বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালায়, যাতে তাকে আযান শুনতে না হয়।[১৭১]

ইকরিমা বলেন,

এক ব্যক্তি সফর অবস্থায় ছিল। সে একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার পাশে দুজন শয়তানকে দেখতে পায়। মুসাফির ব্যক্তি শুনতে পায়, একজন শয়তান আরেকজন শয়তানকে বলছে, যাও এই ঘুমন্ত ব্যক্তির অন্তরকে নষ্ট করে দাও। কথামতো শয়তান তার কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসে। ফিরে এসে বলে, সে এমন একটা আয়াত পড়ে ঘুমিয়েছে, তার কাছে যাওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। এ কথা শুনে আরেক শয়তান তার কাছে যায়। কিন্তু সে-ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে বলে, তুমি সত্য কথা বলেছ। এরপর সেই দুই শয়তান ব্যর্থ হয়ে তাকে ছেড়ে চলে যায়।

এরপর মুসাফির ব্যক্তি ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তার সাথে ঘটে যাওয়া দুই শয়তানের কাহিনী শোনায়। মুসাফির ব্যক্তি বলে, দয়া করে আমাকে বলুন, আপনি কোন আয়াত পড়ে ঘুমিয়েছিলেন? সে বলে আমি এই আয়াত পড়ে ঘুমিয়েছিলাম,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। দিনকে তিনি রাতের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন আর তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁরহুকুমও তাঁর। বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক।[১৭২]

১৭১. সহীহুল বুখারী, ৬০৮

১৭২. সূরা আরাফ, আয়াত : ৫৪

আবু নাযর হাশিম ইবন কাসিম বলেন,

আমি আমার ঘরে ছিলাম। আমাকে অদৃশ্য থেকে বলা হল, আবু নাযর, আমাদের প্রতিবেশিত্ব ও পার্শ্ববর্তীতা ত্যাগ কর। আমার কাছে বিষয়টি জটিল মনে হল। আমি এই কাহিনী কূফায় লিখে পাঠালাম। ইবন ইদরীস, মুহারিবী ও আবু উসামাহকেও লিখে পাঠালাম। মুহারিবী আমাকে জবাবে লিখেন, মদীনায় একটি কূপ শুকিয়ে যেত। একদল মুসাফির সেই কূপের এলাকায় যায়। লোকজন তাদেরকে কূপের কাহিনী শোনায়। মুসাফির লোকেরা এক বালতি পানি নিয়ে আসতে বলে। তারপর এই দুআ পড়ে বালতির পানি সেই কূপে নিক্ষেপ করে। সাথে সাথে কূপ থেকে একটা আগুন বের হয় এবং কূপের মাথায় এসে নিভে যায়।

আবু নাযর বলেন, এই কাহিনী শোনার পর আমিও একটি পাত্র পানি নিই। তারপর পানিতে সেই দুআ পড়ে ঘরের চতুর্পাশে ছিটিয়ে দিই। ফলে তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, আবু নাযর, তুমি আমাদের পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দিলে। তোমাকে যেতে হবে না বরং আমরাই তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সেই দুআটি হলো :

بِسْمِ اللهِ أَمْسَيْنَا بِاللهِ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ وَبِعِزَّةِ اللهِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ وَلَا تُضَامُ وَبِسُلْطَانِ اللهِ الْمَنِيْعِ نَحْتَجِبُ وَبِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا عَائِذٌ مِنَ الْأَبَالِسَةِ وَمِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَمِنْ شَرِّ مُعْلِنٍ أَوْ مُسِرٍّ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ بِاللَّيْلِ وَيَكْمُنُ بِالنَّهَارِ وَيَكْمُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ أَعُوْذُ بِاللهِ بِمَا اسْتَعَاذَ بِهِ مُوْسَى وَعِيْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفَّى مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَبْغِيْ أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী : 'আল্লাহর যিকির করা ব্যতীত কোনো বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।' সংশ্লিষ্ট আলোচনা এখানেই শেষ হল।

আমরা যিকরুল্লাহ সংশ্লিষ্ট আরও কিছু উপকারী কথা তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

যিকরুল্লাহ্‌র প্রকারভেদ

যিকির দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার যিকির: আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে যিকির করা। তাঁর প্রশংসা করা। তাঁর শানে যা প্রযোজ্য নয় তা থেকে তাঁকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করা।

এই প্রকার যিকির আবার দুই প্রকার।

ক. যিকিরকারী সরাসরি আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর প্রশংসার মাধ্যমে যিকির করবে। এ ধরনের যিকির হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। যেমন,

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ

সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া হুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান

তবে এই প্রকারের যিকিরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম, ব্যাপক ও অর্থবহুল যিকির হল, সুবহানাল্লাহি আদাদা খলকিহি। এ-যিকির নিছক সুবহানাল্লাহ বলা থেকে উত্তম। অনুরূপভাবে -

الحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي
الأَرْضِ وعَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وعَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ

‘আলহামদুলিল্লাহি আদাদা মা খলাকা ফিস সামায়ি ওয়া আদাদা মা খলাকা ফিল আরযি ওয়া আদাদা মা বাইনাহুমা ওয়া আদাদা মা হুওয়া খলিকুন’

অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা তিনি আসমানে যা সৃষ্টি করেছেন তার সমপরিমাণ, জমিনে যা সৃষ্টি করেছেন তার সমপরিমাণ, আসমান জমিন উভয়ের মাঝে যা রয়েছে তার সমপরিমাণ, যা সৃষ্টি করবেন তার সমপরিমাণ।’—বলা নিছক আলহামদুলিল্লাহ বলা থেকে উত্তম।

জুওয়াইরিয়্যাহর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন,

আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর চারটি কালিমা তিনবার পড়েছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সাথে সে চারটি কালিমা ওজন করা হলে সে কালিমা চারটির ওজনই ভারী হয়ে যাবে। কালিমাগুলো হলো—

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ
سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবি হামদিহি আদাদা খলকিহি ওয়া রিযা- নাফসিহি ওয়াযিনাতা আরশিহি ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহি',

অর্থাৎ- আমি আল্লাহর প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার মাখলুকের সংখ্যার পরিমাণ, তার সন্তুষ্টির পরিমাণ, তার আরশের ওজন পরিমাণ ও তার কালিমাসমূহের সংখ্যার পরিমাণ।'[১৭৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার ঘরে গেলেন। তার সামনে খেজুরের অনেকগুলো বিচি অথবা নুড়ি পাথর ছিল। ঐ মহিলা সেই বিচি বা নুড়ি পাথর দিয়ে তাসবীহ পাঠ করত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়েও সহজ ও উত্তম পথ বলে দেব না? তা হল,

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ
وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ
مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلَ ذَلِكَ

সুবহানাল্লাহ আদাদা মা খলাকা ফিস সামায়ি ওয়া সুবহানাল্লাহ আদাদা মা খলাকা ফিল আরযি ওয়া সুবহানাল্লাহ আদাদা মা বাইনা যালিকা ওয়া

১৭৩. সহীহ মুসলিম, ৬৮০৬

সুবহানাল্লাহ আদাদা মা হুওয়া খলিকুন ওয়াল্লাহু আকবার মিসলা যালিকা ওয়ালহামদুলিল্লাহি মিসলা যালিকা ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ মিসলা যালিকা।

অর্থাৎ আল্লাহ মহাপবিত্র আকাশে তাঁর সৃষ্টি জীবের সমসংখ্যক, আল্লাহ মহাপবিত্র দুনিয়াতে তার সৃষ্ট জীবের সমসংখ্যক, আল্লাহ তাআলা মহাপবিত্র এতদুভয়ের মধ্যকার সৃষ্টির সমসংখ্যক, আল্লাহ তাআলা মহাপবিত্র তিনি যে সকল প্রাণী সৃষ্টি করবেন তার সমসংখ্যক। অনুরূপ পরিমাণ আল্লাহ তাআলা মহান। অনুরূপ পরিমাণ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা। অনুরূপ সংখ্যকবার আল্লাহ তাআলা ছাড়া কল্যাণ করার বা ক্ষতিসাধনের আর কোন শক্তি নেই। [১৭৪]

খ. আল্লাহ তাআলার কর্মকাণ্ড স্মরণ করা। যেমন বলা, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের আওয়াজ শুনেন। তাদের নড়াচড়া ও চলাফেরা দেখেন। বান্দার গোপনীয় বিষয়ও তাঁর অজানা নয়। তিনি বান্দার প্রতি তার পিতা-মাতা থেকেও বেশি দয়াবান। তিনি সকল কিছুর ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতাবান। কারো সফর অবস্থায় হারানো বাহন ফিরে পাওয়ার আনন্দের চেয়েও তিনি বান্দার তওবায় বেশি আনন্দিত হন।

এই প্রকার যিকিরের মধ্য সবচেয়ে উত্তম যিকির হল, আল্লাহ বা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেভাবে তাঁর প্রশংসা করেছেন, কোনো রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন, মাখলুকের সাথে সাদৃশ্যদান ও দৃষ্টান্ত প্রদান ছাড়াই হুবহু সেভাবে প্রশংসা করা।

এই প্রকার যিকির আবার তিন প্রকার :

- প্রশংসামূলক যিকির,
- স্তুতি বর্ণনামূলক যিকির ও
- শ্রেষ্ঠত্বদানমূলক যিকির।

---

১৭৪. সুনানুত তিরমিযী, ৩৫৬৮; সুনানু আবি দাউদ, ১৪৯৫; হাদিসটি দুর্বল।

প্রশংসামূলক যিকির বলতে আল্লাহর শুধু পরিপূর্ণ গুণাবলী বর্ণনা করার মাধ্যমে যিকির নয়; বরং সাথে সাথে তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা। কেননা প্রশংসা না করে প্রেমিক হওয়া যায় না, আবার ভালো না বেসে প্রশংসা করলে তাকে প্রশংসা বলা হয় না। অতএব, একসাথে ভালোবাসা ও প্রশংসা থাকা বাঞ্ছনীয়। যখন ক্রমান্বয়ে প্রশংসা করা হয় তখন তাকে স্তুতি বর্ণনা করা বলে। আর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, মহত্ত্ব, বিশালত্ব ও রাজত্বের গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করা হলে তাকে শ্রেষ্ঠত্বদানমূলক যিকির বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতিহায় এই তিন প্রকার যিকির একসাথে উল্লেখ করেছেন। বান্দা যখন বলে, 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন', তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।' আর যখন বলে, 'আর-রহমানির রহীম, তখন বলেন, 'আমার বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করেছে।' আর যখন বলে, 'মালিকি ইয়াউমিদ্দীন, তখন বলেন, 'আমার বান্দা আমার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে।'[১৭৫]

দ্বিতীয় প্রকার যিকির : আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও বিধিবিধান স্মরণ করার মাধ্যমে যিকির করা। এই যিকির আবার দুই ধরনের।

ক. শুধু স্মরণ করা ও বলা যে, আল্লাহ অমুক কাজের আদেশ দিয়েছেন। অমুক থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি অমুক জিনিস ভালোবাসেন। অমুক জিনিস তিনি ঘৃণা করেন।

খ. তাঁর আদেশ স্মরণ করার পর কালবিলম্ব ছাড়াই তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং তাঁর নিষেধ স্মরণ করার সাথে সাথে তা থেকে দ্রুত বেগে পলায়ন করা। তাঁর আদেশ নিষেধ স্মরণ করা বা কাউকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এক জিনিস আর সেই আদেশ-নিষেধ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা ভিন্ন জিনিস। যার মাঝে সকল প্রকার যিকির পাওয়া যায়, তার যিকির সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন, সবচেয়ে মহান ও সর্বাধিক উপকারী।

---

১৭৫. সহীহ মুসলিম, ৩৯৫

তার এই যিকির বড় ফিকহ। তবে তার থেকে তুলনামূলক নিচুমানের অন্যান্য যিকিরও উত্তম, যদি নিয়ত ঠিক থাকে।

যিকিরের অন্তর্ভুক্ত আরও একটি যিকির হল, আল্লাহর নেয়ামত, দান, অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও দয়ার কথা স্মরণ করা। এই প্রকার যিকিরও সর্বোত্তম যিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

এই হল মোট পাঁচ প্রকার যিকির।[১৭৬]

যিকির কখনো অন্তর ও জিহ্বার মাধ্যমে করা হয়। অন্তর ও জিহ্বার মাধ্যমে কৃত যিকির সর্বোত্তম যিকির। যিকির কখনো শুধুমাত্র অন্তরের মাধ্যমে করা হয়। এই যিকির দ্বিতীয় স্তরের। আবার কখনো শুধু জিহ্বার মাধ্যমে করা হয়। এই যিকির তৃতীয় স্তরের।

উত্তম যিকির হল, যখন অন্তর ও জিহ্বা একসাথে যিকির করে। জিহ্বা ছাড়াই যদি শুধু অন্তর যিকির করে তবে তা অন্তর ছাড়াই শুধু জিহ্বায় যিকির করা থেকে উত্তম। কেননা অন্তরের যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর মারিফত অর্জন হয়, তাঁর ভালোবাসা উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত হয়, লজ্জা উদ্বেলিত হয়, আল্লাহভীতি ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহর ধ্যানে উৎসাহ আসে এবং ইবাদতে অবহেলা করা ও পাপকাজকে হালকা মনে করা থেকে দূরে থাকা যায়। অপরপক্ষে শুধু মৌখিক যিকিরের মাধ্যমে এসব অর্জন করা সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও তা খুবই দুর্বল ও ক্ষীণ।

১৭৬. মোট পাঁচ প্রকার হলো : ১ ও ২. আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত দুই প্রকার, ৩ ও ৪. তাঁর আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত দুই প্রকার, ৫. তার নেয়ামত, অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি স্মরণ করা।

যিকরুল্লাহ্ দুআ থেকে উত্তম

যিকরুল্লাহ দুআ থেকে উত্তম। কারণ, যিকিরে আল্লাহর সুন্দর নাম, গুণ ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা হয়। অন্যদিকে দুআতে বান্দার প্রয়োজনের কথা আল্লাহর দরবারে তুলে ধরে তাঁর কাছে শুধু চাওয়া হয়। অতএব, তুমি-ই ফয়সালা কর, যিকিরের তুলনায় দুআর অবস্থান কোথায়?

এ কারণে হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "আমার যিকির যাকে আমার থেকে যাচ্ঞা করা থেকে নিবৃত্ত রাখে, আমি তাকে যাচ্ঞাকারীর তুলনায় অধিকদান করি।"[১৭৭]

১৭৭. সুনানুত তিরমিযী, ২৯২৬, হাদিসটি দুর্বল।

দুআ করার পদ্ধতি

এ কারণে দুআ করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, তারপর তাঁর কাছে নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করে নিজের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরা।

ফাযালাহ ইবন উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

"নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সালাতে দুআ করতে শুনলেন। সে ব্যক্তি দুআয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়েনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ লোকটি বড্ড তাড়াহুড়া করছে। তারপর তিনি তাকে অথবা অন্য কাউকে ডেকে বললেন, তোমাদের কেউ সালাত আদায় করলে সে যেন প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করে। এরপর যা ইচ্ছে তা দুআ করে।"[১৭৮]

যূননূন ইউনুস আলাইহিস সালাম এভাবেই দুআ করতেন। তাঁর ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **আল্লাহর নবি যূননূন ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে থাকাকালে যে দুআ করেছিলেন, তা হল,**

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যলিমীন অর্থাৎ 'তুমি ব্যতীত

১৭৮. সুনানু আবি দাউদ, ১৪৭৬; সুনানুত তিরমিযী, ৩৪৭৭; সুনানুন নাসায়ী, ১২৮৩; হাদিসটি সহীহ

সত্য কোনো মাবুদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয় যালিমদের দলভুক্ত।'

মুসলিম ব্যক্তি যে কোনো বিষয়ে এ দুআ করলে, আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন।[১৭৯]

ইউনুস আলাইহিস সালাম তাঁর উল্লিখিত দুআয় সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করেছেন। তারপর নিজের কথা ব্যক্ত করেছেন।

আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সব দুআ এভাবেই করতেন। যেমন, বিপদকালীন দুআতেও তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করতেন। দুআটি হল,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরয রব্বুল আরশিল আযীম

অর্থাৎ "আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি মহান ও ধৈর্যশীল। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনিই আসমান জমিনের প্রতিপালক ও মহান আরশের রব।"[১৮০]

আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে এভাবে দুআ করতে শুনেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

১৭৯. সুনানুত তিরমিযী, ৩৫০৫; হাদিসটি সহীহ

১৮০. সহীহুল বুখারী, ৬৩৪৫; সহীহ মুসলিম, ২৭৩০

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদ আল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুন লাহু কুফুওয়ান আহাদ অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তার সমকক্ষ কেউ নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুআ শুনে বললেন, সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে এই লোক আল্লাহ তাআলার মহান নামের ওয়াসীলায় তাঁর নিকটে প্রার্থনা করেছে, যে নামের ওয়াসীলায় দুআ করা হলে তিনি তা কবুল করেন এবং কোনো কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন।[১৮১]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলেন। সে সময় এক ব্যক্তি সালাত আদায় করে এই দুআ করতে লাগল,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদা লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আল-মান্নানু বাদীউস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি ইয়া যালজালালি ওয়া ইকরাম ইয়া হাইউন ইয়া কাইউম।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি। তুমি-ই তো সকল প্রশংসার মালিক, তুমি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। তুমি দয়াশীল। তুমিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। হে মহান সম্রাট ও সবোর্চ্চ মর্যাদার অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী'।

---

১৮১. সুনানু আবি দাউদ, ১৪৮৮; সুনানুত তিরমিযী, ৩৪৭৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুআ শুনে বললেন,

> এ ব্যক্তি ইসমে আযম তথা মহান নামের মাধ্যমে দুআ করেছে। এই ইসমে আযমের মাধ্যমে তাকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং তাঁর নিকট চাওয়া হলে তিনি তা দান করেন।[১৮২]

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে দুটি বিষয় জানিয়েছেন।

যখন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন দ্বারা দুআ করা হয় তখন দুআ কবুল করা হয়। এটি ইসমে আযম।

অতএব, প্রমাণ হয়, আল্লাহর কাছে বান্দার প্রয়োজন ও অভাবের দরখাস্ত কবুল হওয়াতে যিকরুল্লাহ ও প্রশংসা সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ।

১৮২. সুনানু আবি দাউদ, ১৪৯৫; সুনানুত তিরমিযী, ৩৫৪৪

যিকরুল্লাহ দুআ কবুল হওয়ার মাধ্যম

যিকরুল্লাহ ও আল্লাহর প্রশংসা করার অন্যতম একটি ফায়দা হল, এর মাধ্যমে দুআ কবুল হয়।

যে দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও যিকির করা হয় না, সে দুআ যতটা না কবুল হয়, তার তুলনায় সেই দুআ বেশি কবুল হয় যে দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও যিকির করা হয়। বান্দা যদি কোনোকিছু চাওয়ার আগে প্রশংসা ও যিকিরের সাথে সাথে নিজের অসহায়ত্ব, দারিদ্রতা ও অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে, তাহলে উক্ত দুআ আরও উত্তম এবং কবুল হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা থাকে। কেননা যাচনাকারী যখন আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলী, তাঁর অনুগ্রহ ও দয়াকে দুআয় ওয়াসীলা বানায় এবং নিজের অসহায়ত্ব, দারিদ্রতা ও অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে তখন যাচনাকারী তার দায়িত্ব পালন করে ফেলে। ফলে তার দুআ কবুল হয়ে যায়।

তুমি বাস্তবে এমন উদাহরণ পেয়ে যাবে যে, কেউ যখন কোনো মানুষের অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও দয়া পেতে চায়, তখন সে তার অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও দয়াকে ওয়াসীলা বানায় অর্থাৎ প্রথমেই তার বিভিন্ন গুণাবলীর কথা তার সামনে তুলে ধরে। তারপর নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে। ফলে সে ব্যক্তির অন্তর নরম হয়ে যায়, তার প্রতি আলাদা দয়া অনুভব করে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে দেয়।

যদি তাকে বলা হয়, আপনি খুব দানশীল। আপনার দান-দাক্ষিণ্য পেতে লোকজন দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসে। আপনার অনুকম্পা সূর্যের মতো স্পষ্ট,

কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। জনাব, আমি এমন এক প্রয়োজন, কষ্ট ও অভাবে পড়ে গিয়েছি যে, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। এভাবে কেউ নিজের প্রয়োজন ও অভাবের কথা তুলে ধরলে তার আবেদন খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়। কিন্তু কেউ যদি প্রশংসা ও গুণকীর্তন না করে সরাসরি বলে, 'আমার অমুক অমুক জিনিস প্রয়োজন', তবে তার এমন আবেদন গ্রহণ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

তিন নবির দুআর পদ্ধতি

তুমি এতক্ষণে নিশ্চয়ই দুআ করার পদ্ধতি শিখে গিয়েছ। এবার এ বিষয়টি আরও গভীরভাবে জানতে তিনজন নবির দুআর পদ্ধতি দেখে নাও। মূসা আলাইহিস সালাম দুআয় বলেছিলেন,

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

আবার রব, তুমি আমাকে কল্যাণকর যা দেবে, তার-ই আমি ফকীর। [১৮৩]

যূননূন ইউনুস আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

আল্লাহ তুমি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। [১৮৪]

আদম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আমাদের রব, আমরা নিজেদের ওপর জুলম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা ও দয়া না করো, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। [১৮৫]

---

১৮৩. সূরা কসাস, আয়াত : ২৪
১৮৪. সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৭
১৮৫. সূরা আরাফ, আয়াত : ২৩

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সালাতে পাঠযোগ্য একটি দুআ আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, তুমি এ দুআটি পাঠ করবে-

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

হে আল্লাহ, আমি নিজের উপর অধিক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ হতে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[১৮৬]

লক্ষ করো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কত সুন্দরভাবে দুআ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। উক্ত দুআতে প্রথমেই নিজের অবস্থার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তারপর রবের অনুগ্রহ ও অনুকম্পার ওয়াসীলা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, হে আল্লাহ, অপরাধ মোচন করার একক কর্তৃত্ব আপনার; এ কর্তৃত্ব কারো নেই। এরপর নিজের চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা তাঁর দরবারে পেশ করা হয়েছে। এটাই দুআ ও দাসত্বের আদব ও শিষ্ঠাচার।

১৮৬. সহীহুল বুখারী, ৮৩৪; সহীহ মুসলিম, ২৭০৫

যিকিরের তুলনায় কুরআন তিলাওয়াত উত্তম

যিকিরের তুলনায় কুরআন তিলাওয়াত উত্তম আর দুআর তুলনায় যিকির উত্তম। এটা সামগ্রিক বিচারে। অন্যথায় অবস্থাভেদে কখনো অনুত্তম উত্তমে পরিণত হয়; বরং সে অনুত্তম কাজ করা ফরয হয়ে যায়। যেমন, রুকু ও সাজদায় 'সুবহানাল্লাহ' বলা। এই দুই অবস্থায় 'সুবহানাল্লাহ' যিকির কুরআন তিলাওয়াত থেকেও উত্তম। এমনকি এই দুই অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করাও নিষিদ্ধ। কারো মতে নিষিদ্ধ বলতে হারাম উদ্দেশ্য আবার কারো মতে, অপছন্দনীয় বা মাকরূহ উদ্দেশ্য।

অনুরূপভাবে স্ব-স্ব স্থানে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা কুরআন তিলাওয়াত থেকে উত্তম। একইভাবে তাশাহহুদ ও দুই সাজদার মাঝখানে 'রব্বিগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহদিনী ওয়া আফিনী ওয়ার যুকনী' বলা কুরআন তিলাওয়াত থেকে উত্তম। এরপর সালাত পরবর্তী যিকির আযকার করা কুরআন তিলাওয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। এছাড়াও মুআজ্জিনের আজানের জবাব দেওয়া কুরআন তিলাওয়াত থেকে ভালো। সমস্ত মাখলুকের তুলনায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, মাখলুকের কথার তুলনায় তাঁর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বও তেমন; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই মূলনীতি প্রয়োগিক নয়। অন্যথা কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ ও হিকমত অর্জন হবে না।

যদিও সামগ্রিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম, তবুও নির্দিষ্ট স্থান ও ক্ষেত্রে যিকির করা উত্তম। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, তার জন্য কুরআন তিলাওয়াতের তুলনায় যিকির বেশি উপকারী ও কল্যাণকর, তবে তার ক্ষেত্রেও যিকির উত্তম বলে বিবেচিত

হবে। যেমন, কোনো পাপী বান্দার অন্তরে হঠাৎ অনুশোচনা সৃষ্টি হল এবং তাতে তওবা ও ইসতিগফারের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। এই অবস্থায় তার জন্য কুরআন তিলাওয়াতের তুলনায় তওবা ও ইসতিগফার করা উত্তম। অনুরূপভাবে কেউ মানুষ ও জিন শয়তানের ক্ষতির আশঙ্কা করছে। এ ক্ষেত্রেও আশঙ্কাকারী ব্যক্তি ক্ষতি থেকে বাঁচতে দুআ ও যিকিরের দুর্গে আশ্রয় নেবে।

বান্দা কখনো এমন কঠিন সমস্যা ও প্রয়োজনের সম্মুখীন হয় যে, সে সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা রবের কাছে তুলে ধরা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। এমন কঠিন সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা রবের কাছে তুলে না ধরে কুরআন তিলাওয়াত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না; কুরআনের প্রতি মনোযোগ ও আকর্ষণ কাজ করে না। অথচ রবের কাছে দুআ করলে, নিজের চাওয়া-পাওয়া ও প্রয়োজনের কথা তুলে ধরলে ঠিকই কান্নায় ভেঙে পড়ে, অন্তর রবের কাছে পৌঁছে যায় এবং পত্র-পল্লবে খুশু-খুজু, নতজানুতা, আল্লাহভীতি ও অসহায়ত্ববোধ জেগে উঠে। বান্দার এমন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ও যিকিরের তুলনায় দুআ করা উত্তম ও বেশি উপকারী; যদিও কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির সামগ্রিকভাবে দুআ থেকে উত্তম।

দুইটি আবশ্যকীয় বিষয়

এই অধ্যায় অতীব প্রয়োজনীয় ও উপকারী। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় জানা খুবই প্রয়োজন।

নফস বা আত্মা সংক্রান্ত জ্ঞান,
কোন জিনিস স্থায়ীভাবে উত্তম-অনুত্তম, তার ইলম।

এছাড়া স্থান, কাল ও পাত্রভেদে কখন উত্তম জিনিস অনুত্তম হয়ে যায় এবং অনুত্তম জিনিস উত্তমে পরিণত হয়, তা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকতে হবে। তবেই প্রত্যেক জিনিসকে তার অধিকার দেওয়া সম্ভব এবং উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা সহজ। কেননা চোখের ও পায়ের স্থান ও সক্ষমতা আলাদা আলাদা। চোখ যা পারে, কান তা পারে না। আবার কান যা পারে। চোখ তা পারে না। অনুরূপ পানি ও গোশতের স্থান ও সক্ষমতাও ভিন্ন-ভিন্ন। পানি দ্বারা যা হয়, গোশত দ্বারা তা হয় না। আবার গোশত দ্বারা যা হয়, পানি দ্বারা তা হয় না। এই স্তর ও বিষয়গুলো সংরক্ষণ করা হিকমতের পরিচায়ক। আর হিকমতের ওপর বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা নির্ভরশীল। একইভাবে কাপড়ের জন্য কখনো সাবান ও ক্ষার উপকারী আবার কখনো ধূপ ও গোলাপজল উপকারী।

তাসবিহ্ না ইসতিগফার উত্তম?

আমি একদিন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো কোনো আলিমকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, বান্দার জন্য কোনটি বেশি উপকারী : তাসবিহ না ইসতিগফার? তিনি বলেন, কাপড় পরিষ্কার থাকলে সুঘ্রাণ ও গোলাপজল বেশি উপকারী। আর কাপড় অপরিষ্কার থাকলে সাবান ও গরম পানি বেশি উপকারী। তিনি আমাকে বললেন, কাপড় যখন দুর্গন্ধময় ও ময়লায় পরিপূর্ণ তখন সুঘ্রাণ ও গোলাপজল ব্যবহার করে কাজ কী?

একইভাবে সূরা ইখলাস কুরআনের একতৃতীয়াংশ হওয়া সত্ত্বেও উত্তরাধিকার, তালাক, খোলা, ইদ্দত-সহ অন্যান্য বিধান সংক্রান্ত আয়াতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কখনো এসব বিধিবিধান সংক্রান্ত আয়াত সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করার তুলনায় বেশি উপকারী হতে পারে।

কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও দুআর তুলনায় সালাত বেশি উত্তম

সালাতে একসাথে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও দুআর উপস্থিতি থাকে। সালাতে যাবতীয় ইবাদতের কিছু না কিছু অংশ বিদ্যমান থাকে। এ জন্য কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও দুআর তুলনায় সালাত বেশি উত্তম।

একটি উপকারী মূলনীতি

একটি অত্যন্ত উপকারী মূলনীতি হল, কোনটি উত্তম আমল আর কোনটি অনুত্তম এবং অবস্থাভেদে কখন উত্তম আমল অনুত্তমে পরিণত হয়- তা জানা। এই মূলনীতি জানা থাকলে বান্দা প্রতিটি আমলের স্তর ও মর্যাদা বুঝতে পারে। তখন সে আর উত্তম ছেড়ে অনুত্তমে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। কেননা উত্তম ছেড়ে অনুত্তমে ব্যস্ত হয়ে পড়লে শয়তান লাভবান ও উপকৃত হয়। অনুরূপভাবে এই মূলনীতি জানা থাকলে, উত্তম আমলের বেশি সওয়াব, বড় পুরস্কার ও বিরাট প্রতিদানের কথা ভেবে উত্তম আমলকে নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে না যে, অনুত্তম আমলকে একদম ছেড়ে দেয়। অথচ সে ব্যক্তি উত্তম অনুত্তম দুই আমল করার সামর্থ্য, সুযোগ ও সময় রাখে। এভাবে কেউ অনুত্তম আমলকে একেবারে ছেড়ে দিলে তার কল্যাণ সমূলেই হারিয়ে যাবে।

এসকল ভুলভ্রান্তি থেকে বাঁচতে হলে আমলের স্তর, ভিন্নতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। প্রতিটি আমলকে তার অধিকার দিতে শিখতে হবে। আমলগুলোকে স্ব-স্ব স্থানে রাখতে হবে। কখনো উত্তম আমলের জন্য অনুত্তম আমলকে ছেড়ে দিতে হবে। আবার কখনো অনুত্তম আমলের জন্য উত্তম আমলকে স্থগিত রাখতে হবে। তবে তখন স্থগিত রাখতে হবে যখন স্থগিত উত্তম আমলকে আবারও ফিরিয়ে পাওয়া যাবে এবং তাতে ব্যস্ত হওয়া সম্ভব হবে; কিন্তু সে-অনুত্তম আমলকে ছেড়ে দিলে আর ফিরিয়ে পাওয়া সম্ভব হবে না। অবস্থা এমন হলে প্রথমে অনুত্তম আমলকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে তারপর উত্তম আমলে মনোনিবেশ করতে হবে। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত করা অবস্থায় কেউ সালাম প্রদান করলে বা হাঁচি দিলে, কুরআন

তিলাওয়াত বাদ দিয়ে সালাম ও হাঁচির জবাব দিতে হবে; যদিও কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম। কেননা সালাম ও হাঁচির জবাব দেওয়ার মতো অনুত্তম কাজ শেষ করার পর আবারও কুরআন তিলাওয়াতের মতো উত্তম আমলে ব্যস্ত হওয়া সম্ভব। এর বিপরীতে জবাব না দিয়ে যদি কুরআন তিলাওয়াত নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তবে সালাম ও হাঁচির জবাব দেওয়ার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। একই কথা ও হুকুম সমস্ত আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আল্লাহ তাআলা তাওফীকদানকারী।

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক	মুদ্রিত মূল্য
এসো জান্নাতের গল্পশুনি	তানবীর হাসান বিন আব্দুর রফিক	১৯০
দুআ কবুলের গল্পগুলো	রাজিব হাসান	২৮০
তাওবাহর গল্প	রাজিব হাসান	২৫০
দাজ্জাল	রাজিব হাসান	১৮০
ছোট্ট কথন	রাজিব হাসান	১৬০
শিকলবন্দী ক্ষমা	আলী আহমদ বা-কাসীর	১৯০
ভালোবাসা কারে কয়?	শায়খ ইয়াসের বিরজাস	১৮০
বিদায় বেলার অসিয়ত	ইমাম আবু সুলাইমান আর-রাবায়ী	১৫০
ছড়া বই রঙিন রোদের কনে	মুসফিরা মারিয়াম	১৫০
এসো ইয়াজুজ-মাজুজ চিনি	রাজিব হাসান	১০০
দুআ কবুলের গল্পগুলো	মুহিববুল্লাহ খন্দকার ও রাজিব হাসান	২৮০
এক নজরে নবীজি (সাঃ)	মুফতী মাহফুজ মুসলেহ	১৪৬
চার তারা	আরিফুল ইসলাম	১৬৪
ছোটদের নবীজি (সাঃ)	মাহমুদুল হক জালীস	১৫০
আল-কুরআনের আলো	শাইখ ফরীদ আল আনসারী	১৩৬
তাঁর কালামের মায়ায়	একদল তরুণ লেখক-লেখিকা	২৮২
আল-ফাওয়াইদ	ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ	২৩৬

আমাদের বইগুলো সকল অনলাইনে ও দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ

আমাদের প্রকাশিতব্য বইসমূহ

বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
সালাফদের আখলাক	শাইখ আহমাদ ফরীদ (রহঃ)
গল্পে গল্পে ৪০ হাদিস	ড. ইয়াসার কাঁদেমীর
তিনি আবার আসবেন	রাজিব হাসান
সুখের ঠিকানা	আব্দুল্লাহ মাহমুদ
ঘুম পাড়ানী গল্প	মোঃ শফিউল আলম
বদান্যতার গল্প	মুফতী মাহফুজ মুসলেহ
যেসব কথা যায় না বলা	আব্দুল্লাহ মাহমুদ
সালাফদের সিয়াম	সাইদ বিন ওয়াহাফ কাহতানি রহিমাহুল্লাহ
যুবকদের প্রতি উদাত্ত আহবান	শাইখ নিদা আহমাদ
১২ চাঁদের ফজিলত	আব্দুল্লাহ মাহমুদ
নবীজির (সাঃ) দস্তরখানে	রাজিব হাসান

আযান প্রকাশনী'র
প্রকাশিত কিছু বইসমূহ
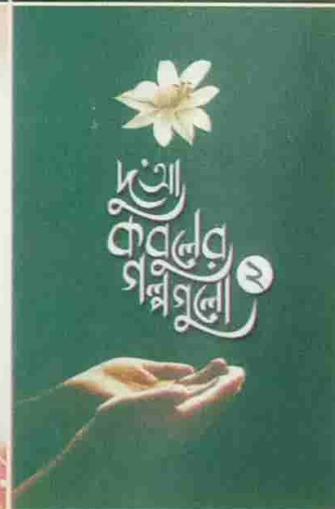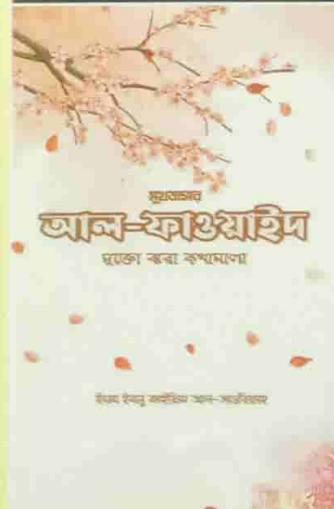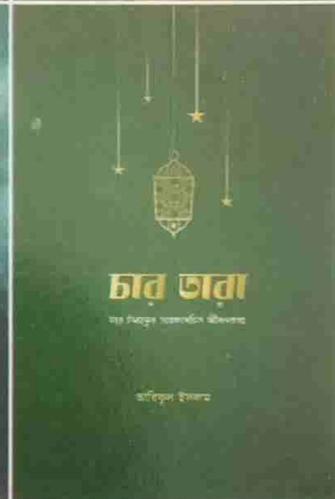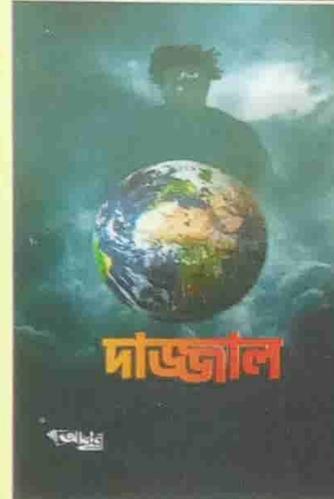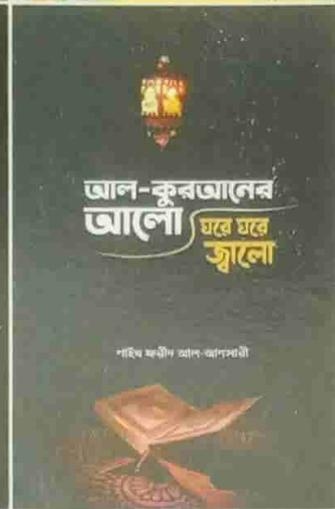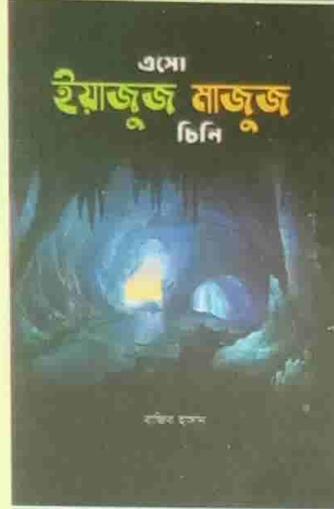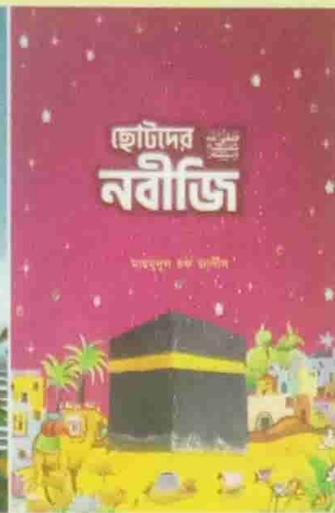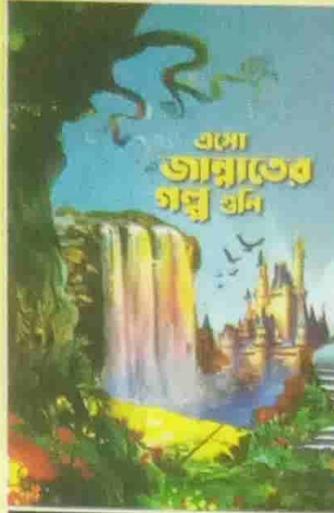
জেনে রেখো,

আল্লাহর যিকিরেই রয়েছে অন্তর প্রশান্তি।

সূরা আর-রাদ, আয়াত ২৮

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০১৭৫৯৫৯৯০০৮, ০১৭১৭৩১৭৯৩১
facebook.com/AzanProkashoni